Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ সঙ্ঘবাণী

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য
শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর
নির্দ্দেশ

LIBRARY 3/83
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রণব মঠ কর্ত্তৃক
সর্ব্বসত্ত্ব-সংরক্ষিত

স্বামী বেদানন্দ
ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত

কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ

শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-গীতা (১ম ও ২য় ভাগ) ঃ—জাতি-সংগঠক মহান্ আচার্য্যের **স্বলিখিত** সঙ্ঘ-সংহতি-সাধক ও জাতীয় মুক্তি-সাধনার পন্থা-নির্দ্দেশক মহামূল্য উপদেশ এবং উদ্দীপনাময়ী পত্রাবলী। মূল্য ৷৷০ + ৷৷০।

ব্রহ্মচর্য্যম্ ঃ—তরুণ সমাজের দরদী, মরমী, ব্যথার ব্যথী, আজন্ম উর্দ্ধরেতা, অলৌকিক তপঃশক্তিসম্পন্ন সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের অপূর্ব্ব সাধনোপদেশ। সংযম ও শক্তিকামী, নৈতিক চরিত্র গঠনেচ্ছু বালক ও যুবকগণের অবশ্য পাঠ্য। দাম ৷৴০ আনা।

গার্হস্থ্যম্ ঃ—পাপ-প্রলোভনময়, জ্বালা-যন্ত্রণা-অসুখ-অশান্তিপূর্ণ সংসারে শান্তিময় ও আদর্শ-জীবন যাপনেচ্ছু ধর্ম্মপিপাসু নর-নারীর—শান্তি ও সান্ত্বনার একমাত্র উৎস। গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য পাঠ্য। মূল্য মাত্র ছয় আনা।

হিন্দুত্বম্ ঃ—সহস্রাব্দের আত্ম-বিস্মৃতির ঘোর ভাঙ্গিয়া বৈদিক ভারতের নব অভ্যুদয়ের শুভ সূচনা। বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনা, বৈদিক যজ্ঞ-বিধি, বৈদিক আচারানুষ্ঠান এবং বহু স্তবস্তুতি ও জাতীয় জাগরণমূলক সঙ্গীত ও সঙ্ঘের মিলন-মন্দির ও রক্ষীদল কর্ম্মপদ্ধতি এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। মূল্য ৷৴০ আনা।

প্রতিজ্ঞা, সঙ্ঘ-বিষাণ (কবিতা) ঃ—হিন্দুজাতি ও সমাজের আদর্শ ও শক্তি-সঞ্চারমূলক উদ্দীপনা ও প্রেরণাপূর্ণ দুইখানি কবিতার বই। মূল্য ৷০ + ৷৴০ আনা। হিন্দু নরনারীমাত্রেই ইহাতে অভিনব প্রাণ-স্পন্দন ও প্রেরণা লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীসদ্গুরু ঃ—সদ্গুরুর স্বরূপ, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধের স্বরূপ, সদ্গুরু কর্ত্তৃক শিষ্যকে আশ্রয় ও দীক্ষাদান এবং শক্তি সঞ্চারের রীতি, সাধন-প্রণালী এবং গুরুপূজার আবশ্যকতা ও পদ্ধতি প্রভৃতি বিশদরূপে বিবৃত। সুন্দর বাঁধাই। মূল্য—১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—**ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ**
২১১নং, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা।
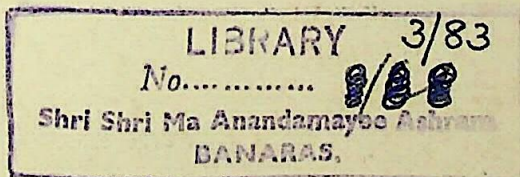
CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/43

নিবেদন

ভারতের তথা হিন্দুর জাতীয় জীবনে এক যুগ-সন্ধিক্ষণ। প্রত্যেক যুগ-সন্ধিক্ষণে—সর্ব্বনিয়ন্তার প্রতিনিধিরূপে আবির্ভূত হন এক একজন মহামানব—তাঁর আদেশ ও বিধান বহন ক'রে। সঙ্ঘনেতা **আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত।** তাঁরই অলৌকিক তপঃশক্তি-সম্পন্ন বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে যুগের আশা আকাঙ্ক্ষা-সাধনা সিদ্ধির ইঙ্গিত ও বিধান আচরিত ও প্রচারিত হয়েছে।

"সঙ্ঘবাণী"—যুগাচার্য্যের যুগবাণীর প্রতিধ্বনি! এই বাণীর মধ্যে জাতির নবজন্মের ও নব অভ্যুদয়ের অভ্রান্ত আদর্শ ও সাধনার ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের এই যুগবাণী নবযুগের গীতা;—ভারতবাসীর তথা হিন্দুজাতির জপমালা হোক্! তবেই আচার্য্যের শক্তি ও প্রেরণা তাদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে নূতন ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করবে।

জাতিগঠনের বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে যুগাচার্য্য সঙ্ঘনেতার আবির্ভাব। জাতিগঠনের পথে ক্রমান্বয়ে যে যে সাধনার প্রয়োজন, যে ভাবের ও যে আদর্শের আবশ্যক,—আচার্য্যের দিব্য জীবনের মধ্যে স্তরে স্তরে তা' আচরিত ও পরিস্ফুট হয়েছিল। তার-ই ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য গ্রন্থারম্ভে আচার্য্যের জীবনাভাস স্বরূপ "জাতি-সংগঠক আচার্য্য"—প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। আচার্য্যের সে জীবনালোকে "সঙ্ঘবাণীর"—তাৎপর্য্য সমধিক পরিস্ফুট হবে।

ইতি—

গ্রন্থকারস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS.

সূচীপত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা

—জাতি সংগঠক—

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.
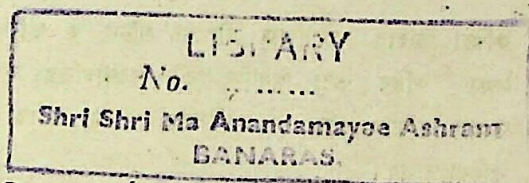
জাতি-সংগঠক আচার্য্য *

(১)

প্রায় পঞ্চ-চত্বারিংশ বর্ষ পূর্ব্বে এক পুণ্যা শুভা মাঘীপূর্ণিমা মহা-তিথিতে পূর্ব্ববঙ্গের এক নিভৃত পল্লীতে—প্রকৃতির নির্জ্জন লীলা-নিকেতনে—সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা,—স্রোতস্বিনীমেখলা এক অখ্যাত অজ্ঞাত জনপদে আবির্ভূত এক মহাব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে যে মহাশক্তি-তরঙ্গ একদা উত্থিত হইয়াছিল, ঘৃতাহুতি-পরিপুষ্ট হোম-শিখার ন্যায় ক্রমাগত বর্দ্ধিত তেজে আজ যে শক্তি-তরঙ্গ সমগ্র ভারতে জাতি ও সমাজের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে মহাপরিবর্ত্তন আনয়ন পূর্ব্বক অসাধ্য সাধন করিতেছে ;—আজকার সেই পবিত্র মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে আমরা সেই ভগবদ্প্রেরিত মহান্ আচার্য্যের শ্রীচরণ-কমলে আকুল শ্রদ্ধা ভক্তি-পূরিত অর্ঘ্য নিবেদন

* জাতীয়তা বা জাতিগঠন—আমাদের দেশী কথা নয়—বিলাতী Nationalism বা Nation-building এর অনুবাদ। আমাদের সমষ্টিজীবন গঠনের নাম সংস্কৃত ভাষায় 'ধর্ম্ম-সংস্থাপন'। ভগবৎ-প্রেমিক সিদ্ধ আচার্য্যগণ বা অবতারগণই এই ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন। সুতরাং উক্ত আচার্য্য বা অবতারগণই—যথার্থ ভারতীয় জাতীয় নেতা। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক অভ্যুত্থানই ভারতের জাতীয়তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তাঁহার অলৌকিক জীবনের ঘটনা ও ভাব-প্রবাহের গতি-পদ্ধতি লক্ষ্য করিব এবং অব্যভিচারিণী শরণাগতির আবেগে ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার মহাতপঃশক্তি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া জন্ম-জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিব।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মাঘী-পূর্ণিমা তিথিতে গোধূলি লগ্নে এই মহান্ আচার্য্যের শুভাবির্ভাব। "Child is the father of the man" —শিশুর মধ্যেই পরিপূর্ণ মানুষটীর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্যের বর্ত্তমান মহাভাব ও কর্ম্মাবলী দৃষ্টে তদীয় বাল্য-সঙ্গী বা প্রাচীন অভিভাবকবৃন্দ সানন্দে পুলকিত চিত্তে স্মরণ করেন—আচার্য্যের শৈশব জীবনে ইহার ছায়া লক্ষিত হইত; কিন্তু অজ্ঞ গ্রাম্য লোক তখন এই অলৌকিক শিশুর ভাব-ভঙ্গী চলাফেরা আহার-বিহার প্রভৃতি—সব কিছুরই বিপরীত অর্থ ধারণা করিয়া ফেলিত।

তাই যখন এই অলৌকিক শিশুকে তাহারা দেখিত—আহার-বিহার বা খেলাধূলার আগ্রহ নাই, কথাবার্ত্তা বলে না, প্রায় সর্ব্বদাই যেন স্থানুর ন্যায় অবস্থান করে—নিয়তই যেন আন্‌মনা, উন্মনা;—তখন গ্রাম্য লোকেরা ভাবিল—"ছেলেটী হাবা।" শিশু যখন বিদ্যালয়ে গিয়া পড়াশুনায় উদাসীন হইয়া বিদ্যালয়-গৃহের একান্তে বসিয়া আপন ভাবে সমাহিত হইয়া রহিত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইল না;—তখন সকলে ভাবিল—"লেখাপড়া হবার নয়, পাশ করবার আশা নাই, অকেজো হয়ে রহিল!"

তারপর যখন দেখিল—যতই দিন যায় ততই এই অদ্ভুত বালক লোক-লোচনের অন্তরালে নিজ ক্ষুদ্র কুটীরের মাঝে আত্মগোপন করিয়া থাকে; কখন খায়, কখন ঘুমায়,—কখন স্নানশৌচাদি করে—জানিতে পারে না; তখন অভিভাবকগণ ভাবিল—"একটী জড়ভরত জন্মিয়াছে"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকন্তু যখন তেজস্বী পৌরুষ-দৃপ্ত পিতা দেখিলেন—অদ্ভুত বালক কয়েকটী আলু সিদ্ধ ও কয়েক মুষ্টি ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে; মাছ মাংস বা ঘৃত দুগ্ধাদি কিছুই গ্রহণ করিতে নারাজ; তখন তিনি ভাবিলেন—এরূপ হীনবল, হীনবীর্য্য পুত্রের দ্বারা তাঁর গৌরব রক্ষিত হইতে পারে না।

কিন্তু এই নীরব, নিথর, মৌন, আন্‌মনা, উন্মনা, উদাসীন, শ্যাম-সুন্দর, নয়নমোহন বালকটীর স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি ও সস্মিত মুখমণ্ডলের এমন এক অজ্ঞাত চৌম্বক আকর্ষণ ছিল যে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই প্রাণ-মন বালকের প্রতি স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য-প্রীতিতে আসক্ত হইয়া পড়িত। এই নৈসর্গিক আকর্ষণে পিতা ও অভিভাবকগণের স্নেহ তাহার উপর বর্ষিত হইত; মাতা ও ভগিনীর বাৎসল্যময় সেবাযত্নে তাহার শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবনের যোগ-সাধন ও কঠোর তপস্যা অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল; গ্রামের লোকগণ তাহাকে স্নেহ-প্রীতির চক্ষে দেখিত; সমবয়সী বালক ও যুবকগণ তাহাকে নেতৃরূপে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় কার্য্যাদি করিত।

সর্ব্বাপেক্ষা স্পষ্টরূপে তখন তাঁহাকে বুঝিয়াছিলেন ও ভালবাসিয়াছিলেন—স্কুলের প্রতিভাশালী তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মহাশয়। ধর্ম্মভাবপ্রবণ এই শিক্ষক মহাশয় এই বালকের প্রতি স্নেহ-বাৎসল্যে বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। বালক উপস্থিত না থাকিলে তাহার নাম-সংকীর্ত্তনে মন লাগিত না। অবশ্য কীর্ত্তনে কদাপি অংশ গ্রহণ না করিলেও বালকের উপস্থিতি অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কতকাল মেঘাবৃত থাকে? জ্বলমান অগ্নি-অংশু কতক্ষণ পাংশুজালে আচ্ছাদিত থাকিতে পারে?

সুতরাং বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক যতই সাধনসাগরে গভীরতরভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডুবিতে লাগিল এবং কঠোরতর তপস্যায় দেহ-মনে ব্রহ্মচর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ ফুটাইয়া তুলিল, ততই বালকের খ্যাতি মুখে মুখে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িল। পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে ঘরে "**ব্রহ্মচারী বিনোদের**" ব্রহ্মচর্য্য সাধনার খ্যাতি এককালে আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

(১) মিতাহার ও **রসনা জয়** (২) কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা ও **বীর্য্যরক্ষা** (৩) কায়মনোবাক্যে **বিলাস-ব্যসন** পরিহার (৪) **নিদ্রা জয়** (৫) **আলস্য, তন্দ্রা,** জড়তার মূলোচ্ছেদ (৬) সম্পূর্ণ **বাক্-সংযম** (৭) পূর্ণ **মনঃ-সংযম** ও অন্তর্ম্মুখীনতা (৮) বাহ্য ব্যাপারের সহিত সংশ্রবত্যাগ ;—এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে অত্যল্প কালের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে তাহার মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ফলে রসনা জয়ের দ্বারা তিনি বাসনা জয় করিলেন ; বীর্য্যরক্ষার দ্বারা **উর্দ্ধরেতা** হইলেন ; নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা **লৌহদৃঢ় মাংসপেশী** এবং **বজ্রদৃঢ় সহিষ্ণুতা** লাভ করিলেন ; নিদ্রা জয়ের দ্বারা তিনি **রিপু ইন্দ্রিয়গণকে** জয় করিলেন ; আলস্য তন্দ্রাদির মূলোচ্ছেদ দ্বারা অব্যাহত চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; পূর্ণ **বাক্‌সংযম** দ্বারা তিনি **সিদ্ধসঙ্কল্প** হইলেন ; বাহ্য ব্যাপারে উদাসীন হইতে হইতে তিনি আত্মসমাহিত হইয়া পড়িলেন।

জনৈক পিতৃবন্ধু একদা জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি যোগসাধনা শিখিলে কাহার নিকটে ? তুমি তো কোনো গুরুর নিকট দীক্ষা নাও নাই ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "আপনা হইতেই সমগ্র যোগ-সাধনা আমার পরিজ্ঞাত ; আমার কোন গুরু লাগে নাই !" ভবিষ্যতে তাঁহার এই অলৌকিক যোগ-সাধনা পরিপূর্ণ সিদ্ধিতে মণ্ডিত হইয়াছিল, যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি যোগীরাজ মহাত্মা গম্ভীরনাথের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন,—তখন তিনি ষোড়শ-বর্ষীয় কিশোর—অজাতশ্মশ্রু।

যদি শিব-কীর্ত্তিত তন্ত্রশাস্ত্র সত্য হয়—

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেৎ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ!"

তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে **সর্ব্বোত্তম তপস্যা যে ব্রহ্মচর্য্য**—তাহা তিনি কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণরূপে পালন পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যসিদ্ধ হইয়া মনুষ্যত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এবং "সিদ্ধে বিন্দৌ কিং ন সিদ্ধতি ভূতলে?" বিন্দুসাধনায় **সিদ্ধি লাভ করিলে জগতে অসাধ্য কিছুই থাকে না**—শিবের এই অভ্রান্ত বাণীই ঘোষণা করিয়া দিতেছে যে এই অদ্ভুত আচার্য্য সর্ব্বশক্তিমান, (Omnipotont) অলৌকিক যোগশক্তির পরিপূর্ণ অধিকারী; কার্য্যতঃও দেখিতে পাই—আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন এবং যতগুলি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন;—একটীও অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত বা অসফল রাখেন নাই। যত বড় জটিল হউক না কেন, কোনো বাধা-বিঘ্ন তাহার পথে দাঁড়াইতে পারে নাই। ভবিষ্যৎ জীবনে সঙ্ঘগঠনে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি **"ব্রহ্মচর্য্য সাধনার"** মূর্ত্তবিগ্রহ, মহান্ আচার্য্যরূপে জাতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেশের হীনবীর্য্য, নিস্তেজ, শক্তি-সামর্থ্যহীন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার কবলে মুহ্যমান্ কোটী কোটী বালক ও যুবককে বজ্র-গম্ভীর আহ্বানে চেতনা সঞ্চার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ও সংযম-সাধনারূপ মহা-বীর্য্যের সাধনায় উৎসাহিত করিয়া মহাশক্তি লাভের উৎস প্রদর্শন করিলেন, "বীর্য্যই জীবন, বীর্য্যই প্রাণ, বীর্য্যই অমৃত,—মানুষের যথা-সর্ব্বস্ব; বীর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়!" লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী তরুণ তাই আজ তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরদী, মরমী ব্যথার ব্যথী পরিত্রাতার পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শান্তি ও শক্তিলাভ করিতেছে।

নানাবিধ **অনাচার-কদাচার-অত্যাচার-ব্যভিচারে** শরীর ও মনের শক্তি অপব্যয় করিয়া এ যুগের মানব যখন শক্তি-বৃদ্ধির জন্য কেবলমাত্র **সারবান্ খাদ্য** (Substantial food) এবং রোগ-প্রতিষেধক **ভাইটামিন** খুঁজিতে ও খাইতে গিয়া **হজম-শক্তির বিপ্লব ও যকৃতের দোষ** ঘটাইয়া অধিকতর দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া দ্রুততর বেগে মৃত্যুর পথে অভিযান করিতেছে ; সেই জাতীয় অশুভ মুহূর্ত্তে এই অলৌকিক আচার্য্য তাঁহার লৌকিক সাধনার আদর্শ জাতির সম্মুখে ধরিয়া দিয়া দেখাইতেছেন—**সংযতেন্দ্রিয় এবং ধ্রুববীর্য্য ব্যক্তির পক্ষে কতিপয় মুষ্টি ভাত, একটু ডালই** স্বাস্থ্যরক্ষাপূর্ব্বক শরীরকে নীরোগ ও কর্ম্মঠ রাখিতে পারে। সছিদ্র পাত্রের ছিদ্র রোধ না করিয়া অবিরত জল ঢালিলেও কি পাত্র পূর্ণ হয় ? তেমনি শরীর ও মনের সার ও আশ্রয়—শুক্রধাতুকে ক্ষয় করিলে কোন ঔষধ বা পথ্যই মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারে না।

আচার্য্যের মহাবীর্য্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ তদীয় সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দ **মুষ্টিকয়েক ভাত ডালের জল দ্বারা শরীর পোষণ করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে অবিরাম কর্ম্মস্রোতে** অবগাহন পূর্ব্বক ভারত ও বহির্ভারত আলোড়ন করিয়া জাতির সম্মুখে প্রমাণ করিয়া দিয়াছে—আচার্য্যের আদর্শের কার্য্যকারিতা Practicality)। আর্থিক সমস্যা প্রপীড়িত ভারতবাসী দারিদ্র্যে অবসন্ন, অনশন অর্দ্ধাশনে কঙ্কালসার ; দেশবাসীর পক্ষে এই আদর্শ এক মুক্তির বাণী স্বরূপ। দেশের ধনী জন-সাধারণ সংযমসাধনায় ব্রতী হইয়া দেহ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রক্ষা ও জীবন-ধারণের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক ভোজন-বিলাসে বিরত হইয়া অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক তদ্বারা ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে দেশের দরিদ্র বুভুক্ষু জনগণের জীবন-রক্ষার ও অভাব-মোচনের সহায়তা করিতে পারেন। তাহা না করিয়া শুধু স্তোকবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতার সুপক্ক ফল কবে "বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবার" মতন সম্মুখে ঝরিয়া পড়িয়া বুভুক্ষু জনগণের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিবে;—তাহা বিশ্লেষণ পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়া চলিলে এবং মুখে গালভরা সোসিয়ালিজমের, সাম্যের জয়গান করিতে থাকিলে, ভবিষ্যতে একদা হয়তো দেখিব—যখন খাদ্য মুখের কাছে আসিবার উপক্রম করিয়াছে, মুমূর্ষু ততক্ষণ শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

এই আচার্য্য এবং তদীয় পদাঙ্কানুসারী সন্ন্যাসী সন্তানগণ জীবনে আচরণ পূর্ব্বক এই Plain living and High thinking"এর আদর্শ দেখাইয়া যেমন দেশের ধনী বিলাসিগণকে স্বাস্থ্য, শক্তি, ও শান্তি লাভের বাণী শুনাইতেছেন,—তেমনি আবার তাঁহাদের বিলাস-ভোগের ব্যয় হইতে কুড়াইয়া কুড়াইয়া সঞ্চিত অর্থের দ্বারা অনশন-দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনগণের মুখে অন্নগ্রাস তুলিয়া দিয়া তাহাদের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মুখমণ্ডলে উৎসাহের দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিতেছেন এবং এইরূপে দেশের ধনী অভিজাতগণের সম্মুখে তাহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ধরিয়া দিতেছেন।

জাতির অন্যতম নিদারুণ ব্যাধি—বিলাসিতা ও ব্যসনাসক্তি—যাহা স্বাস্থ্যহীন জাতিকে অধিকতর দুর্ব্বল এবং দরিদ্র দেশবাসীকে অধিকতর দারিদ্র্যগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। নেতাদের মুখে আজকাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা উচ্চরবে ঘোষিত হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিতেছি; তাহারা উহা দ্বারা কোন্ "আকাশ-কুসুম'কে বুঝাইতে চাহেন জানিনা। কিন্তু চোখের উপরে দেখিতেছি বিলাস-দ্রব্যের জন্য এবং ব্যসন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে করিতে **দরিদ্র ভারতের শেষ কপর্দ্দক সমুদ্র পারে চলিয়া যাইতেছে।** দেশের অর্থ-নৈতিক ধুরন্ধরগণও সেই জাতীয় আত্মহত্যার পাপে পাপী। জীবন-ধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য—আমাদের আজ বিদেশীর দ্বারস্থ না হইলেও চলে; **শুধু বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদের উপকরণের** জন্যই বিদেশীর করে আমরা জলস্রোতের ন্যায় অর্থস্রোত ঢালিয়া দিতেছি! প্রয়োজনের ব্যয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনের ব্যয় শতগুণ বাড়াইয়া দরিদ্র দেশকে নিঃস্বতর করিয়া ফেলিতেছি;—একথা নেতাদের মস্তিষ্কে খেলে কি না—জানি না, তবে বচনে ও আচরণে প্রকটিত হইতে দেখি না।

তার চেয়েও মারাত্মক কথা—দেশের শিক্ষিত অভিজাতগণ যাহা করিতেছে—অজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ—পল্লী-কৃষক পর্য্যন্ত তাহা অনুকরণ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িতেছে।

এই **বিলাসিতা ও ব্যসন-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আচার্য্যের আজন্ম অভিযান** এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্তানগণের—আজীবন সাধনা ও প্রচার। সঙ্ঘের সন্ন্যাসীগণ জীবনরক্ষার জন্য ডাল, ভাত, মোটা কাপড় ছাড়া সব কিছুকেই অপ্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক জীবনে আচরণ করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে-মনে এই বাণী ও আদর্শ মুদ্রিত করিয়া দিতে প্রয়াস করিতেছেন। এই বিলাসিতা ও ব্যসন-রূপ ব্যাধির প্রতীকার না করিলে কোনরূপ অর্থ-নৈতিক অধিকার বা স্বাধীনতা বা কূট কৌশল জাতির এই দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না;— একথা নেতারা বুকে হাত দিয়ে বিচার করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রা—জাতীয় জীবনের যথার্থ শত্রু। বিদেশী রাজ-পক্ষ আমাদের প্রকৃত শত্রু নয়। জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমরা যথার্থ শত্রুকে পুষিয়া রাখিতেছি। তাই সিদ্ধপীঠে সমাহিত আচার্য্যের শ্রীমুখে জাতিগঠনের বাণী বীজমন্ত্ররূপে প্রথম উচ্চারিত হইয়াছিল—"**মহাশত্রু কি? আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা**"। তামসিকতার ফল—নিষ্ক্রিয়তা, অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য, নিদ্রা, তন্দ্রা, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা;—এইগুলি তামসিকতার স্থূল মূর্ত্তি। ভারতের জাতীয় জীবন বিশেষভাবে বাঙ্গালীর জীবন এই মহাশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত, পঙ্গু। তমোহ্রদে নিমজ্জমান কোটী কোটী ভারতীয় জন-সাধারণের ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যথিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একদিন কর্ম্মের ভৈরব বিষাণ বাজাইয়া রজোগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনায় জাতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁর উত্তর-সাধকগণ তাঁর সে আদর্শ ও সাধনাকে কতদুর জাগাইয়া রাখিতে পারিয়াছেন;—চিন্তার বিষয়।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য—সঙ্ঘ-সংগঠন পূর্ব্বক যেদিন কর্ম্মের দুন্দুভি বাজাইয়া জাতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেইদিন হইতে অবিশ্রান্ত কর্ম্মসাগরে তিনি স্বয়ং এবং তদীয় পতাকাবাহী—সন্ন্যাসীগণ অবিশ্রান্ত প্রবহমাণ। তিনি শ্রান্ত অবসন্ন সন্তানগণকে অবিশ্রান্ত উৎসাহিত করিতেন—"**পরিশ্রমই আমাদের বিশ্রাম, বিশ্রামই পরিশ্রম" "মাসের মধ্যে একদিন বিশ্রাম করিলেই যথেষ্ট।** "আমার তো মনে হয় দিনটা যদি ২৪ ঘণ্টা না হইয়া আরও লম্বা হইত তবে আরও খানিক কাজ করিতে পারিতাম।" তিনি দিবারাত্র অনবসর কর্ম্মরত থাকিয়া নিদ্রা ও বিশ্রামে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া তদীয় সন্তান-গণকে অবিরাম কর্ম্মপরায়ণতার প্রেরণা দিয়াছেন। ফলে মুষ্টিমেয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের সন্ন্যাসীগণ অত্যল্প কালের মধ্যে সমাজ ও জাতির সর্ব্বস্তরে, সর্ব্বক্ষেত্রে এক বিরাট আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি তদীয় সন্ন্যাসী সন্তানগণকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন—"জীবনের নূতন আদর্শ দেশকে দেখাইতে হইলে তোমাদের ন্যায় এরূপ সন্ন্যাসীকে ভারতের তথা জীব-জগতের মহা কল্যাণের জন্য শারীরিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া **দেহের বিন্দু বিন্দু পবিত্র শোণিত দেশের এ মহামলিনতা বিমোচনার্থ ব্যয় করিতে হইবে।** ঘোর তমসাচ্ছন্ন সমাজের কলুষ-কালিমা দূর করিতে হইলে যথেষ্ট কর্ম্মশক্তি জাগাইয়া দিতে হইবে।"

দেশ ও জাতি মোহ-নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতন। আহার, নিদ্রা, বিলাস ও ব্যসনই জীবনের কাম্য ও করণীয়। আলস্য, জড়তা, দীর্ঘসূত্রতা জাতির জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে। তাই সঙ্ঘনেতা আচার্য্য নিজের জীবনে নিদ্রাকে জয় করিয়া,—আলস্য-তন্দ্রাদিকে সমূলে উৎপাটন করিয়া অতন্দ্র কর্ম্মপরায়ণতার জ্বলন্ত বিগ্রহরূপে সেই সনাতন কর্ম্মযোগের বাণী,—জীবনের অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন—নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং। কারণ—

> "যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"
> "যদ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।"

যদি আমি অতন্দ্র হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি তবে মানবগণ আমার পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্মশূন্য হইবে। শ্রেষ্ঠগণ যাহা করেন ইতরগণ তাহার অনুসরণ করে। **সুতরাং আচার্য্য স্বয়ং কদাচ কর্ম্মশূন্য থাকেন নাই এবং স্বীয় সন্তানগণকে কর্ম্মশূন্য থাকিতে**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেন নাই। এমনিভাবে জাতি ও সমাজের মধ্যে কর্ম্মপ্রেরণা প্রদান করিয়া জাতিকে মহাজাগরণের পথে পরিচালন করিয়াছিলেন।

ভারতের বিশেষভাবে বাঙ্গালী জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ **ব্যাধি মিথ্যাচার।** মুখে এক, হৃদয়ে বিভিন্ন প্রকার; আচরণে তদপেক্ষাও ভিন্নরূপ;—বচনে ও আচরণে বৈষম্য! মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা আচরণ; মিথ্যা সঙ্কল্প-বিকল্প জাতিকে এক দিকে দুর্ব্বল ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতেছে, আবার অন্যদিকে সর্ব্বক্ষেত্রে অকৃতকার্য্যতা আনয়ন পূর্ব্বক জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

মনে যে শুভ সঙ্কল্প জাগে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিবে। মুখে যাহা বলিবে, তাহা আচরণে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করে সে ব্যক্তির হৃদয়ে অলৌকিক তেজের আবির্ভাব ঘটিতে থাকে; তার ফলে সর্ব্ব কার্য্যে সিদ্ধি অনায়াসলভ্য হইয়া দাঁড়ায়। মনের সঙ্কল্প এবং মুখের বাক্য যাহাতে ব্যর্থ না হয় তজ্জন্য **বাক্‌সংযম, মনঃসংযমের** সাধনা আবশ্যক। আমরা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে বাকসংযম ও মনঃসংযোগের অভাবে অনবরত মিথ্যাচারে কলুষিত হইয়া ক্লীব ও কাপুরুষের জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছি। কবির কথায় আমরা "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু সাহসে দুর্জ্জয়, কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।" কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ পদে পদে স্বাধীনতার বাণী ও সঙ্কল্পকে কলঙ্ক-লেপিত করিয়া জাতির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করিয়া তুলিতে বাধ্য হইতেছেন।

এমনি সঙ্কল্প-হীনতার দিনে এই বাঙ্গলা দেশে এই যুগে এমন এক আচার্য্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যিনি আজন্ম **"বাক্য ও বীর্য্য"** এই দুইটি অমৃত সযত্নে সুরক্ষিত করিয়াছেন; এমন কোন সঙ্কল্প জীবনে করেন নাই যাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন,—ক্ষুদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎ সর্ব্ব বিষয়ে—অনর্থক বাক্য কদাচ বলেন নাই। সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য লোকসঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া—দৈনন্দিন সাধনা ও কর্ত্তব্যের তালিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক জীবনযাপন করিয়াছেন। অনর্থক কার্য্য করেন নাই, অনর্থক বাক্য বলেন নাই, অনর্থক গৃহের বাহিরে আসেন নাই; অনর্থক স্বীয় আসন পরিত্যাগ করেন নাই। এমনিভাবে চলিতে চলিতে তাঁহার চিন্তা কল্পনা বাক্য কার্য্য সবই সার্থক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি সিদ্ধ-সঙ্কল্প হইলেন।

তিনি স্বীয় সন্তানগণকে আশ্বাস দিয়াছেন—**"সত্যকে আশ্রয় করিলে সত্যস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা সহজ। দৃঢ় সঙ্কল্প যেখানে মুক্তি সেখানে। সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হওয়ার পূর্ব্বে যেন প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।"**

সঙ্কল্প রক্ষার প্রচেষ্টাই মনঃ-সংযমের প্রকৃষ্ট সাধনা। মনঃসংযম সর্ব্বপ্রকার শক্তিলাভের উপায়। সুতরাং সঙ্কল্প রক্ষার সাধনা দ্বারা মানুষ একদিকে বাসনা জয় করিতে পারে; অপরদিকে সর্ব্বশক্তিমান্ হয়। সঙ্কল্পহীন জাতির প্রাণে সঙ্কল্প রক্ষার সাধনা প্রবর্ত্তনের জন্য সিদ্ধ-সঙ্কল্প আচার্য্য তাই স্বীয় জীবনে এবং সঙ্ঘ-সন্তানগণের জীবনের মধ্য দিয়া এই সত্যের সাধনা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। **"শক্তিতেই ভক্তি; ভক্তিতেই মুক্তি।"** শক্তি অর্জ্জনের জন্য চাই—মনঃ-সংযম। **মনঃ-সংযমের প্রশস্ত উপায় সংকল্প রক্ষার সাধনা।** সঙ্কল্প-রক্ষার সাধনার দুইটী প্রধান প্রকরণ—**বাক্-সংযম ও নিয়মতান্ত্রিক জীবন-যাপন।**

এমনিতর আলোচনায় দেখা যায়—এই মহান্ আচার্য্যের জীবনে অতি শৈশব হইতে যে নব আদর্শ ও সাধনার ধারা লক্ষিত হইয়াছিল—দেশের ও জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গঠনে সেগুলির অত্যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঞ্চকতা দেখা যায়। তাই এই জাতি-সংগঠক আচার্য্য স্বীয় জীবনের মহাতপঃশক্তির দ্বারা জাতিকে সঞ্জীবিত করিয়া বলিতেছেন—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন—
জাগরে সকল দেশ।"

(২)

জাতীয়তার (nationalism) নামে পাশ্চাত্য দেশে যাহার সাধনা চলিয়া আসিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য—শাসন, শোষণ, ও পোষণ—দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে সবলের সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান। এই পাশ্চাত্য জাতীয়তার প্রতিবাদে যে **বল্‌সেভিজম** ও **সোসিয়ালিজমের** উৎপত্তি সেখানেও একদিকে মানুষকে বিরাট রাষ্ট্র-যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া যন্ত্রবৎ করিয়া তোলা ; তাতে রাষ্ট্র-শক্তি অজেয় হইতে পারে, দেশের ধন সম্পদ বর্দ্ধিত হইতে পারে, কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা নিরুদ্ধ-শ্বাস হইয়া নিষ্পেষিত হয়,—হইতেছে। অপরদিকে রাষ্ট্র ও প্রজায়, মহান ও কৃষকে, ধনিক ও শ্রমিকে, অভিজাতে ও জনসাধারণে—অন্তহীন সঙ্ঘর্ষ ও অবিরাম সংগ্রামে উঠে অশান্তির হলাহল। জগতের বর্ত্তমান ইতিহাস—পাশ্চাত্য জড়-সভ্যতার উক্ত বিকট স্বরূপ আমাদের চোখে স্পষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

ভারত যে জাতীয়তার সাধনা স্মরণাতীত যুগ হইতে করিয়া আসিয়াছে—তাহাকে বলা যায়—**বিশ্বমানবতা ; উদ্দেশ্য তার সর্ব্বভূত-হিত ও বিশ্বমানব-কল্যাণ।**

ভারতের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এই জাতীয়তার সাধনার সোপানরূপে পরিকল্পিত, ভারতের এ জাতীয়তার ভিত্তি—

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা। রাষ্ট্রীয়—একতা ও স্বাধীনতা ভারত চাহিয়াছে,—চাহে; কিন্তু সে রাষ্ট্রের ভিত্তি—ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা। ভারতের জাতি-গঠন-প্রচেষ্টাকে তাই বলিতে পারি—ধর্ম্ম-রাজ্য-সংস্থাপন—যাহা দেখি শ্রীভগবান শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের জীবন-সাধনায়, —বৌদ্ধ যুগের ইতিহাসে বিরাটরূপে দেখি; গুরুগোবিন্দ ও ছত্রপতি শিবাজীর জীবন-সাধনায় ক্ষুদ্ররূপে।

ভারতের এই জাতীয়তার সংগঠক—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপক কে? ভগবৎ-প্রেরিত, অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন (তিনি ঋষি, রাষ্ট্র নেতা, সম্রাট বা ভগবদবতার হইতে পারেন) আচার্য্যই—এই জাতীয়তার রচয়িতা ও পরিচালক।

ভারতের ইতিহাস যাহারা অনুধাবন করিবেন—ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিটী অধ্যায়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ আকারের এই তত্ত্বেরই প্রমাণ পরিচয় তাহারা পাইবেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ ভারতের সেই লুপ্ত জাতীয়তার পুনর্গঠনে অবতীর্ণ; সর্ব্বনিয়ন্তার বিধানে এক অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন ভগবৎ প্রেরিত আচার্য্যই সঙ্ঘের শীর্ষদেশে; তাঁরই আদেশ, ইঙ্গিত ও পরিচালনায় **ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠন আন্দোলনের ভারতব্যাপী অভিযান।** স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে ছিল যে জাতীয়তার স্বরূপ আভাস, সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের জীবন-বাণী ও কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহারই ধীরে ধীরে বাস্তব বিকাশ ও প্রকাশ। স্বীয় জীবনের বীজভূমিতে (Seed-bed) জাতীয়তার মহাভাবকে উপ্ত ও অঙ্কুরিত করিয়া সঙ্ঘনেতা কিরূপে তাহা সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিরাট ক্ষেত্রে রোপণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে শাখা-পত্র-পল্লবে সুবিস্তৃত ও সুপরিণত করিয়া তুলিতেছেন—তাহাই আলোচনা করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে জাতীয়তার উদ্দেশ্য—বিশ্বমানব-কল্যাণ, সেই জাতীয়তার যিনি সংগঠক, পরিচালক, তিনি বাইরে স্থূল শরীরে পৃথক প্রতীয়মান হইলেও অন্তরে ভাবে, চিন্তায়, সঙ্কল্পে, অনুভূতিতে, বাক্যে ও কার্য্যে তিনি থাকিবেন—সমগ্র বিশ্বমানবের সঙ্গে এক, অভিন্ন ; সাধনা, তপস্যা ও যোগবলে তাঁহাকে অনুভূতির সেই উচ্চতম স্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বিশ্ব-মানবের অন্তরের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রতিটী ভাবতরঙ্গ তাঁর অন্তরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

সঙ্ঘনেতা আচার্য্যকে দেখি—আশৈশব, চিন্তিত, সমাহিত, আন্‌মনা, উন্মনা—বাইরের জগত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, বাইরের নামরূপের বৈচিত্র্যের গণ্ডী ডিঙাইয়া ভূমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য উদগ্র তপস্যা ও যোগ সাধনায় দিবারাত্র অতন্দ্রিত ; তাঁহারই নিজের ভাষায় দৃশ্যমান্ বিশ্ব-জগৎকে বিস্মৃতি-সাগরের অতলতলে ডুবাইয়া দিয়া অভীষ্ট অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইবার অদম্য প্রয়াস,—"যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে।"

তাই অভীষ্ট অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য স্বীয় অন্তরে বিশ্বমানবের আকাঙ্খা, যুগের কামনা প্রত্যক্ষ করিয়া একদিন অভয়কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুলিলেন—**"এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয় মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।"** সেই মহাশুভদিনে মহাশুভক্ষণে যে বিরাট অনুভূতির বাণী তাঁহার কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল তাহাই তাঁর সমগ্র জীবনের প্রত্যেকটী চিন্তা, সঙ্কল্প কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ও শিক্ষার মধ্য দিয়া সুপ্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে। স্থূল শরীরে সচেতন থাকিয়াও কেহ যে শরীরকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইতে পারে অবিশ্রান্ত অনবসর ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য কর্ম্মে ব্যস্ত এবং প্রত্যেকটী ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনটীর প্রতি সজাগ থাকিয়াও স্বীয় শরীরের ক্ষুধা-তৃষ্ণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোগ-ব্যাধির, শ্রান্তি-ক্লান্তির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, দেহবোধের ঐকান্তিক অভাব কিরূপে সম্ভব ;—তাহা বুঝিতে, প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সঙ্ঘনেতার দৈনন্দিন জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আবশ্যক।

এই বিরাট ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে কত বড় আধ্যাত্মিক ভাব ও ভগবৎ-প্রেরণা কার্য্য করিতেছে—তাহা বুঝিবার সুযোগ ঘটে তখন, যখন অভীষ্ট কর্ম্মীগণের কর্ম্মশৈথিল্যে ও ভাব-সংকীর্ণতায় ব্যথিত হইয়া তিনি বলেন—"আমি চাই না কাউকে, আমার প্রতি যে আদেশ ও ইঙ্গিত আছে—তা যদি আমাকে করতে হয়—মাটীর পুতুলের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেও আমি তা করবো ;"—"দেশ কি চায়, জাতির কি অভাব—তা' কে কতটুকু ভেবেছে, বুঝেছে ? যে মন বিষয়-জ্বালায় জর্জ্জরিত, কামনা-বাসনার উৎপীড়নে উৎপীড়িত, সেই মন দিয়ে কি দেশ-জাতি-সমাজের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা বোঝা যায় ? যদি কোনো সিদ্ধ সমাহিত দূরদর্শী, ভবিষ্যদ্দর্শী পুরুষ থাকে, তবে সে ই বুঝবে তোমাদেরকে যে পথ দেখান হচ্ছে—সে ছাড়া পথ নেই ; তোমরা দৃঢ়পদে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় এই পথে চলতে থাক, দেখবে—সমগ্র দেশ ও জাতি ক্রমে তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আজ যদি ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকীর ন্যায় ঋষি থাকতো, তারা বুঝতো, সঙ্ঘনেতা আজ কোন্ পথের ইঙ্গিত করছেন।"

জাতি-সংগঠক আচার্য্যের চাই—সর্ব্বভূতহিত কামনা আর বিশ্বগ্রাসী মহাপ্রেম। সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের জীবনে এই মহাপ্রেম ও সর্ব্বভূতহিত-সাধনার লীলা প্রকটিত। তাঁর প্রেমের প্লাবনের সম্মুখে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, উচ্চ-নীচ, পাপী-পুণ্যবান—সকল ব্যবধানের গণ্ডী ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছে, সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমভাবে তিনি কোলে করিয়া নিতেছেন। বরং যারা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত উৎপীড়িত, বঞ্চিত, অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত,—নিজেদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে অজ্ঞ, শত সহস্র বৎসর ধরে যারা দুঃখকষ্ট সহিয়া আসিতেছে—সেই বিরাট মানবসমষ্টির প্রতি তাঁর করুণা ও প্রেম অধিকতর; তাই তাঁর অভয় কণ্ঠে আহ্বান—"অন্ধ আতুর অনাথ নিরাশ্রয় পাপী তাপী আছ কে কোথায়?" যুগাচার্য্য সঙ্ঘনেতা আজ তাই **"হিন্দু-সমাজ সমন্বয় আন্দোলন"** প্রবর্ত্তন করিয়া **"মিলন-মন্দিরের"** উদার ক্ষেত্রে উন্নত অনুন্নত সকল শ্রেণীর হিন্দুকে স্বীয় প্রেমের অমোঘ আকর্ষণে একত্র সম্মিলিত করিয়া হাতে হাতে মহামিলনের আশীর্ব্বাদ-রাখী পরাইয়া এক অখণ্ড হিন্দুজাতির ভিত্তি পত্তন করিতেছেন। **সঙ্ঘের আদর্শ—ত্যাগ ও সংযম; সঙ্ঘের বাণী—প্রেম ও সেবা।**

সঙ্ঘনেতার কণ্ঠে আজ শুধু মিলনের মধুর আহ্বান। নিন্দা নয়, সমালোচনা নয়, অবজ্ঞা নয়, উদাসীনতা নয়, আছে—উৎসাহ ও আশ্বাস, শান্তি ও সান্ত্বনার অভয়বাণী। নয়নে স্নেহময় অমৃতদৃষ্টি, হস্তে শুভ আশীর্ব্বাদ, হৃদয়ে প্রেমের স্পর্শ, বদনে মধুমাখা হাসি; তাঁর সামনে কুটিল সরল হইয়া যায়, বাচাল মূক হইয়া যায়, মূকও বাচাল হইয়া পড়ে, পাষাণ হৃদয়ও প্রেমে গলিয়া যায়, সংশয়ী মনও সমাধানের আলোকে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, অশ্রদ্ধাবান্ হৃদয়ও বিনয়ে নম্র হইয়া পড়ে, নিরবলম্বন নাস্তিকও ভরসাবলে নব জীবন লাভ করে;—ইহাই তো তাঁর দর্শন উপদেশ, আশীর্ব্বাদ ও সাধনপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর নিত্যকার অভিজ্ঞতা। আচার্য্য স্বহস্তে গঠিত ও পরিচালিত জাতি-সংগঠক যন্ত্র—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ—ভারতের প্রত্যেকটী অধিবাসীর মহিত সম্বন্ধযুক্ত; ভারতের প্রত্যেকটী অধিবাসী—রাজা মহারাজ হইতে রাস্তার দীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত প্রত্যেকের নিকট হইতে সংগৃহীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিক্ষার অর্থ দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত। কিরূপে কেবলমাত্র কপর্দ্দকভিক্ষা ও মুষ্টিভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এই সঙ্ঘের ন্যায় একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান চলিতে পারে—তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এই ভিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভারতের প্রত্যেকটী অধিবাসীকে সঙ্ঘ ও সঙ্ঘনেতার সহিত সংযোগ স্থাপনের সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। **জাতিসংগঠক আচার্য্য যিনি, কোনো ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ ব্যক্তি বা বস্তুকেও তিনি উপেক্ষা করেন না ;** অসীম ধৈর্য্যসহকারে, বিপুল সহিষ্ণুতা সহকারে নিপুণ হস্তে সকলকে এক মিলনের মহাসূত্রে গাঁথিয়া গাঁথিয়া "সকলে মিলায়ে, সকলের মাঝে আপনা বিলায়ে" মহাসমষ্টি-জীবন গড়িয়া তুলেন। আচার্য্যের এই মহান্‌ভাবের মূলে তাঁহার উচ্চতম অনুভূতি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "যত্র জীবস্তত্র শিবঃ।" ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক জীবের মধ্যে সেই অনন্ত শক্তি-জ্ঞান-আনন্দের প্রস্রবণ ভগবান্‌; সুতরাং প্রত্যেকের জীবনের সম্ভাবনা ও শক্তির বিকাশ অসীম ;—তাই কাউকে তো উপেক্ষা করা,—বাদ দেওয়া চলে না।

আচার্য্যের পরিচালিত সঙ্ঘের মাঝে তাই দেখি—অকর্ম্মণ্য, পঙ্গুরও স্থান আছে, ক্ষুদ্রশক্তি বালক, অজ্ঞ, নিরক্ষরেরও সমান আদর-যত্ন-প্রয়োজন। তিনি সকলকে সন্তানবৎসলা জননীর ন্যায় সস্নেহে সম্মুখে বসাইয়া আহার করাইতেছেন ; প্রত্যেকের ক্ষুদ্রতম অভাব-অভিযোগ প্রয়োজনটুকু সমান আগ্রহ যত্নে বুঝিয়া শুনিয়া পূরণ করিতেছেন ; তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিপূর্ণ ও সফলতায় মণ্ডিত করিতেছেন! আপাতঃ দৃষ্টিতে অবিধেয় আব্দারগুলিও রক্ষা করিতেছেন—"আমি যাকে আশ্রয় দিয়েছি, সে না ছাড়িলে, আমি তাকে ছাড়িব না ; দুনিয়ার কোথাও যার আশ্রয় নাই, আমার নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তার আশ্রয় আছে ; আমার এখানে যে আশ্রয় পাবে না, দুনিয়ার কোথাও তার আশ্রয় নাই"—এ তাঁরই শ্রীমুখের অভয় বাণী।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনস্বপ্ন—ভারতের সমষ্টি-জীবন গঠনের আকাঙ্ক্ষা যাহা তাঁহার রামকৃষ্ণ মিশনের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইয়াছে—যেজন্য তিনি ভারতের রাজা মহারাজা ধনী মানীর দ্বারস্থ হইয়া সমগ্র ভারত পরিব্রাজকবেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ; অকৃতকার্য্য হইয়া বিদেশে গিয়া স্বীয় ধর্ম্ম-আদর্শ প্রচারপূর্ব্বক প্রতিভাবলে বিদেশীর অর্থানুকুল্যে স্বীয় জীবনের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু সঙ্ঘনেতা আচার্য্য একমাত্র কপর্দ্দক ভিক্ষা ও মুষ্টিভিক্ষা আরম্ভ করিয়া যে সঙ্ঘের বীজ বপন করিলেন, ধীরে ধীরে কতকগুলি অখ্যাত অজ্ঞাত যুবক ও বালককে নিয়া স্বীয় শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার পূর্ব্বক সহজে স্বাভাবিক ভাবে এই বিরাট সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন—**জাতিসংগঠক আচার্য্য অলৌকিক ও সুনিপুণ শিল্পী** ; সুনিপুণ হস্তে স্বীয় মহাপ্রেমের সূত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি ও ব্যক্তিকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া তিনি মহাশক্তি ও মহাজাতীয়তাকে গড়িয়া তুলিতে পারেন ;—এই দীন, দরিদ্র, অশিক্ষিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল, হিংসা-দ্বেষ-জর্জ্জরিত, পরাধীন ভারতেও তা সম্পূর্ণ সম্ভব। সঙ্ঘনেতার অভয়বাণী—"পরিত্রাণ কর পতিতকে, রক্ষা কর বিপন্নকে, আশ্রয় দাও—নিরাশ্রয়কে, শান্তি সুখ দাও—সন্তপ্তকে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে সমবেত ও সম্মিলিত করিয়া বিরাট সঙ্ঘশক্তিকে সংগঠন কর।

ভারতের জাতীয়তার বা ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের মূল-সূত্র দেখ রামায়ণে শ্রীভগবান রামচন্দ্রের লীলার মধ্যে। রাজ্যহারা, পত্নীহারা বনবাসী নিঃসম্বল নিঃসহায় শ্রীরামলক্ষ্মণ—বন্য বানর ও ভল্লুকের সহিত মিত্রতা করিয়া বনের পশু পক্ষীকে মহাপ্রেমে বশীভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্মিলিত করিয়া, কি বিরাট সঙ্ঘশক্তি রচনা করিয়াছিলেন; যে মহা-শক্তির সহিত সঙ্ঘর্ষে লঙ্কাধিপতি ত্রিভুবন-বিজয়ী দশাননের অলৌকিক শক্তি ও সম্পদ ইন্দ্রজালের ন্যায় মিলায়ে গেল; স্বর্ণ-লঙ্কা ফানুষের ন্যায় উড়িয়া পুড়িয়া গেল! শ্রীরামচন্দ্র শুধু বনের বানর ও ভল্লুককে নয়, জটায়ু, সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষীর—এমন কি কাষ্ঠ বিড়ালীর শক্তিকেও উপেক্ষা করেন নাই। কী অলৌকিক করুণা, প্রেম, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে ভারতে অধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক ধর্ম্ম-রাজ্য সংগঠন করিলেন। জাতি সংগঠক আচার্য্যের ইহাই রীতি ও প্রকৃতি। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার মধ্যেও ঐ একই প্রকার সঙ্ঘশক্তি গঠন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের ইতিহাস।

ভারতের সন্তান যারা আজ জাতিগঠনের স্বপ্নে বিভোর, আন্দোলিত, তাহাদিগকে জাতিগঠনের এই নিগূঢ় রহস্যটীতে মনোযোগী হইতে হইবে। সঙ্ঘনেতা যুগাচার্য্যের জীবনে প্রকটিত এই মহাভাবকে গ্রহণ করিয়া জাতি ও সমাজের সেবায় অগ্রসর হইলে সকল সমস্যার অন্ধকারে আলোকপাত ঘটিবে। সকল সংশয় টুটিয়া যাইবে, সকল কুটিলতা জটিলতা সরল হইয়া পড়িবে।

সঙ্ঘের বিশ্বজনীনতা

সঙ্ঘের লক্ষ্য—হিন্দুর লক্ষ্য; হিন্দুর লক্ষ্য, ভারতের—লক্ষ্য; মানবের লক্ষ্য;—জগতের লক্ষ্য।

সঙ্ঘের—ধর্ম্ম, হিন্দুর ধর্ম্ম; হিন্দুর ধর্ম্ম—ভারতের ধর্ম্ম; ভারতের ধর্ম্ম,—মানবের ধর্ম্ম—বিশ্বের ধর্ম্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের সাধনা—হিন্দুর সাধনা; হিন্দুর সাধনা—ভারতের সাধনা, ভারতের সাধনা—মানবের সাধনা—জগতের সাধনা।

সঙ্ঘের আদর্শ—হিন্দুর আদর্শ; হিন্দুর আদর্শ—ভারতের আদর্শ; ভারতের আদর্শ—জগতের আদর্শ।

সঙ্ঘের মুক্তি—হিন্দুর মুক্তি, হিন্দুর মুক্তি—ভারতের মুক্তি, ভারতের মুক্তি—মানবের মুক্তি,—বিশ্বের মুক্তি।

সঙ্ঘের সিদ্ধি—হিন্দুর সিদ্ধি, হিন্দুর সিদ্ধি ভারতের সিদ্ধি, ভারতের সিদ্ধি,—মানব জাতির সিদ্ধি।

সঙ্ঘের ঋদ্ধি—হিন্দুর ঋদ্ধি, হিন্দুর ঋদ্ধি—ভারতের ঋদ্ধি, ভারতের ঋদ্ধি—মানবের ঋদ্ধি,—জগতের ঋদ্ধি।

সঙ্ঘের গতি—হিন্দুর গতি; হিন্দুর গতি—ভারতের গতি, ভারতের গতি—মানবের গতি, জগতের গতি।

সঙ্ঘের কল্যাণ—হিন্দুর কল্যণ; হিন্দুর কল্যাণ—ভারতের কল্যাণ; ভারতের কলাাণ—মানবের কল্যাণ—বিশ্বের কল্যাণ।

সঙ্ঘের উন্নতি—হিন্দুর উন্নতি, হিন্দুর উন্নতি—ভারতের উন্নতি; ভারতের উন্নতি—মানবের উন্নতি,—জগতের উন্নতি।

সঙ্ঘের স্থিতি—হিন্দুর স্থিতি; হিন্দুর স্থিতি—ভারতের স্থিতি; ভারতের স্থিতি—মানবের স্থিতি, জগতের স্থিতি।

সঙ্ঘের পরিণতি—হিন্দুর পরিণতি; হিন্দুর পরিণতি—ভারতের পরিণতি—মানবের পরিণতি—জগতের পরিণতি।

সঙ্ঘের জীবন—হিন্দুর জীবন; হিন্দুর জীবন—ভারতের জীবন; ভারতের জীবন—মানবের জীবন—জগতের জীবন।

সঙ্ঘের বিঘ্ন—হিন্দুর বিঘ্ন, ভারতের বিঘ্ন, ভারতের বিঘ্ন—মানবের বিঘ্ন—জগতের বিঘ্ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের সহায়—হিন্দুর সহায়; হিন্দুর সহায়—ভারতের সহায়; ভারতের সহায়—মানবের সহায়—মানবের সহায়—জগতের সহায়।

সঙ্ঘের বিলোপ—হিন্দুর বিলোপ; হিন্দুর বিলোপ—ভারতের বিলোপ, ভারতের বিলোপ—জগতের বিলোপ।"

"ঋষির বাণী"

ভারত! ভুলিও না—তুমি ঋষির বংশধর! তোমার সমাজ ও সংসার, তোমার শিক্ষা ও সভ্যতা ঋষির দিব্য হস্তে রচিত; ঋষির অভ্রান্ত অনুশাসনে অনুশাসিত ও পরিচালিত! ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যই—তোমার সনাতন আদর্শ, তোমার জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র;—ঐ আদর্শকে জীবনপণে আকড়াইয়া ধরিয়া থাক; পড়িয়া গেলেও বিনাশ নাই—পুনরভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী।

ভারত! ভুলিও না—আধ্যাত্মিকতাই তোমার জীবন; ভুলিও না—নীতি ও ধর্ম্মই তোমার প্রাণ; ভুলিও না ধর্ম্মের সুদৃঢ় ভিত্তিতে তোমার সমাজ ও জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম্মের অখণ্ড সূত্রেই তোমার পরিবার ও সমাজ সুশৃঙ্খলিত! ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সমুন্নত পতাকা লক্ষ্য করিয়াই তোমার অভিযান; বিজাতীয় আদর্শের আলেয়া যেন তোমায় পথ-ভ্রষ্ট না করে! জাতির এই নব অভ্যুত্থানের দিনে—তোমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক সকল প্রকার জাগরণ ও উন্নতি-প্রচেষ্টার মূলে ধর্ম্মকে স্থাপন কর; তোমার জাতীয় জীবন-রথের গতি চির অব্যাহত রহিবে!

ভারত! ভুলিও না—তুমি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ ঋষির অলৌকিক তপঃশক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপূর্ব্ব অবদান ; ঋষির রচিত—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ ও কর্ত্তব্য-ব্যবস্থা—তোমার অক্ষয় সম্পত্তি ; ঋষির হৃদয়-শোণিতসিঞ্চনে পরিপুষ্ট উদার বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আদর্শ বিশ্বমানব-কল্যাণে ছড়াইয়া দিতে হইবে ;—ইহাই তোমার জাতীয় জীবনের চরম সার্থকতা। সমগ্র মানব-সমাজ শান্তি ও সান্ত্বনার আশায় তোমার দিকে চাহিয়া ;—অনুভব কর।

সঙ্ঘের অবদান

যুগের সাধনায় সঙ্ঘের মূল অবদান তিনটি :—**সঙ্ঘ, গুরু, ধর্ম্ম।** (১) সঙ্ঘ বা সমষ্টি জীবনের মহাভাব হচ্ছে—বিশ্বজনীনতা। (২) বর্ত্তমান যুগের আদর্শ ও সাধনা যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকট হয়েছে এবং বর্ত্তমান যুগের বিশ্বনিয়ন্ত্রী মহাশক্তি যে মহান্ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেন্দ্রীভূতা হয়ে মানবজাতিকে শক্তি, শান্তি, আশ্বাস ও অভয়দান করে ধীরে ধীরে অথচ অভ্রান্তগতিতে মহাসমন্বয় ও মহামিলনের মধ্য দিয়া মহামুক্তির পথে আকর্ষণ করছেন—তিনিই গুরু ; **গুরুপূজাই তাই সর্ব্ববাদী-সম্মত একমাত্র সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-সাধনা** (Universal Religious practice) (৩) আর যে সর্ব্বোচ্চ বিশ্বজনীন (Universal) আদর্শ ও নীতি জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম, দর্শন ও মতবাদের মূল ও আশ্রয়—তাহাই ধর্ম্ম।

চিন্তা, বাক্য, কার্য্যে বিশ্বনীনতা, গুরুপূজা এবং উপরোক্ত ধর্ম্মের বিশ্বজনীন আদর্শ (Universal Religious ideals) **ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য** ;—এই তিনটীই বর্ত্তমান যুগ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধনার অপরিহার্য্য উপাদান। যিনি বা যাহারা বা যে সম্প্রদায় বা যে জাতি ও সমাজ—সঙ্ঘের এই অমোঘ নির্দ্দেশ নতমস্তকে গ্রহণপূর্ব্বক জীবন-সাধনার রূপদানে প্রযত্নপর না হবে,—কালের কষ্টিপাথরে তার প্রয়োজনীয়তা ও অস্তিত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হবে।

বিশ্বমানব—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—যে কোনো মতের যে কোনো পথের, যে কোন ভাবের, যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো কর্ম্মে রত হউক না কেন, উচ্চতম সুসভ্য হইতে নিম্নতম অসভ্য, বর্ব্বর আদিম—সকলেই স্বীয় স্বীয় স্থানে ও অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়াও সঙ্ঘ-সাধনার উল্লিখিত তিনটি অবদান গ্রহণপূর্ব্ব যথার্থ উন্নতি, অভ্যুদয়, কল্যাণ ও আনন্দের ভাগী হইতে পারিবে নিঃসন্দেহ।

সঙ্ঘ-সাধনা

এ যুগের জাগরণ—সংহতির জাগরণ—মহাজাগরণ এ যুগের সাধনা—সংহতির সাধনা, সঙ্ঘ-সাধনা। এ যুগে ব্যষ্টিকে সমষ্টির মাঝে ডালি দিতে, ডুবাইতে, মিলাইয়া মিশাইয়া দিতে হইবে। যুগের অভিধানে "আমি শব্দ উঠাইয়া দিয়া লিখিতে হইবে "আমরা"; "আমার" শব্দের, স্থলে লিখিতে হইবে "আমাদের।" ক্ষুদ্রকে সম্বল করিয়া ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ, চিন্তা-ভাবনা লইয়া যে জীবন-সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হইবে, যুগপ্রেবাহের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত, চূর্ণিত হইবে সে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উদগ্র আস্ফালন দেখিয়া ভুলিও না, সমানাধিকারের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যুগ্র দাবীতে চমকিয়া যাইও না, স্বার্থসংকীর্ণতার নিষ্ঠুর অভিযান দেখিয়া ভীত হইও না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হওয়ার ফলেই সংহতির মাঝে আত্মসমর্পণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে; স্বাধিকার বুঝিয়া নেওয়ার ক্ষমতা জন্মিলেই ঐক্যের সূত্র সহজে রচিয়া উঠিবে, স্বার্থের তীব্রতম আকর্ষণই ধ্রুবগতিতে পরমার্থের পথে টানিয়া আনিতে থাকিবে। দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আলোক শিখা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে না কি?

বৃহতের মাঝে আত্মসমর্পণে ক্ষুদ্রের মুক্তি, বৃহত্তর জীবন-প্রাপ্তি। ব্রহ্ম বা বৃহত্তমের মাঝে আত্মবিসর্জ্জনই তাই মহামুক্তি।

ব্যক্তি—পরিবারের মধ্যে, পরিবার সমাজের মধ্যে—সমাজ জাতির মধ্যে ক্রম-বৃহত্তর মহাজীবনের আস্বাদ পায়, পরিশেষে জাতিও বিশ্ব-মানবত্বের মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া গেলে—এক মহান্ ঐক্যতান শান্তি-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকে।

আজ তাই যুগের বালক-বৃদ্ধ, নরনারী সকলকে সংহতিসাধনায় দীক্ষিত হইতে হইবে। সকলের চিন্তায়, সেবায় নিজেকে ভুলিতে হইবে, সকলের সুখে সুখী, সকলের দুঃখে দুঃখী, সকলের ব্যথায় ব্যথী হইতে হইবে। সকলের বিপদাপদ, শোক-দুঃখ, অভাব-অভিযোগে অংশীদার হইতে হইবে; সকলের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সাধনে সহায়তা করিতে হইবে। এ যুগের অবস্থাচক্রই মানবের অন্তরে-বাহিরে, এই আবেদন জাগাইয়া তুলিয়াছে।

যুগের আকাঙ্ক্ষিত এই **সঙ্ঘ-সাধনার** পথ আশ্রয় না করা পর্য্যন্ত শান্তি বা স্বস্তির আশা বিশ্বমানবের কল্পনার আকাশকুসুম হইয়া রহিবে।

———

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
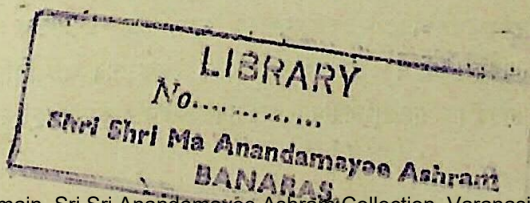
সংহতি-সাধনায় সিদ্ধি

সংহতি-সাধনায় এ যুগের সিদ্ধি; তাই বর্ত্তমান যুগে মানবের প্রাণে সংহতি-সাধনার আবেদন জাগিয়া উঠিয়াছে। সংহতি-সাধনার পথে অন্তরায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকারবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকার—এই দুইটী বাদ মানব-অন্তরের আসুরিক ভাবের অভিব্যক্তি; আসুরিক ভাব কি? "দম্ভদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদি। এই আসুরিক ভাবোত্থিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকারের দাবি মিথ্যা পরিকল্পনা।

জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব মাত্রেই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; পিতামাতা, সন্তানসন্ততি, ভ্রাতাভগিনী, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকছাত্র, প্রভু-ভৃত্য, রাজাপ্রজা, ধনীশ্রমিক ইত্যাদি কে কাহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া জগতে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছে বা হইতে পারে? সুতরাং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য একটা উদ্ভট কল্পনা নয় তো কি? জলবিন্দু কি কদাচ মহাসমুদ্রের সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারে? বরং মহাসমুদ্রের মাঝে আপনাকে সঁপিয়া ডুবাইয়া দিলেই জলবিন্দুর জীবন অনন্ত, অক্ষয় হইয়া যায়।

বৈষম্য ও বৈচিত্র্যই জগতের প্রকৃতি; কোনো দু'জন মানুষ সারা জগৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না—যারা সকল বিষয়ে সদৃশ। কোনো এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত রূপে, গুণে, শক্তিসামর্থ্যে, মেধাপ্রতিভায়, জন্মগত সংস্কার ও সম্পদে—জাগতিক সামাজিক অবস্থায় একরূপ নয়। সুতরাং প্রত্যেকের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা চাইই। সুতরাং সমানাধিকারবাদও কল্পনার আকাশকুসুম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসুরিকতা হইলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও সমানাধিকারবাদের প্রয়োজনীয়তা অবস্থা বিশেষে অপরিহার্য্য। তামসিকতার জাড্য জড়তা বিদীর্ণ করিয়া আত্মসম্বিৎ ও আত্মশক্তির জাগরণের পথে উহা অত্যাবশ্যক; কিন্তু যেন উহাদিগকেই চরম বলিয়া আকড়াইয়া পড়িয়া না থাকি।

জগতে যখন তামসিকতার যুগ বিরাজিত ছিল; তখন এক ব্যক্তি বা অল্প সংখ্যক ব্যক্তি—তমোভাবাপন্ন বহুর উপর অত্যাচার অবিচারের স্রোত চালাইয়া বর্ব্বর প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত; নররক্তে মেদিনী রঞ্জিতা এবং আর্ত্তনাদে গগন পবন মথিত হইত; কিন্তু সে যুগ অতীতপ্রায়। এখন বিশ্বমানবের অন্তরের আকুল আকাঙ্ক্ষা নানা সূত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছে—মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয়, মহামুক্তির জন্য; এ যুগ চায়—সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান—সকল ক্ষেত্রে। কি উপায়ে তা সম্ভব হইবে? চাই—বিশ্বমানবের অন্তরে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জাগরণ।

সহযোগিতার ভিত্তি—শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর। বিশ্বমানব-সমাজে সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই—**মানব মাত্রেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের জাগরণ।**

সংহতিই শক্তির উৎস

সংহতিই শক্তি; মিলনেই সংহতি। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পূর্ব্বক সখ্য ও সহযোগিতার যোগসূত্র স্থাপনই মিলন; স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জনে মিলনের ফল মিশ্রণ। সবলে-দুর্ব্বলে, উচ্চে-নীচে, জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে, বৃহতে-ক্ষুদ্রে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহতে-তুচ্ছে যে মিলন—তার পরিণতি মিশ্রণ—কদাচ, কল্যাণকর কদাপি অকল্যাণকর।

মিলন সম্ভব—শক্তির সমতায়; শক্তির তারতম্য যেখানে, মিলনের স্বপ্ন সেখানে মিথ্যা, চেষ্টা—নিষ্ফলা। মিলনের ভিত্তি যে সখ্য ও সহযোগিতা, তার উৎপত্তি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানের উপর; শক্তির সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক মর্য্যাদা-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন—সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক সাংস্কৃতিক, সম্ভব হবে তখন, হিন্দু সবল, শক্তিমান্ আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে দাঁড়াবে যখন। **সংহতির ফলে সংখ্যাল্প মুসলমান শক্তিমান; সংহতিশূন্য বিরাট হিন্দুজাতি দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম।** বর্ত্তমান সময়ে যে মিলনের প্রচেষ্টা তা মিশ্রণেরই সহায়ক। মুসলমান সর্ব্ববিষয়ে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর; হিন্দু স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উদাসীন, স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জনে অকুণ্ঠিত; ইদৃশ অবস্থায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের ফল হিন্দুজাতির—আর্য্য-হিন্দুর সংস্কৃতি-সভ্যতার বিনাশ, বিলোপ।

অনুলোম মিশ্রণে, উচ্চের সহিত নীচের, মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উর্দ্ধমুখী মিলনের ফল—কল্যাণ ও অভ্যুদয়। পক্ষান্তরে বিলোম মিশ্রণে নীচের সহিত উচ্চের নিম্নগামী মিলন, অবনতের মাঝে উন্নতের আত্মবিসর্জ্জনের ফল—মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের বিলোপ, পাশবিকতা ও আসুরিকতার প্রতিষ্ঠা।

খৃষ্টানী বা ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির গর্ভে আর্য্য হিন্দু-সংস্কৃতির বীজ নিক্ষেপে যে অনুলোম সাঙ্করী সংস্কৃতির সৃষ্টি, তার মধ্যে আছে মানবজাতির কল্যাণ ও অভ্যুদয়ের সূত্র। কিন্তু আর্য্য-হিন্দু-সংস্কৃতির গর্ভে খৃষ্টানী বা ইস্‌লামীয় সংস্কৃতির বীজ নিক্ষেপে যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হবে তার ফলাস্বাদনে মানজাতির ধ্বংস।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই ভারতের জন্য তথা জগতের জন্য, হিন্দুর কল্যাণে তথা মানব-জাতির কল্যাণে চাই অখণ্ড, মহাশক্তিশালী হিন্দু জাতির অভ্যুদয়, আর্য্য-হিন্দুর বিশ্বগ্রাসী দৈবী সংস্কৃতির বিজয়াভিযান। আর্য্য ঋষির শাশ্বত নির্দ্দেশ—"কৃণ্বন্ত বিশ্বমার্যম্"।

সঙ্ঘশক্তি—যুগের চাহিদা

ঐক্যে—স্থিতি,—জীবন; ভেদে—বিলোপ,—মৃত্যু;

ব্যষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্রশক্তির খেলা, সমষ্টির মধ্যে মহাশক্তির লীলা; বিশ্বের মধ্যে বিরাটের বিকাশ-প্রকাশ।

"সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা"। মহান্ উদ্দেশ্য সাধনে চাই—মহাশক্তির আবির্ভাব। ব্যষ্টির প্রেমে মজে, ক্ষুদ্রকে কেন্দ্র ক'রে সমষ্টির চেতনায় বঞ্চিত, বিরাটের সাধনায় উদাসীন হয়ে থাকে যখন, তখন জীব, জড়, মৃতবৎ,—উন্নতি অভ্যুদয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মবিস্তার—তার পক্ষে অসম্ভব; তখন আসে—দুঃখ অশান্তি, ধ্বংস। "ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি"—বৃহতেই সুখ, অল্পেতে সুখ নেই।

ব্যষ্টির সাধনা যখন সমষ্টিমুখী, ক্ষুদ্র বৃহতের মাঝে, ব্যক্তি সমাজের মাঝে আত্মদানে উন্মুখ যেখানে, মহাশক্তির আবির্ভাব ও লীলা সেখানে।

"সঙ্ঘেশক্তিঃ কলৌযুগে"। বর্ত্তমান যুগ—সমষ্টি-শক্তির যুগ। যেখানে সমষ্টি-চেতনা পরিস্ফুট, মিলনের সাধনা স্বনুষ্ঠিত, যেখানে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধনা বহুকে. বৃহত্তরকে, সমষ্টিকে আলিঙ্গনে প্রধাবিত; সর্ব্বানিয়ন্তার আশীর্ব্বাদ,—মহাশক্তির লীলা প্রকট সেখানেই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহস্রবৎসর ধরে ক্ষুদ্রতরের চিন্তায় ডুবে হিন্দুজাতি আজ সমষ্টির চেতনায় বঞ্চিত, শক্তিহীন, নির্জ্জীব, জড়। সহস্র বৎসর ধরে হিন্দু-সমাজে চলেছে শুধু ভেদের প্রাচীর রচনা,—পার্থক্যের সীমারেখার আবিষ্কার প্রচেষ্টা, বৈশিষ্ট্যের গণ্ডীটানা ;—আর এই কুর্ম্মবৎ আত্মসঙ্কোচনের ফল—দুঃখ দুর্দ্দশা, অত্যাচার উৎপীড়ন, বিপ্লব, অশান্তি, ক্ষয়, অপচয়,—আত্মধ্বংস!

হিন্দু! ক্ষুদ্রকে ভোলো, গণ্ডীর চেতনাকে চূর্ণ কর বৃহৎকে বরণ কর,—ব্যষ্টির দিক থেকে সমষ্টির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর ;—মহাশক্তি, মহাকল্যাণ, মহাশান্তি—তোমার সুনিশ্চিত।

সঙ্কল্প-সাধনা

সঙ্কল্পই জীবন ; সঙ্কল্পের ছন্দোলয়-তালে লীলায়িত জীবনই ভরে উঠে বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শ্রীসম্পদে। জান্তব জীবনকে ছন্দায়িত করে তোলাই—দিব্য জীবনের সাধনা। তাল-লয়-ছন্দোহীন, লক্ষ্য আদর্শ-উদ্দেশ্যহীন গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় গতানুগতিকতার অনির্দ্দিষ্ট যাত্রাপথে যার অভিযান ;—মৃত্যু তার অব্যর্থ পরিণাম।

সঙ্কল্প যেখানে সুদৃঢ়, অচল, অটুট, মহাশক্তির বিকাশ প্রকাশ সে জীবনে ; সঙ্কল্প যেখানে উদগ্র, পর্ব্বত পরিমাণ বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তিও চূর্ণ বিচূর্ণ তার সাম্‌নে। সঙ্কল্পে সুপ্রতিষ্ঠিত যে ব্যক্তি সিদ্ধ-সঙ্কল্প সে ; বিফলতা তার অজ্ঞাত! সিদ্ধি ও সাফল্যের বিজয়মাল্যে সে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অভিনন্দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কল্প যেখানে অত্যুগ্র, বজ্রও সেখানে হয়—কুসুম-কোমল, অগ্নি সেখানে স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ু তথায়—স্তম্ভিত, পর্ব্বত সেথায়—চূর্ণিত, মহাসমুদ্র হয়ে যায়—গোস্পদতুল্য।

মানুষ দুর্ব্বল, ক্লীব, কাপুরুষ, ভীত, ত্রস্ত, সংশয়ান্বিত ততক্ষণ, যে পর্য্যন্ত তার সঙ্কল্পের জাগরণ না ঘটে! স্বীয় আত্মস্বরূপের মহত্ত্ব ও অনন্তশক্তির সন্ধান জেনে মানুষ যখন মরণকে অবজ্ঞা করে মহাসঙ্কল্প গ্রহণ করে, মর্ত্ত্যের মানব তখন হয় স্বর্গের দেবতা; সার্দ্ধ ত্রিহস্ত দুর্ব্বল মানুষ তখন হয়—দুর্জ্জয়, দুর্ব্বার! তখন তার হৃদয়ে সিংহের বীর্য্য, বাহুতে বজ্রের শক্তি, চরণে বিদ্যুতের গতি, চক্ষে খেলে—অমোঘ প্রতিভাদীপ্তি, বাণীতে ছুটে অব্যর্থ প্রেরণা। সঙ্কল্পহীন হিন্দু তাই দুর্ব্বল, তাই সে লাঞ্ছিত, অপমানিত। অটল অটুট সঙ্কল্প যেদিন হিন্দুর হৃদয়ে জাগবে, মুক্তি হবে সেইদিন—ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক আর্থিক—সর্ব্ববিধ। স্বীয় বিরাট শক্তি-সামর্থ্য, বলবীর্য্যের বিষয় স্মরণ করে যে মুহূর্ত্তে হিন্দু আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিস্তারের সঙ্কল্প গ্রহণ করবে, সেই মুহূর্ত্তে হিন্দু হবে—দুর্দ্দমনীয়, ধর্ম্মের ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আসুরিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার বিরাট সঙ্কল্পই হিন্দুর মুক্তিমন্ত্র! মুক্তি চাও? এই মহামন্ত্র গ্রহণ কর!!

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন-সংগ্রামে সম্বল কি ?

কঠোর জীবন-সংগ্রামে বিজয়ী হইতে হইলে তোমার পরম সম্বল —বিবেক ও বৈরাগ্যরূপ মহাস্ত্র, তোমার একমাত্র সহায়ই —ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য। সঙ্কল্পেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতে অবিচলিত থাকাই —তোমার মূলনীতি, রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার জীবনের মহাব্রত, চরম সত্য উপলব্ধি করিতে গিয়া জীবন-পণ করাই হবে—তোমার মহামন্ত্র।"

এই ভাবে আত্মশক্তির প্রকাশ বিকাশ, উন্মেষ, উদ্বোধনের ভিতরেই মানুষের মনুষ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, বীরের বীরত্ব।

মানুষ ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে আলস্য-নিদ্রা-তন্দ্রা-জড়তাকে গ্রহণ করিয়া আপনার বিপুল বিক্রম, প্রবল পরাক্রম ভুলিয়া, আত্মশক্তির উপর আস্থা হারাইয়া নিতান্ত নির্জীবের মত নিশ্চেষ্ট ভাবে কাল-যাপন করিতেছে।

এই মুমূর্ষু জাতির শিরায় শিরায় নব সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিতে হইলে চাই—আজ সমগ্র দেশের ভিতরে সংযম-শক্তির প্রবল প্রবাহ বিস্তার,—আত্মস্মৃতির মহাজাগরণ,—ঘুমন্ত আত্মশক্তির পুনরুদ্বোধন।

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মচর্য্য

মানবের চরম লক্ষ্য—আত্মোপলব্ধি। এই আত্মোপলব্ধির সাধনা-পথে জ্ঞান-যোগ, ভক্তি-যোগ, কর্ম্ম-যোগ, রাজ-যোগ,—সকল যোগই সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে রোগে ও দুর্ভোগে পরিণত হয়েছে। বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করে অগ্রভাগে বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক ফল লাভের প্রত্যাশী হতে চায় কে?

"ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্"

সকল সাধনা, তপস্যার মূল কথা ব্রহ্মচর্য্য—রিপু-দমন, ইন্দ্রিয়-বিজয়—বীর্য্য-ধারণ; অন্যথা সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতি বালক-যুবক-বৃদ্ধ—নরনারী সকলকে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনে প্রাণপণে অভ্যস্ত হইতে হইবে, শুধু ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য নয়,—ঐহিক সংসারিক জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে উন্নতি লাভের জন্যও বটে; তত্ত্বজ্ঞের দৃষ্টিতে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক পৃথক নয়।

শরীরের সারাংশ (essence) বীর্য্য; রাশি রাশি অন্ন ভোজনে এক বিন্দু বীর্য্যের উৎপত্তি; বীর্য্য-ধারণে দেহ সুন্দর, নীরোগ কর্ম্মঠ ও শক্তিমান্ হয়!
বীর্য্যের শক্তিতে মস্তিষ্কে প্রবল ওজঃ-শক্তি সঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে বীর্য্যক্ষয়ে দেহ-মন জীর্ণ-শীর্ণ, রোগ-গ্রস্ত, নিস্তেজ, শক্তিহীন হইয়া পড়ে।

বীর্য্যক্ষয়—আত্মহত্যা—স্বয়ং শিবের বাণী—

"মরণং বিন্দু-পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

সুতরাং যে যে সাধনা কর না কেন—তা' ঐহিক বিষয়-সম্পদেরই হউক অথবা ধর্ম্ম-জীবন ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্যই হউক,—সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযত্নে এই ব্রহ্মচর্য্য পালন দ্বারা দেহ-মনের শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিতে হইবে। শূন্যে কি কখনও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতে পারে?

ব্রহ্মচর্য্যের মহাশক্তি না থাকাতে আজ মানবের যাবতীয়—**সাধনাই** নিষ্ফলা; সকল **মন্ত্রই** চৈতন্যহীন; সকল **দেবতাই** প্রাণহীন প্রস্তর, মৃত্তিকা বা ধাতু-বিগ্রহ; সকল **কামনা ও প্রার্থনাই**—অরণ্যে রোদন; যাবতীয় **সাধন তপস্যাই**—পণ্ডশ্রম।

ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্য বা সদ্‌গুরুর কায়মনোবাক্যে সেবাই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তদীয় আদেশ ও উপদেশানুযায়ী—জীবন যাপনের কঠোরতা—বরণ করিয়া চলিতে থাকিলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ হয়; তখন সেই অহৈতুক কৃপা-সিন্ধু আচার্য্যের আশীর্ব্বাদে রিপুকুল দমিত, ইন্দ্রিয়গণ বিজিত এবং বীর্য্যলাভ হয়।

ধর্ম্মের নামে আজগুবি কল্পনার কুহকে প্রতারিত হইয়া চটকপ্রদ বেশভূষা ও ফোটা তিলকে সুরঞ্জিত হইয়া ধার্ম্মিক ভাবিয়া তৃপ্ত হইও না। **এই বীর্য্যক্ষয়রূপ আত্মহত্যার পথ আগে রুধিয়া দাঁড়াও!** অন্যথা তোমার আত্মজ্ঞান অশ্ব-ডিম্বে পর্য্যবসিত হইবে।

ব্রহ্মচর্য্য সকলের চাই—বালক-যুবক-বিদ্যার্থীর চাই! গৃহস্থ নর-নারীর চাই—সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসীর চাই। দ্বাদশ বর্ষীয় বালকেরও চাই, অশীতি-বর্ষ বৃদ্ধেরও চাই। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবই দেশ ও জাতির সকল দুর্দ্দশার অদ্বিতীয় কারণ।

দেশে মানুষ কোথায়? চারিদিকে চলে ফেরে যারা—সে তো কোটী কোটী ফানুষ! জাপানী রবারের পুতুলগুলির মত তাদের আকৃতি ও রূপ (Shape and form) আছে বটে; কিন্তু ভিতরে একেবারেই ফাঁপা। বীর্য্যক্ষয় করে করে একেবারেই শূন্য হয়ে পড়েছে!

ভারতের জাতি! এই ফানুষ উড়িয়ে তুমি দেশের ধর্ম্ম-সমাজ-রাষ্ট্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ-সম্পদ গড়ে তুলতে প্রত্যাশা কর? বলিহারি! তোমার আত্মঘাতিনী—পরিকল্পনা!

বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্

শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সর্ব্ববিধ শক্তি, মেধা, প্রতিভা চাও? দীর্ঘায়ু, নীরোগ, স্বাস্থ্যবান্ হইতে চাও?

বীর্য্য ধারণ কর।

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

বীর্য্য ধারণ করিতে চাও?

আহার ও নিদ্রায় সংযমী হও; লঘুপাক ও সাত্ত্বিক খাদ্য আহার কর। স্বল্প নিদ্রায় অভ্যস্ত হও। নিত্য নিয়মিত ভাবে সন্ধ্যাহ্নিক বা উপাসনা না করিয়া আহার করিবে না—সঙ্কল্প কর। অসৎ সঙ্গ, অসৎ গ্রন্থ, অসৎ আলোচনা, অসৎ আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ কর। সৎসঙ্গ, সদালোচনা, ভগবদ্-নাম-কীর্ত্তন প্রভৃতি অবলম্বন কর। শরীর ও মনকে অবিশ্রাম কোনো না কোনো প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত রাখ। মত, পথ, উপায়, অবলম্বন, আচার, প্রথা, বেশ-ভূষা যাহাই হউক না কেন—যদি পুঁথি, কেতাব ও আলোচনায় না রাখিয়া ধর্ম্মকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে চাও তবে—**রিপু-দমন ও ইন্দ্রিয়-সংযম**-এর সাধনায় প্রাণপণ প্রযত্ন কর।

"আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।"

তজ্জয়ো সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাং॥

ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ভোগ বিলাসিতা—সকল রোগ, শোক, দুঃখ বিপদের নিদান! **ইন্দ্রিয়-বিজয়ই**—ঐহিক ও পারত্রিক সুখ-শান্তি—আনন্দ-কল্যাণের হেতু। বেছে নাও!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মের সারতত্ত্ব

ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অবাঙ্মনসোগোচর, ব্রহ্মাণ্ড—শক্তির লীলাখেলা—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপে। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—শক্তিরই বিকাশ, প্রকাশ, সংহার। শক্তিরই অব্যক্তাবস্থা—জড়, ব্যক্তাবস্থা চেতন। জড়েরই ক্রমাভিব্যক্তি চেতনে। শক্তির বিকাশ-প্রকাশই সকল সাধনার লক্ষ্য, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত।

অবলম্বন ও অনুষ্ঠান যাই হোক না কেন, সকল প্রকার ধর্ম্ম ও মতবাদের সাধনার একটী সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে—শক্তির উন্মেষ, বিকাশ-প্রকাশ—শারীরিক, মানসিক', নৈতিক, আধ্যাত্মিক। সুতরাং সাধনা শক্তিরই,—যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো আকারে, যে কোনো ব্যক্তির, যে কোনো সমাজ বা সম্প্রদায়ের !

শক্তির সাধনাই—ধর্ম্মের সাধনা, ধর্ম্মের সাধনাই, শক্তির সাধনা। শক্তির অভ্যুদয়ে ধর্ম্মের অভ্যুদয় ; ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে শক্তির অভ্যুদয়। ধর্ম্মের অভ্যুদয় কল্পে চাই—শক্তির সাধনা ; শক্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে চাই—ধর্ম্মের সাধনা !

যে ধর্ম্মে, যে সাধনায় ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্তির বিকাশ প্রকাশ নাই, তা অধর্ম্ম,—তা' ভ্রান্তপথে অভিযান। শক্তির লক্ষণ—চৈতন্য ; চৈতন্যের প্রকাশ—শক্তি ! শক্তিহীন চৈতন্য—শূন্য জড়।

শক্তির সাধনা—সংযম-সাধনা ; সংযমে শক্তির সঞ্চয় ! ইন্দ্রিয়-বৃত্তির পথেই শক্তির ক্ষয়। ইন্দ্রিয়-বৃত্তির শাসন ও দমনেই শক্তির ক্ষয়-রোধ। ইন্দ্রিয়-নিরোধে শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় মনে—দুর্জ্জয় প্রবাহে। কেন্দ্রীভূত শক্তিই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের-লক্ষ্য সাধন ও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক। যাবতীয় ধর্ম্ম-সাধনার মূল মন্ত্র তাই—

ইন্দ্রিয়-সংযম, রিপু-দমন !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্ম কি ?

ধর্ম্মের নামে অনেক বুজ্‌রুকী জগতে চল্‌ছে ! এই রকমারি নাক টেপা-টেপি, দম-কসাকসি, হাত-পা ছোড়াছুড়ি ইত্যাদি কসরতের মধ্যে পড়ে ধর্ম্মের রহস্য গুলিয়ে গেছে। তাই ধর্ম্ম আজকাল একটা আজগুবি ব্যাপারের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্ম্মের ভিতরের সাঁশ হারিয়ে বাইরের ভড়ং নিয়ে লোকে মনে করে—খুব ধার্ম্মিক হয়ে গেছি।

তাই যুগাচার্য্য মোহগ্রস্ত নর-নারীর কর্ণে পাঞ্চজন্য-নিনাদ করেছেন—
"ধর্ম্ম নাই—মালায় ঝোলায়; ধর্ম্ম নাই—তিলক ফোঁটায়, ধর্ম্ম নাই—অশনে-বসনে; ধর্ম্ম নাই—মন্দিরে মস্‌জিদে; ধর্ম্ম নাই—কোরাণে পুরাণে; ধর্ম্ম আছে—আচরণে, অনুষ্ঠানে, অনুভূতিতে!"

মালাঝোলা, তিলক-ফোঁটা, মন্দির-মস্‌জিদ, পুরাণ-কোরাণ সবই চাই; কিন্তু আচরণ, অনুষ্ঠান, অনুভূতি না থাকিলে—সবই বৃথা। শুধু ভেদ-বিবাদ মারামারি, রক্তারক্তির ফিকির মাত্র। আহার্য্য বস্তুর সংগ্রহ চেষ্টায় উদাসীন হয়ে বসে শুধু খাদ্য দ্রব্যের নাম করলে বা কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ আলোচনাতেই সময় কাটালে কি পেট ভরে ?

পিপাসা পেলে জলাশয়ের নিকট যেতে হবে; উত্তাপ চাইলে—অগ্নির সন্নিকটে যাওয়া চাই; বৈদ্যুতিক শক্তির আবশ্যক হলে বিদ্যুদাধারের (Dynamo) নিকট যাওয়া প্রয়োজন। তেমনি আধ্যাত্মিক শক্তির আবশ্যক হ'লে,—জীবন্ত ধর্ম্মের পাবনী-শক্তিকে জীবনে নামিয়ে আন্‌তে হলে,—**সদ্‌-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নেই!**

তাই ধর্ম্মের সাধনার প্রথম ও শেষ কথা **গুরু-সেবা ও ব্রহ্মচর্য্য।** আবহমান কাল ধরে এই সাধনাই ভারতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে প্রবর্ত্তিত ছিল; আধুনিক ধর্ম্মগ্লানি মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করে তাকে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরন্তন সত্য সাধন-পথ থেকে বিচলিত করেছে। পঞ্চম, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ষ বয়সে আর্য্য বালক মাত্রকেই গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক গুরুসেবা ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে জীবনের বনিয়াদ গড়ে তুলতে হতো। আর্য্য গৃহস্থ নরনারী—প্রত্যেককেই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হয়ে তদীয় আদেশ নিয়ে জীবনযাপন করতে হতো।

ধর্ম্মের সার তত্ত্ব কি? ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য। সদ্‌গুরুই ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের ঘনীভূত আদর্শরূপে আশ্রিত শিষ্যগণের সম্মুখে অবস্থান করেন। গুরুর স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণা, পূজার্চ্চনা, পাদবন্দনা, সেবা-শুশ্রূষা, আদেশ প্রতিপালন ইত্যাদি দ্বারা সদ্‌গুরুর সহিত যত ঘনিষ্ঠতা লাভ হয়, ততই সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়া গুরুর শক্তি ও জ্ঞান—শিষ্যে সঞ্চারিত হ'তে থাকে। সদ্‌গুরুর প্রসন্নতা—ঘটিলে তিনি চিন্তা দ্বারা, ইচ্ছা দ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা, স্পর্শ দ্বারা, মন্ত্রের দ্বারা আরও অসংখ্য উপায়ে শিষ্যে শক্তি সঞ্চার করেন।

ধর্ম্ম-রহস্যের চাবিকাঠী—সদ্‌গুরুর হাতে; সদ্‌গুরুর কৃপাই—সাধনার প্রথম ও শেষ কথা। সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁর আদেশ উপদেশ নিয়ে সংসারের কর্ত্তব্য পালন কর; প্রতি পদে প্রতি কার্য্যে তাঁর স্মৃতি—অন্তরে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হও; তখন বুঝিবে ধর্ম্ম—একটা—জীবন্ত অনুভূতির বস্তু। তোমার জীবনের খুটীনাটী সমস্ত কিছুই ধর্ম্মের সাধনায় পরিণত হবে; তোমার অস্তিত্বই ধর্ম্মময় হয়ে দাঁড়াবে।

ইন্দ্রিয়-সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা শরীর মন যতই দৃঢ় ও শুদ্ধ হয়, ততই সদ্‌গুরুর অলৌকিক শক্তি ধারণের ক্ষমতা জন্মিবে। সুতরাং জানিও—**রিপু-দমন এবং ইন্দ্রিয়-সংযমই—ধর্ম্মের ভিত্তি। সদ্‌গুরুর কৃপাই ধর্ম্মের প্রাণ।**

—০—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্যং শিবং সুন্দরম্। সুন্দরকে চাও? তবে সত্যকে আশ্রয় কর, শিবকে বরণ কর। সুন্দর যদি সত্য ও শুভঙ্কর না হয়, মনে রেখো—তা মোহিনী মায়া; মায়ার পিছনে ছুটে সুন্দরকে পাবে না।

যা' সত্য, শিব, শুভঙ্কর, তাই যথার্থতঃ সুন্দর ও মধুর। সত্যের প্রতি লক্ষ্যহীন হয়ে, শিবকে উপেক্ষা করে যে সুন্দরের কামনা, ঐশ্বর্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের সাধনা, সেতো দক্ষরাজার শিবহীন যজ্ঞ; তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ধ্বংস, বিনাশ, বিলোপ!

শিবকে বরণ কর সুন্দরকে পাবে, সত্যে পৌঁছিবে। শিবকে উপেক্ষার পরিণাম অশুভ; অসত্যের ইন্দ্রজালে ম'জে ধ্বংসকে বরণ।

আজ মানবের অন্তরে বাহিরে শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন,—ভগবানকে উড়িয়ে দিয়ে, ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করে, শাস্ত্রকে উপেক্ষা করে, অবাধ ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের সাধনা! চারিদিকে—সমাজে, পরিবারে, ব্যক্তিগত জীবনে তাই উচ্ছৃঙ্খলতা, অসংযম, ব্যাভিচার, বিপ্লব, অশান্তি, স্বার্থের হানাহানি, শয়তানের রাজত্ব।

শিব, আশুতোষ, ভোলানাথ, দিগম্বর, শান্ত, সৌম্য, সমাধিমগ্ন। কিন্তু ভুলো না তিনি "ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং", "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্"—মহারুদ্র, মহাদেব, রণ-তাণ্ডবোন্মত্ত, পাশ-পরশু-পিনাক শূলপাণি, ত্রিপুরারি, তারকারি, দক্ষারি,—ভ্রূকুটী-কুটিল ধূর্জ্জটী!

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান কি ? অজ্ঞান কি ?

ব্যষ্টির জ্ঞান—ক্ষুদ্রজ্ঞান, অসম্পূর্ণ জ্ঞান,—অজ্ঞান। ব্যষ্টির দিক হতে সমষ্টির দিকে, ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তরের দিকে জ্ঞানের যে প্রসারতা—ইহাই জ্ঞানের যথার্থ সাধনা—ব্যষ্টিও সমষ্টির সামঞ্জস্যপূর্ণ যে জ্ঞান—তাহাই পূর্ণজ্ঞান।

মানুষ যখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্যষ্টি ও সমষ্টির ক্ষুদ্র ও বৃহতের মাঝে, বিশেষ ও বিশ্বের মধ্যে শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, পরিপূর্ণতা, অখণ্ডতা প্রত্যক্ষ করে, তখনই হয় সে পূর্ণজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত;—গীতার ভাষায় স্থিতপ্রজ্ঞ; "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

হিন্দু জ্ঞানের সাধক; হিন্দুর লক্ষ্য পূর্ণজ্ঞান—স্থিতপ্রজ্ঞত্ব। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও অখণ্ডত্ব আবিষ্কারই হিন্দুর বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞান-সাধনার উদ্দেশ্য। হিন্দু ঋষি দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে প্রচার করেছিলেন—উর্দ্ধমূলমধঃ শাখং অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। বিশ্বসৃষ্টি এক বিরাট সনাতন অশ্বত্থবৃক্ষ; উহার মূল উর্দ্ধে ব্রহ্মে বা ভগবানে প্রতিষ্ঠিত।

"একেমেবাদ্বিতীয়ম্—নেহ নানাস্তিকশ্চন।" এক সনাতন সত্য বস্তুই আছেন; দ্বিতীয় কিছুই নাই। জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা অর্থাৎ অজ্ঞান হেতুই বৈচিত্র্য ও বহুত্ব প্রতিভাত।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—এক বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যময়ী মহাশক্তিরই লীলাখেলা। সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যে, বিশ্বধাত্রী জগজ্জননীর যে লীলামাধুর্য্য, সংহারের মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যেও সেই মহাশক্তি মহামায়ারই লীলাচাতুর্য্য। মাকে শুধু ঐশ্বর্য্যময়ী, মাধুর্য্যময়ী, সৌন্দর্য্যময়ী, সুখময়ীরূপে জানা ও পাওয়ার যে পরিকল্পনা—তাহা অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞান।

কিন্তু মা'কে সৃজন-পালন-কারিণী, বরাভয়দায়িনী, পুনঃ আধি-ব্যাধি-রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র-ধ্বংস-মৃত্যুরূপিণী, সংহারিণীরূপে উপলব্ধি করা, বরণ করা, পূজা করা, পরিপূর্ণ জ্ঞানের সাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু বিশ্বজননীর এই বিরাট পরিপূর্ণ স্বরূপের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিল ; তাই হিন্দু নৃমুণ্ডমালিনী, খড়্গধারিণী, শ্মশান-বাসিনী, করালিনী মহাকালীকে দয়াময়ী, ক্ষমাময়ী, বাৎসল্যময়ী, বরাভয়দায়িনী, জননীরূপে আলিঙ্গন ও বরণ করে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিল।

আত্মবিশ্বাসই ভগবদ্বিশ্বাস

জীবাত্মা—পরমাত্মারই বিভূতি ; আত্মশক্তি ভগবৎশক্তিরই প্রকাশ। **আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ভগবৎ-শক্তিতে অবিশ্বাসেরই পরিচয়।** আত্মশক্তির অমর্য্যাদা ভগবৎ-শক্তিরই অমর্য্যাদা। ভগবানের প্রতিমা গড়ে, নানাবিধ উপচারে পূজার্চ্চনা, স্তবস্তুতি পাঠ, অশ্রুজল—আত্মনিবেদন—ভগবৎ-কৃপালাভের পন্থা বটে। কিন্তু যদি আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস এবং আত্মশক্তির অনুশীলন ও প্রয়োগে উদাসীনতা থাকে, তবে ঐ পূজারাধনাও নিষ্ফলা। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আত্মশক্তির অনুশীলন ও প্রয়োগের সুতীব্র সঙ্কল্প নিয়ে ভগবৎ-শক্তির প্রতীক দেবতার যে পূজার্চ্চনা, তাতে ভগবানের প্রসন্নতা, শক্তি ও আশীর্ব্বাদ লাভ সুনিশ্চিত।

হিন্দুজাতি আজ আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী, পদে পদে আত্মশক্তির অমর্য্যাদাকারী, আত্মশক্তির অনুশীলন, প্রয়োগে পরাঙ্মুখ, তাই হিন্দুর জীবনময় বিফলতা, হতাশা, নৈরাশ্য, দৈন্য, অবসাদ ; পূজারাধনা, ব্রত, তপস্যা—সমস্তই নিষ্ফল ! হিন্দুর ধর্ম্মাচরণ আজ তাই অধর্ম্মাচরণে পরিণত।

জাড্য জড়তা, ক্লৈব্য দৌর্ব্বল্যই মহাপাপ—ভগবৎ কৃপালাভের পথে মহাবিঘ্ন। জন্মগত যেটুকু শক্তি মূলধনরূপে পেয়েছ, তার অনুশীলন ও প্রয়োগ কর। তবেই তোমার উচ্চতর ও বৃহত্তর শক্তিতে অধিকার ও দাবী আসবে। **নিশ্চেষ্ট, তামসিক, ভীরু, কাপুরুষ, আহাম্মোকের কান্নায় বিশ্বনাথের প্রাণে দাগা লাগে না।**

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি চাও? তপস্যা কর

শক্তিলাভের উপায়—তপস্যা; **ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই তপস্যা**; উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আদর্শকে প্রাপ্তির জন্য যে শারীরিক, মানসিক, বাচিক কঠোরতা—ক্লেশ-স্বীকার,—তাহাই তপস্যা। এই তপস্যার দ্বারাই ইন্দ্রিয়-গ্রাম নিরুদ্ধ, সংযত হয়; ফলে মানুষের শক্তি হয়—সঞ্চিত, একাগ্র।

শক্তি চাও? তপস্যা কর। নান্যঃ পন্থাঃ।

ভোগের পথে—ক্ষয়, ভয়, শোক, অনুতাপ, মৃত্যু। সংযমের পথে—শক্তি-সঞ্চয়, আনন্দের উচ্ছ্বাস, জীবনের উল্লাস, অমৃতের আস্বাদ! মানুষের মন দুর্ব্বল হয় কিসে? ভোগবিলাসের—আকাঙ্ক্ষায়—ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগের ইচ্ছায়।

ভোগের ক্রীতদাস হয়ো না, ইন্দ্রিয়ের কীট বনে যেয়ো না। পৌরুষ অবলম্বন কর; তপস্যাকে আশ্রয় কর, ইন্দ্রিয় বিজয় কর, বীর্য্য সঞ্চয় কর; অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দের উৎস খুলে যাবে।

ব্যক্তি তথা জাতি অধঃপতিত হয় কেন? তপস্যার অভাবে! তপস্যাই ছিল—হিন্দুজাতির অতুলনীয় অভ্যুদয়ের কারণ; তপস্যার অভাবেই হিন্দু-জাতির অধঃপতন। হিন্দু তার সনাতন লক্ষ্য, আদর্শ, উদ্দেশ্য থেকে চ্যুত; জাতির জীবনে আজ তাই তপস্যার আগ্রহের অভাব। বিলাস-বাসনার পিচ্ছিল পথে আজ তাই জাতির মরণের অভিযান।

হিন্দুর জীবনে তপস্যার পুনঃ প্রয়োগ চাই; তজ্জন্য চাই কর্ম্মের প্রচণ্ড উদ্দীপনা; অনন্ত উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায়ের অবিরাম উচ্ছ্বাস। চাই—জাতির শিরায় শিরায় বিদ্যুদ্বীর্য্যের সঞ্চার। স্বধর্ম্ম, স্ব-সমাজ, স্ব-জাতির সেবার যূপকাষ্ঠে জীবনের সুখ-সাধ, ভোগ-বাসনার নির্ম্মম বলিদান।

দেহাত্মবাদই—তপস্যার বিঘ্ন; এই দেহাত্মবোধের মূলোচ্ছেদ চাই। আমি দেহ নই, আমি আত্মা,—অজর, অমর। দেহের সুখ-দুঃখে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুখ-দুঃখ নাই। জীবনের উদ্দেশ্য সাধন,—অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য তপস্যায় যদি এ দেহ জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় খসে পড়ে,—পড়ুক,—ক্ষতি কি? আবার নববস্ত্রের ন্যায় নব দেহ গ্রহণ করে অভীষ্ট লাভের জন্য পুনরায় কঠোরতর তপস্যায় ব্রতী হবো। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

উদারতা কাকে বলে?

আত্মপ্রতিষ্ঠা যেখানে অটুট, উদারতা সেখানে স্বার্থক,—তাতে আছে, মহত্ত্বের পরিচয়, আর সার্ব্বজনীন শান্তি ও কল্যাণ। আত্মপ্রতিষ্ঠা যার নেই, আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় যার উদাসীনতা—বা অক্ষমতা, উদারতা তার দুর্ব্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার অজুহাত।

সুবিশাল বনস্পতির ন্যায় স্বস্থানে স্বপদে, স্বসামর্থ্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, অসংখ্য শাখাবাহুর ন্যায় তার শক্তি-সামর্থ্য, কল্যাণ-প্রচেষ্টা, বিশ্বহিতৈষণার উদার আশ্রয়ে লক্ষ, কোটি মানবের উন্নতি, শান্তি ও কল্যাণ।

স্রোতের শৈবালদলের ন্যায় নিত্য নব নব পথে যার অভিযান, নব নব ভাবে যার রূপান্তর, উদারতার কথা তার মুখে হাস্যকর নয় কি? কুক্কুরের ন্যায় পর-পদলেহন, পরোচ্ছিষ্ট ভোজন, পরানুকরণ যার নীতি ও প্রীতি, উদারতা তার চালাকী ধাপ্পবাজি!

উদারতা ও বিশ্বহিতৈষণার কথা উচ্চারণের পূর্ব্বে চাই—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মমর্য্যাদা। আদর্শে অবিচল, নীতিতে অটুট, আত্মমর্য্যাদায় উদগ্র হও, উদারতার কথা তৎপূর্ব্বে নয়। হিন্দুর জাতীয় জীবনে যে বহু গলদ জমাট বেঁধেছে, উদারতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা, অহিংসার নামে ক্লীবতা, ক্ষমার নামে অক্ষমতা—তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে এই গলদত্রয়কে ঝাঁটিয়ে দাও—দেখবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ব্বলতাই মহাপাপ

দুর্ব্বলতা—মহাপাপ, দুর্ব্বলতাই—অধর্ম্ম। দুর্ব্বল যে, মরণের ভয়ে ভীত, জীবনের কাঙাল যে, জীবনের অধিকারী সে নয়; বাঁচবার দাবী তার মিথ্যা। মরণকে যে হাসিমুখে বরণ করতে প্রস্তুত—মরণকে যে জয় করেছে, মৃত্যুঞ্জয়ী সে, বরমাল্য হস্তে জীবন তাকেই বরণ করতে নিয়ত সমুদ্যত। কিন্তু জীবনকে আঁকড়ে ধরে যে মরণের ভয়ে শঙ্কিত, কম্পিত, জীবন তাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে, মরণ তাকে করাল বদন ব্যাদান করে গ্রাস করে।

জীবন দানে প্রস্তুত যে, অনন্ত জীবনে অধিকারী সে; মৃত্যুকে যে আলিঙ্গন দানে প্রস্তুত, মৃত্যু তার কাছ থেকে দূরে—বহু দূরে সরে থাকে। **দুর্ব্বল যে, ঘৃণিত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত সে; ভগবানের আশীর্ব্বাদও ঝরে না তার শিরে।** সবল যে, বীর্য্যবান যে, দুনিয়ার সকল শক্তি ও সহানুভূতি আকৃষ্ট তার প্রতি; ভগবানের করুণা ও আশীর্ব্বাদে তার পূর্ণ অধিকার।

হিন্দু আজ দুর্ব্বল, তাই লাঞ্ছিত পদদলিত সে; হিন্দু আজ জীবনের মায়ায় লালায়িত, তাই জীবন ধারণ হিন্দুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে; হিন্দু আজ মরণকে ভয় করে, তাই মরণ এসে চারিদিক থেকে তাকে গ্রাস করতে সমুদ্যত! হিন্দু! যদি জীবন চাও, মরণকে বরণ করে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হও। হৃদয়ের শোণিত ঢেলে দুর্ব্বলতার কলঙ্ক ধৌত করতে প্রস্তুত হও; প্রত্যেকটী আঘাতের প্রত্যুত্তরে শত গুণ প্রতিঘাত দিয়ে নিজের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দাও! স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ সম্মুখ-সংগ্রামে জীবন-পণ রক্তদান তোমার আবহমানকালাচরিত আদর্শ ও ব্রত নয় কি?

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

,

শক্তিমান্‌ই শক্তিপূজক

তেজস্বী, বীর, সাহসী, শক্তিমান যে, শক্তিপূজার যোগ্যতা তারই; ভীরু, দুর্ব্বল, ক্লীব, কাপুরুষের শক্তিপূজা—ব্যর্থ প্রহসন! শক্তি-পূজায় চাই বলিদান—দেবত্বের পায়ে পশুত্বের বলিদান, বৃহত্তরের নিকট ক্ষুদ্রত্বের বলিদান, মহাশক্তির মাঝে ক্ষুদ্রশক্তির নিমজ্জন; চাই হৃদয়ের শোণিত দান—সুখ-সম্ভোগ, আরামবিলাসের, স্বার্থ-সংকীর্ণতা, নীচতার নিঃশেষ বলিদান!

শক্তিপূজায় চাই তপস্যা: নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মই তপস্যা। জাড্য-সমাচ্ছন্ন, তামসিক, অলস, দীর্ঘসূত্রী, নিরুদ্যম, অনুৎসাহীর দ্বারা শক্তি-পূজা সম্ভবে না। অনন্ত উদ্যম, উৎসাহ, অধ্যবসায় যার, সেই ভগবদর্পিত-চিত্ত সুতরাং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য, নিরহঙ্কার কর্ম্মীর তপস্যার দ্বারাই ঘটে শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ!

শক্তিপূজায় চাই নৈবেদ্য,—প্রাণের রক্তরাঙা পাত্রে ভক্তির নৈবেদ্য—ত্যাগ; প্রেম, আত্মোৎসর্গ—সেবার নৈবেদ্য।

শক্তিপূজায় প্রয়োজন—মহাজাগরণ ও মহামিলন,—শক্তি-পূজারী সাধকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সকলের প্রাণে সাধনার অগ্নি জ্বালিয়ে দেওয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্যষ্টি-শক্তির সম্মেলন ও সংমিশ্রণে মহাশক্তির স্বরূপ-প্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীর্য্যের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা

সকল সাধনার মূল—বীর্য্যের সাধনা—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঐহিক, পারলৌকিক। হীনবীর্য্য যে, অকর্ম্মণ্য সে; তার সাধনা নিষ্ফলা; ধর্ম্ম তার ভণ্ডামি; তার ক্ষমা—অক্ষমতা, তার অহিংসা—কাপুরুষতা; তার উদারতা—উচ্ছৃঙ্খলতা; তার পাণ্ডিত্য—আত্মপ্রতারণার আবরণ; তার প্রেম—নাটকীয় অভিনয়।

বীর্য্যের সাধনা যেখানে, শক্তির খেলা যে জীবনে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সাধক; ধর্ম্ম সেখানে মূর্ত্তিমান; ভণ্ডামী, কপটতা, আত্মপ্রতারণার জঞ্জালজাল তার জীবন-স্রোতের প্রতিরোধে অসমর্থ। অহিংসা তার প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দের বহিঃপ্রকাশ; ক্ষমা তার মহাশক্তির পরিচয়; উদারতা তার বিশ্ব-প্রেমের নিদর্শন।

হিন্দুর জীবনে আজ বীর্য্যের সাধনা পরিত্যক্ত; ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে। আজ তাই হিন্দুর মুখে ক্ষমার উপদেশ—অহিংসার ব্যাখ্যা, উদারতার বাণী অতিরিক্ত উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়। যতকাল হিন্দু বীর্য্যবান্ ছিল, বীর্য্যের সাধনায় নিরত ছিল,—ততকাল সে কার্য্য ও আচরণের মধ্য দিয়েই তার যাবতীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করেছিল; আজ হিন্দু বীর্য্যহীন—কর্ম্ম ও আচরণের মধ্যে বীর্য্যের পরিচয় দিতে অক্ষম; আজ তাই বাক্যের ছটায় মহত্ত্বের বিজয়-ধ্বজা উঠিয়ে—ক্লীবতা, অকর্ম্মণ্যতাকে ঢাকতে চায়।

সাবধান হিন্দু! সম্মুখে—জীবন-মরণ সমস্যা; **জীবন চাও? বীর্য্যের সাধনায় ব্রতী হও। ক্ষমা ও অহিংসার নামে ক্লীবতায় ডুবো না;** উদারতার নামে আত্মমর্য্যাদা বলি দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতায় মজো না; বিশ্বপ্রেমের ছেঁদো বুলি দিয়ে হৃদয়ের নীচতা ও সঙ্কীর্ণতার দূষিত ক্ষতকে ফুল-চাপা দিতে যেয়ো না। চালাকির দ্বারা কোন জাত কোন দিন বড় হয় নি—হতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিপূজার রহস্য কি ?

একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—অতি তুচ্ছ ; কিন্তু তাই বলে তুচ্ছ ভেবো না। ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মধ্যে বিশ্বদাহের ক্ষমতা বিদ্যমান। ধৈর্য্যসহকারে উপযুক্ত ইন্ধনযোগে ধীরে ধীরে জ্বালিয়ে তোলো; তুচ্ছ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বিশ্বদাহী শক্তি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাবে।

মানবাত্মা—পরমাত্মারই বিভূতি—অনন্ত শক্তির আধার। ধৈর্য্যের সহিত আত্মশক্তির সাধনা কর ;—মহাশক্তির বিকাশ প্রকাশ তোমার জীবনে অবশ্যম্ভাবী। এই আত্মশক্তির বিকাশের সাধনাই—শক্তি-সাধনা ;—এই রহস্য আজ হিন্দু ভুলেছে ; তাই তার কালীপূজা, দুর্গাপূজা, শিবপূজা, কৃষ্ণপূজা—শুধুই কাঠ-খড়-মাটি-পাথরের ঢিপি পূজায় পর্য্যবসিত হয়েছে ; বীর্য্যঘন মূর্ত্তি দেবতার পূজা করেও তাই হিন্দুর জীবনে কোন-শক্তির পরিচয় দৃষ্ট হয় না,—দিনের পর দিন—হীনতা, দীনতা, কাপুরুষতার মোহ হিন্দুর আত্মশক্তিকে অচল পঙ্গু করে ফেলেছে।

হিন্দুর জীবনে এই আত্মবিশ্বাস ও শক্তির সাধনা ফিরিয়ে আনতে হবে। নইলে শুধু ধারকরা "ism" ইজমের আস্ফালন—ব্যর্থতার প্রহসন রচনা করছে, করবেও—ব্যক্তির জীবনে তথা জাতির জীবনে।

হিন্দুজাতির শক্তিপূজা—গণেশজননীর পূজা। গণেশের স্বরূপ কি ? সমগ্র জনগণকে সম্মিলিত করলেই পাই—গণেশের বিরাট দেহ। গণেশের আবির্ভাব, পূজা, প্রসন্নতা হলে তবে তো মহাশক্তি মহামায়ার প্রকাশ ? তাই তো প্রথমে—গণেশ পূজা, পশ্চাৎ গণেশ-জননী মহাশক্তির আরাধনা।

হিন্দুজাতি এ রহস্য এখন ভুলেছে। হিন্দুজনগণ আজ নানাভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ; তাই হিন্দুজাতির মধ্যে গণদেবতার আবির্ভাব ঘটছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। গণদেবতার আবির্ভাব ও প্রসন্নতার অভাবে গণেশ-জননী মহামায়ার বোধন, আবাহন, আরাধনা—নিরর্থক ও নিষ্ফল।

হিন্দুর জাতীয় জীবনে মহাশক্তির বিকাশ প্রকাশের জন্য প্রথমে চাই হিন্দু জনসাধারণের মিলন ও ঐক্য। হিন্দুগণ দেবতার আরাধনায় মিলন ও সংহতির প্রতিমা গঠিত হলে তাতে আবির্ভূতা হবেন—দুর্গতিহারিণী, অসুরদলনী, দৈত্য-দর্পনিসূদনী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী মহামায়া শ্রীশ্রীদুর্গা।

যুগ-ধর্ম্ম—"কর্ম্মযোগ"

ভারত ডুবেছে—তামসিকতায়, জাড্য জড়তায়; কর্ম্মের উদ্দাম প্রবাহে এই তামসিকতার উচ্ছেদ চাই; কর্ত্তব্য পালনের উদগ্র প্রয়াসে এই জাড্য জড়তার বিনাশ আশু প্রয়োজন; দায়িত্বের চাপে এবং আদর্শের সাধনায় চাই—অলসতা, বিলাসিতা, শিশ্নোদর-পরায়ণতার একান্ত বিলোপ।

লক্ষ্যহীন যে কর্ম্ম—তা' অকর্ম্ম; আদর্শের সাধনায় যা' অনুষ্ঠিত নয়—তা বিকর্ম্ম; আর উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তাড়নায় যে কর্ম্ম—তা' কুকর্ম্ম। আদর্শের পথে, লক্ষ্যের পানে, একাগ্র অভিযানের প্রয়াসে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই প্রকৃত কর্ম্ম নামের যোগ্য—যা' এই তামসিকতার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ। সদ্‌গুরু বা ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যই সে কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

দৈনন্দিন কর্ম্মময় জীবন থেকে ধর্ম্মকে পৃথক করে ভাবা, দেখা ও করাই ধর্ম্মের গ্লানি। ঐহিক জীবনকেই একমাত্র সত্য বলে ধরা নাস্তিকতা তো বটেই; ঐহিক জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনকে পৃথক করে ভাবা বা দেখা—ততোধিক নাস্তিকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দু—ডুবেছে—এই শেষোক্ত নাস্তিকতায় ; হিন্দু আত্মবিস্মৃত, আদর্শ-ভ্রষ্ট ; ধর্ম্ম ও ভগবানকে সে জীবনের এক নিভৃতকোণে সযত্নে রেখে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে সে লক্ষ্য-শূন্য ও আদর্শচ্যুত হয়ে ভেসে চলেছে।

সমগ্র জীবনকে—জীবনের প্রতিটী স্পন্দনকে—প্রতিটী পদবিক্ষেপ, প্রতিটী শ্বাস-প্রশ্বাস, তুচ্ছাতিতুচ্ছ চিন্তা-চেষ্টা ও বাক্যকে ভগবদ্ভাবে ভাবান্বিত, রূপান্তরিত করার প্রয়াসই—প্রকৃত ধর্ম্মের সাধনা। উপায়—ব্রহ্মজ্ঞ **আচার্য্যকে** জীবন-রথের সারথি কর ; ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর আদেশ ইঙ্গিতে চলিতে অভ্যস্ত হও ; সহজেই তোমার যাবতীয় চিন্তা-চেষ্টা-বাক্য দিব্যভাবে ভাবিত রূপায়িত হবে।

তাই গীতার আরম্ভ—অর্জ্জুনের **আত্মসমর্পণে—গুরু শ্রীকৃষ্ণের পায়ে।**

বীর্য্যবত্তাই—ধর্ম্ম

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। দুর্ব্বল যে তাহার আত্মমহিমার উপলব্ধি নাই। আত্মশক্তির উপলব্ধি যার নাই, সে অকর্ম্মণ্য অপদার্থ। চাই—সবলতা—শরীরে, হৃদয়ে, মনে, বুদ্ধিতে ; চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে, ত্যাগে, ভোগে, সংযমে, স্বাধীনতায়—সর্ব্বত্র সবলতা ; আচারে, নীতিতে, পদ্ধতিতে সবলতা,—বিচারে, বিবেচনায়, বিশ্বাসে—সবলতা ; প্রেমে, সেবায়, সমবেদনায়—সবলতা ; জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভক্তিতে—সবলতা ; সম্পদে সাধনায়, তপস্যায়—সবলতা ; শক্তিই কাম্য ও সাধ্য—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বক্ষেত্রে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিক্ষুকের কবে বল সুখ? হিন্দু! সবল হয়ে—সুদৃঢ়—সমুন্নত হয়ে নিজের পায়ের উপর—সোজা হয়ে দাঁড়াও! সিংহের সহিত সিংহের মিত্রতা, বাঘের সহিত মেষের সম্ভব নয়। আঘাতের দ্বিগুণ প্রতিঘাত দেওয়ার সামর্থ্য সংগ্রহ কর। তোষামোদে, চুক্তিতে সখ্য স্থাপন অসম্ভব। সখ্য ও সহযোগিতা আসে—পৌরুষ ও গুণের সমতায়।

দুর্ব্বলের মহদ্বাণীও উপেক্ষিত, সবলের প্রলাপও অর্থযুক্ত। দরিদ্রের অঙ্গের সুবর্ণের অলঙ্কারও পিত্তল বোধে ধিক্কৃত; ধনীর কাচখণ্ডও হীরক বোধে প্রশংসিত।

হিন্দু সবল, শক্তিমান, দুর্দ্দমনীয় হও! আত্মবিশ্বাসে অবিচলিত, আত্মশক্তিতে অপরাজেয় হও;—তোমার অমৃতের বাণী লাভের জন্য বিশ্ব-মানব নত মস্তকে তোমার পদতলে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে।

হিন্দু! ক্লীবতা পরিহারকর! জাড্য-জড়তা-নিশ্চেষ্টতার শিরে পদাঘাত করে দৃপ্তমস্তকে দণ্ডায়মান হও! বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার মোহকে চূর্ণবিচূর্ণ করে জীবন-যুদ্ধে আত্মমর্য্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হও! কিসেরই বা সুখ? ক' দিনের প্রাণ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষমার স্বরূপ

ক্ষমা শক্তিমানের অঙ্গের ভূষণ ; শাসনের দণ্ড যার হাতে, অহিংসা-নীতি তার মহত্ত্বের পরিচয় ; প্রতীকার প্রতিবিধানের সামর্থ্য যেখানে, সন্ধি বা শান্তির কথা শোভনীয় সেখানে।

দুর্ব্বলের ক্ষমা—চালাকী, ভণ্ডামী! কাপুরুষের অহিংসা—ধর্ম্মধ্বজিত্ব! ক্লীবের মুখে সন্ধি বা শান্তির কথা—প্রলাপ! আত্মরক্ষায় যার শক্তি-সামর্থ্য যথেষ্ট, দয়া—তারই ধর্ম্ম-সাধনা।

মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচার—পাপ ; কিন্তু দুর্ব্বলতা, ক্লীবতা, কাপুরুষতা—মহাপাপ! অত্যাচারী—পাপী ; কিন্তু অত্যাচারের প্রতিবাদে বা প্রতীকারের চেষ্টা নাই যার, সে মহাপাপী ; হিন্দু জাতি আজ ডুবেছে—এই মহাপাপে!

সাধনা—জীবনের জন্য, মৃত্যুর জন্য নয় ; কিন্তু হিন্দু জাতির বর্ত্তমান সাধনা মরণের। প্রতিকূল অবস্থা-চক্রের সঙ্গে সংগ্রামই জীবনের চিহ্ন ; বাঁচতে হ'লে আঘাত সইতে হবে ; কিন্তু প্রতিঘাত প্রতিদানের ক্ষমতা না থাক্‌লে মর্‌বে। হিন্দু জাতির এই জীবন-ধর্ম্ম নির্ব্বাণ-প্রায় ; হিন্দু আজ আঘাতের প্রতিঘাত দেয় না। তাই মৃত্যু তার কেশাকর্ষণ করছে।

হিন্দু! জীবন চাও? আঘাতের শত গুণ প্রতিঘাত প্রদানের সামর্থ্য নিয়ে প্রস্তুত হও ; নইলে অব্যাহত—তোমার এ মৃত্যুর অভিযান! সাবধান!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মশক্তিই ভগবৎশক্তি

ঐহিক অভ্যুদয়, তথা আধ্যাত্মিক শক্তির মূল—আত্মশক্তির বিকাশ-প্রকাশ। মানবাত্মা স্বরূপতঃ পূর্ণ,—অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দের খনি ;—এই আত্মস্বরূপের বিকাশ-প্রকাশের জন্য চাই পৌরুষদৃপ্ত উগ্র সাধনা। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য-নিয়ন্তা।

একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ—দৈব ও পুরুষকার। আজিকার পৌরুষ আগামীকাল দৈবরূপে জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। ভগবান কর্ম্মফল দানে,—সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্—কর্ম্মের কর্ত্তা নন্। মানুষই শুভাশুভ কর্ম্ম করে; ভগবান নিক্তিতে ওজন করে ফল বিধান করেন। ফলাফলের চিন্তা তোমার নয়, ভগবানের ;—তোমার অধিকার কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবিরাম পৌরুষ প্রকাশ।

যেটুকু সামর্থ্য ও সম্বল জন্মগত অধিকাররূপে পেয়েছ, তাকে ব্যর্থ হতে দিয়ো না। তাই নিয়ে অবিশ্রান্ত পৌরুষ প্রকাশ কর ; নিশ্চেষ্ট, নিরাশ হয়ো না। এই পৌরুষ প্রকাশের উপরই তোমার ঐহিক উন্নতি ও অধ্যাত্মিক মুক্তি নির্ভর করে। অন্য পথ নেই মনে রেখো—

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি ॥

আত্মশক্তির প্রয়োগে উদ্যমহীনতা নিশ্চেষ্টতা—কাপুরুষতার চরম অভিনয়। আত্মশক্তির অবিরত অনুশীলনের দ্বারাই অন্তরের অনন্ত শক্তির উৎস খুলে যায়। উদগ্র পৌরুষ নিয়ে দ্বারে অবিশ্রাম আঘাত কর ;—শক্তির বিকাশ-প্রকাশ এইরূপেই ঘটে। শ্রীভগবানের বাণী স্মরণ কর—উদ্ধরেৎ 'আত্মনা আত্মানং নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ।"—আত্মসামর্থ্যের—অবমান করো না। "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ" কর্ম্ম কর—অবিরাম, অবিশ্রাম কর্ম্ম কর; কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা যে কোন কর্ম্ম-প্রচেষ্টাই শ্রেষ্ঠ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাই—অদম্য পৌরুষ—চিন্তায়, বাক্যে, কার্য্যে; চাই—অবিরাম সংগ্রাম; **জীবনের ধর্ম্ম—সংগ্রামশীলতা। জীবনের চিহ্ন—পৌরুষ প্রকাশ।** অলসতা, জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, দীর্ঘ-সূত্রতা—মৃত্যুর অব্যর্থ লক্ষণ,—জীবনের নয়। জীবনের লক্ষণ গতি, উন্নতি, অভ্যুদয়, ঋদ্ধি, সিদ্ধি,—শক্তির বিকাশ-প্রকাশ। জীবন চাও? পৌরুষ প্রকাশ কর; শক্তির খেলায় মাতো। জীবণ-মরণকে তুচ্ছ কর।

আধ্যাত্মিকতার নামে কুড়েমির আশ্রয় গ্রহণ করো না। শক্তির প্রকাশ—চেষ্টায়, সাধনায়—যে কোন ক্ষেত্রে—শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক; সাত্ত্বিকতা ও কুড়েমি—এক কথা নয়; কিন্তু দেখতে অনেকটা একই প্রকার।

সাত্ত্বিকতা যেখানে, কর্ম্মের অফুরন্ত প্রেরণা সেখানে! অহঙ্কারের উচ্ছ্বাস সেখানে থাকে না বটে; কিন্তু আত্ম-সমর্পণ-সিদ্ধ সাধকের অনন্ত কর্ম্ম-শক্তি সেখানে অপ্রতিহত, অক্ষুণ্ণ।

হিন্দুর ব্যক্তিগত তথা জাতীয় জীবনে আজ পৌরুষের একান্ত অভাব; পক্ষান্তরে তথায় জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, কাপুরুষতার জঘন্য অভিনয়। সাত্ত্বিকতার আবরণে তামসিকতার লীলাখেলা সর্ব্বত্র। আধ্যাত্মিকতার ধাপ্পাবাজি দিয়ে কর্ত্তব্য ও দায়িত্বকে উপেক্ষা করতে আজ সে বড় নিপুণ। আজ তাই হিন্দু জাতির দুয়ারে মৃত্যুর হানা। সাবধান হিন্দু! হুঁসিয়ার!

—·—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তপস্যায় শক্তিলাভ

শক্তিলাভ হয় তপস্যায়; শারীরিক ও মানসিক নিয়ম, শৃঙ্খলা, ক্লেশ ও কঠোরতাকে বরণ ও আচরণই তপস্যা; দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশ ঘটে—এই তপশ্চরণে!

বিলাসিতা-ব্যসনই ধ্বংসের দ্বার; আরাম ও আমোদের আকাঙ্ক্ষা, সুখ-সম্ভোগের লিপ্সাই—মৃত্যু-দূত—ব্যক্তির ও জাতির।

হিন্দুজাতির জীবনে শত অভাব, শত ত্রুটি, শত সমস্যা; সমাধানের জন্য প্রয়োজন—শক্তির, সুতরাং তপস্যার; সে তপস্যা হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনে বর্ত্তমানে কোথায়? কতটুকু?

বিলাসের নেশা, আরামের পিপাসা হৃদয়ে তুষানলের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত রেখে মুখে শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালন;—একটা নির্ব্বুদ্ধিতার প্রহসন; এখনও হিন্দুর জীবনে এই প্রহসনের নির্ল্লজ্জ অভিনয়!

স্ব-ধর্ম্ম ও স্ব-সমাজ রক্ষার ব্রতে দীক্ষা গ্রহণের সহিত ব্রত গ্রহণ কর—হিন্দুজাতি যতদিন শক্তিশালী, আত্মরক্ষণক্ষম ও বিপদ-নির্ম্মুক্ত না হবে, ততদিন প্রত্যেক হিন্দু—যুদ্ধক্ষেত্র-বিহারী সংগ্রামরত সৈনিক;—সুখের স্বপ্ন নেই, বিলাসর কল্পনা নেই, বিশ্রামের আশা ও অবকাশ নেই!

শরীর রক্ষার্থ সামান্য আহার ও পরিচ্ছদই যথেষ্ট; ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর যাবতীয় বিষয়ই বিষবৎ পরিত্যজ্য; হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সেবায় আত্মোৎসর্গই কাম্য ও করণীয়, সাধ্য ও সাধনা;—এরূপ জীবনই মহাশক্তির লীলার যন্ত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবন মরণকে উপেক্ষা করে শক্তির সাধনায় তপশ্চরণ চাই। **অর্জ্জুন, প্রতাপ, শিবাজী, গুরু-গোবিন্দের** তপস্যার অগ্নি হিন্দুজাতির হৃদয়ে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত করে তোলো; তবেই জাতির উন্নতি-অভ্যুদয়, ঋদ্ধি-সিদ্ধি।

যুগাচার্য্যের জীবনে যুগের সমাধান

যুগের সমস্যার সমাধান আসে—একজন বা ততোধিক যুগ-মানবের মধ্য দিয়ে। আপাত-দৃষ্টিতে গুরুতর মনে না হলেও মানব ক্রমে ক্রমে অপরিহার্য্য বোধে তা' স্বীকার করতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় জাতীয় জীবন গঠনের সমস্যার সমাধান পাই— **আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর** দিব্য জীবনের মাঝে।

ভারতে জাতিগঠনের মূলে চাই—**সঙ্ঘশক্তি-সংগঠন**। সঙ্ঘশক্তি সম্ভব—**সমন্বয় ও মিলনের** মধ্যদিয়া। **সমন্বয় ও মিলন** আনয়ন সম্ভব —**ধর্ম্মের ভিত্তিতে**। সুতরাং স্মরণ রাখা আবশ্যক—**ভারতীয় জাতীয়তা, সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির ভিত্তি—ধর্ম্ম।**

ধর্ম্মের উদার আদর্শ—ত্যাগ, সংযম, সত্য, সেবার ভিত্তিতে সকল মতবাদের সমন্বয় সম্ভব। মতবাদ, সাধন-পথ, আচরণের পার্থক্য— সমন্বয় ও মিলনের পথে যথার্থ বাধা নয়; আদর্শের ঐক্য, অন্যান্য সকল ভেদকে ভুলিয়ে দেয়। ধর্ম্মের নামে কপটতা ও আত্মপ্রতারণা যেখানে, ভেদ, বিবাদ, অনৈক্য সেখানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাষ্ট্রক্ষেত্রে— শুধু স্বার্থ ও অধিকারের কথা, গ্রহণের দাবী ; দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা নেই, দেওয়ার প্রশ্ন নেই। সুতরাং যেখানে অন্তহীন হানাহানি, কাড়াকাড়ি ; সমন্বয়, মিলন, ঐক্য, সঙ্ঘবদ্ধতা সম্ভব নয় সেখানে।

জাতীয় সাধনার সকল ক্ষেত্রে চাই—শক্তি ;—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে। ব্যষ্টি-জীবনে শক্তির উৎস—ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা। সমষ্টি জীবনে শক্তির উৎস—মিলন, সহযোগিতা ও সঙ্ঘবদ্ধতা ;—সঙ্ঘনেতার এই অভ্রান্ত নির্দ্দেশ লক্ষ্যপথে রেখে জাতীয়তার সাধনার অগ্রসর হও ;—সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

জাতি-গঠন—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন

ভারতে জাতিগঠন—ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন। শত সহস্র বর্ষব্যাপী ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাস—এ সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষী। রাজনীতি বা বাণিজ্য-নীতির ভিত্তিতে জড় বিজ্ঞানের শক্তিতে ভারতে জাতি-গঠন কদাচ হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কখনও হইবে না ; সেরূপ জাতীয়তা ভারতে সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

জগতের ধর্ম্ম-গ্লানির চরম অবস্থায় এক একজন অলৌকিক তপঃশক্তি-সম্পন্ন অবতার বা আচার্য্য আবির্ভূত হয়ে ভারতে ধর্ম্মসম্রাটরূপে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য সংগঠন করে গিয়েছেন। **শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধদেব, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জীবন**-লীলা ধ্যান করিলে আমরা এ সত্যের সন্ধান পাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতের জাতিগঠন পর্ব্বে প্রথমেই চাই—সেই সনাতন যুগ পুরুষের আবির্ভাব। তিনি যুগে যুগে আসিবার জন্য প্রতিশ্রুত, তিনি পুনঃ পুনঃ আসিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ আসিবেনও—নিঃসন্দেহ।

ভারত ভারতি! আত্মস্থ হও! বিজাতীয় জাতীয়তার (Nationalism) মোহজাল বিদীর্ণ করে তোমার সনাতন জাতীয়তার—ধর্ম্মরাজ্য-গঠনের স্বরূপ ধ্যান কর। এই ধর্ম্মরাজ্য গঠনের ধ্যানেই তোমার বিক্ষিপ্ত প্রাণমনের সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ও একাগ্র করে এক মহাসঙ্কল্পরূপে ফুটাইয়া তুলিবে; সে মহাসংকল্প যুগাচার্য্যের বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে তোমার সাধনাকে সিদ্ধির বিজয়-গৌরবে মহীয়ান করিয়া তুলিবে।

ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাসঙ্কল্প—লইয়া সঙ্ঘনেতা আচার্য্যের, আবির্ভাব। সমগ্র ভারতের জন-সমষ্টিকে এক আদর্শে, এক উদ্দেশ্যে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক মহাজাতির জন্মদানের জন্য অলৌকিক তপঃশক্তির বীজমন্ত্রে সঙ্ঘের সৃষ্টি! এই সঙ্কল্প, এই আকাঙ্ক্ষা, ভারত-ভারতীর প্রাণে প্রাণে জাগ্রত ও উদগ্র করিয়া তুলিবার জন্য সঙ্ঘ-সন্ন্যাসীগণের দেশে দেশে জনপদে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে ধর্ম্মপ্রচারাভিযান। ভারত ভারতি! যদি ভারতের জাতিগঠনের উল্লিখিত স্বরূপ আকাঙ্ক্ষিত হয়, তবে এস তোমাদের হৃদয়ের সমগ্র বৃত্তিকে একাগ্র করিয়া মহাসঙ্ঘের ছত্রছায়াতলে সম্মিলিত হইয়া আবেগোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল—

ওঁ সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

ওঁ ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।

ওঁ আচার্য্যং শরণং গচ্ছামি।

— —

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতি গঠনে চাই—শক্তি-সঞ্চার

জীবনীশক্তি যে শরীরে প্রবল, ব্যাধির বীজ সেখানে শক্তিহীন; শক্তির বিকাশ প্রকাশ,—অবিরাম কর্ম্মের প্রবাহ—যে জীবনে, কুৎসিৎ ভাবের আবর্জ্জনা স্থান পায় না সেখানে। জীবন্ত প্রবাহমান জাতির জীবন-নদীতে সমস্যার শৈবাল দল জমতে পারে না; কর্ম্মের অফুরন্ত উদ্দীপনা যেখানে, সে সমাজে স্বার্থ-সংকীর্ণ কুসংস্কারের জঞ্জাল-জাল দানা বাঁধাতে পার না।

সমস্যারাশি নিয়ে তর্কাতর্কিতে সমাধানের সম্ভাবনা নেই; তাতে সমাজ-শরীর আরো খণ্ড বিখণ্ড, অধিকতর বিষাক্ত হয়ে উঠবে। **সমাজ-শরীরে দুর্দ্দমনীয় জীবনী শক্তির সঞ্চার চাই, চাই—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে কর্ম্মের অনন্ত প্রেরণা ও অবিরাম প্রবাহ;** —এইখানেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান।

শক্তির উৎস—সঙ্ঘবদ্ধতায়; "সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিকে এক লক্ষ্যে এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত করে বিরাট শক্তি-প্রবাহের সৃষ্টি চাই; সে শক্তি-প্রবাহের প্রবল গতিবেগ অসংখ্য সমস্যার পর্ব্বতকে উৎক্ষিপ্ত করে ছুটবে।

হিন্দুসমাজের সমস্যা অসংখ্য ও জটীল; সমাধানের এক মাত্র উপায়—হিন্দু-সঙ্ঘশক্তি-সংগঠন; সঙ্ঘশক্তির প্রভাবে—হিন্দুর মৃত সমাজ-শরীরে প্রাণ-প্রবাহের অবির্ভাবে সমস্যার জঞ্জাল উড়ে যাবে—অতর্কিতে, অনায়াসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাতি গঠনে চাই—শক্তির অনুশীলন ও নিয়ন্ত্রণ

জগতে শক্তির তিনটি ক্রিয়া সৃষ্টির অনুকূল—পোষণ, রক্ষণ, প্রসারণ—ব্যক্তির তথা জাতির জীবনে। জাতির উন্নতি অভ্যুদয়ের জন্য সমাজে চাই—**আত্মপোষণী শক্তি, আত্মরক্ষণী শক্তি ও আত্মপ্রসারণী শক্তি।** শক্তির এই তিন প্রকার ক্রিয়া যে জাতি ও সমাজে নাই—তা' মৃত বা ম্রিয়মাণ।

আত্মরক্ষণের জন্য চাই—মিলন ও সহযোগিতা; আত্মরক্ষণের জন্য চাই—তীব্র সঙ্কল্প ও ঐক্য। আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষণের সামর্থ্য আসিলে আত্মপ্রসারণের শক্তি ও প্রবৃত্তি স্বতঃই জাগ্রত হবে।

হিন্দুসমাজ ম্রিয়মাণ। হিন্দুসমাজ শক্তিহীন! সেখানে পোষণ, রক্ষণ, প্রসারণ কোনো ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দুসমাজের জনশক্তি বিশ্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত! এই শক্তিকে কেন্দ্রে কেন্দ্রে সংহত করা চাই! শক্তি-সংহতি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চাই—সেই শক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা! শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হলে চাই—আত্মরক্ষায় উহার প্রয়োগ।

আঘাত আক্রমণকে প্রতিহত করে আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টায় আত্মচেতনায় উদ্বোধন করতে হবে। স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষার ব্রতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ গণ-চেতনায় দিগ্বিজয়ের প্রেরণা দিতে হবে। এই গণ-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে চাই—সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপদ্ধতি। সনাতন লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপথে অটুট পদক্ষেপে চলাই—জাতি গঠনের যথার্থ সাধনা।

নবজাগ্রত শক্তির উদ্দামতাকে সংযত করে আত্মপোষণে নিয়োগ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন। অন্যথা শক্তির অপচয় ও অপব্যবহারে সমাজ হবে—দুর্ব্বল! আক্রমণে শক্তির অপচয়; চাই—আত্মরক্ষণে শক্তির প্রয়োগ; শক্তির অতিপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ রাজসিকতা; পরিণাম দুর্ব্বলতা ও বিনাশ! শক্তির সংযম ও যথা-প্রয়োগই—সাত্ত্বিকতা; পরিণাম—শক্তির বৃদ্ধি, উন্নতি, অভ্যুদয়, ঋদ্ধি, সিদ্ধি!

জাতিগঠনের সাধনা—হিন্দু-সঙ্ঘ-শক্তি-গঠন

তাড়িত-শক্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; কিন্তু তা কার্য্যকরী হয় তখন, যখন বৈদ্যুতিক আধারে কেন্দ্রীভূতা হয়। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি বিশ্ব-জগতে নিত্য নিয়ত ক্রিয়াশীলা। অকল্যাণকর জগতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধনপূর্ব্বক অভিপ্সিত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য—এই বিশ্ব-ব্যাপিনী মহা-শক্তিকে কেন্দ্রীভূতা করা আবশ্যক। কিন্তু এই মহাশক্তিকে ধারণ ও প্রতিফলনের জন্য চাই—বিরাট ও সুদৃঢ় যন্ত্র। কোথায় সেই মহাশক্তির উপযুক্ত আধার?

অসুরগণের অত্যাচার হ'তে জগৎকে পরিত্রাণের জন্য পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ দেবগণ একটা বিরাট আধারে পরিণত হয়েছিলেন, তখনই আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন—সে মহাযন্ত্রে মহিষ-মর্দ্দিনী, শুম্ভনিশুম্ভ-ঘাতিনী মহাশক্তি। শ্রীরামচন্দ্র নর-বানর-হনুমান-ভল্লুক প্রভৃতিকে মৈত্রী-সূত্রে গ্রথিত করে এক মহান্ সঙ্ঘ-যন্ত্র রচনা করেছিলেন;—তখনও এই মহাশক্তির আবির্ভাব ও লীলা লক্ষ্য করি—রাবণাদি রক্ষঃ কুলের সমূল উচ্ছেদে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অধঃপতন নিবারণ এবং হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি ও হিন্দুসমাজের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য আজ চাই—যুগান্ত-কারিণী মহাশক্তির আবির্ভাব। কিন্তু সেই মহাশক্তির আকর্ষণ, ধারণ ও প্রতিফলনের জন্য উপযুক্ত মহাসঙ্ঘ-যন্ত্র কোথায়? কিরূপে সে মহাযন্ত্র নির্ম্মিত হ'তে পারে? পঞ্চবিংশতি কোটি নরনারী-সমন্বিত বিরাট হিন্দু-জন-মণ্ডলী সম্মিলিত সঙ্ঘবদ্ধ একাগ্র হ'লেই—মহাযন্ত্র প্রস্তুত হ'বে। তখন সেই আধারে আবির্ভূতা হবেন—অভীষ্টা মহাশক্তি (cosmicpower).

সুতরাং হিন্দু-জাতির জীবনে আজ প্রয়োজন—মহাশক্তির সাধনা। সে সাধনার পদ্ধতি হচ্ছে—**এই বিশাল হিন্দু-জনগণকে সম্মিলিত ক'রে এক অখণ্ড হিন্দু সংহতি গঠন। ইহাই যথার্থ জাতিগঠন।** হিন্দুধর্ম্মই হিন্দু-জাতীয়তার ভিত্তি—কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে।

জাতির মৃত্যু নৈতিক অধঃপতনে

জাতি মরে তখন—যখন তার নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। নৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় থাকা পর্য্যন্ত শত প্রতিকূল অবস্থাচক্র, সহস্র সংগ্রাম ও বিপ্লবকে প্রতিহত করেও জাতি অটুট থাকে।

হিন্দুর অধঃপতন ও লাঞ্ছনা কেন? কারণ তার নৈতিক মেরুদণ্ড চুর্ণিত, সুউচ্চ ব্যক্তিগত ও জাতীয় নৈতিক আদর্শ আজ উপেক্ষিত ও বিলুপ্ত;— তাই—হিন্দু আত্মমর্য্যাদা-বোধহীন; ভীরু, কাপুরুষ, ক্লীব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুর জাতীয় ও সমাজ জীবনের ভিত্তি—রাষ্ট্র ও অর্থ নয়,—ধর্ম্মনীতি। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ভিত্তিতে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতি —তাই অসম্ভব ; সে প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম ; শুধু তাই নয়—ক্রমবর্দ্ধমান ভেদ-বিবাদ দুর্দ্দশার জনক।

জাতির পুনরুত্থানের জন্য চাই,—শক্তির সাধনা। শক্তির সাধনার মূল কথা—নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। হিন্দুর চিরন্তন জাতীয় আদর্শ—ব্রহ্মচর্য্য, সংযম, চরিত্রবত্তা, পাতিব্রত্য—আজ হিন্দু নরনারীর পুনরায় ধ্যান জ্ঞান, সাধনার সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য ও কাম্যজ্ঞানে গ্রহণের উপরই হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রম, পরাক্রমের উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশ, নির্ভর করছে। হিন্দু! অবহিত হও।

— —

সঙ্ঘশক্তি গঠনে হিন্দুজাতির পুনরুজ্জীবন

মৃত্যু—মানুষের নয়, দেহের ; জন্ম—দেহান্তর-প্রাপ্তি—জরাবার্দ্ধক্যে গলিত, অকর্ম্মণ্য দেহকে জীর্ণ নির্ম্মোকের মত পরিত্যাগপূর্ব্বক নব কলেবর ধারণ।

ব্যক্তির জীবনে যেমন, জাতির জীবনেও তেমনি। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্ত্তনে ব্যক্তি-শরীরের ন্যায় বিরাট জাতীয় শরীরেও আসে—জরাজীর্ণ স্থবিরতা। সেই অকর্ম্মণ্য যন্ত্রের মধ্যে দিয়া জাতীয় শক্তির বিকাশ প্রকাশ সম্ভব হয় না। এজন্য চাই—ব্যাক্তির ন্যায় জাতিরও দেহান্তর—নব কলেবর ধারণ। ইহাই জাতির জীবেনে জন্মাষ্টমী—জাতির নবজন্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুপ্রাচীন হিন্দুজাতির শরীরে জর-জীর্ণতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হিন্দুজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল- অবশ, পরস্পর বিযুক্ত, সহানুভূতিহীন। এই অসমর্থ শরীর হিন্দুজাতির বিরাট আত্মাকে ধারণ, তাঁর বিরাট শক্তির প্রতিফলনে অক্ষম। চাই—নবজন্ম, নব কলেবর-ধারণ!

প্রয়োজন—হিন্দুজাতির শরীরের পরিবর্ত্তন,—কিন্তু ভাব ও আদর্শের নয়—বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। হিন্দুধর্ম্ম শাশ্বত সনাতন; হিন্দুর ভাব আদর্শ—অভ্রান্ত, অপরিবর্ত্তনীয়; হিন্দুর সাধনা—সুনিশ্চিত। সেখানে পরিবর্ত্তনের কোনো প্রশ্ন নাই। বিজাতীয় ধর্ম্ম ও আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ ও ক্ষতবিক্ষত জাতি-দেহেরই পরিবর্ত্তন চাই।

নব কলেবর নির্ম্মাণের উপাদান কি? **সার্ব্বজনীন আদর্শের প্রেরণা ও প্রেমের আকর্ষণে আচণ্ডাল হিন্দু-জনসাধারণের মিলন ও ঐক্যই—উপাদান; আর হিন্দুর সার্ব্বজনীন মিলন-কেন্দ্র গঠন ও মিলনানুষ্ঠানই—সৃষ্টির উপায়।**

বিপ্লবের মধ্যেই জীবনের অঙ্কুর

বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য—সৃষ্টির নিয়তি, পরিণতি। তারপর পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি—নব বেশে, নবরূপে, নব ভূমিকায়। নটরাজ মহাকালের এই অনাদি অনন্ত নৃত্যছন্দের তালে লয়ে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের লীলা। মহাকালের এই অনাদি অনন্ত নৃত্য-ছন্দে লক্ষ্য রেখে নিত্যযুক্ত যে,—মর্ত্ত্য-লীলায়ও তার ভূমিকা অমর, অফুরন্ত!

নটরাজ তাণ্ডবোন্মত্ত! মেঘলোকে উৎক্ষিপ্ত জলজ্জটাজাল! প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডে রক্ত ভ্রূকুটি! কালবৈশাখীর প্রলয় ঝঞ্ঝায় ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস! পুরাতনের জীর্ণ নির্ম্মোক চূর্ণিত, নব-সৃষ্টি-সমারোহের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুজাতি নটরাজ মহাকালের পূজারী, সেবক,—সন্তান! নৃত্যের ছন্দ ও লয় হিন্দুর অপরিচিত নয়! আদিম কাল হ'তে হিন্দুর জাতীয় জীবন এই নটরাজের নৃত্য-তালে নিয়ন্ত্রিত! হিন্দুর প্রাণে সন্দেহ নেই, সংশয় নেই—লক্ষ্য স্থির!

বহু শতাব্দব্যাপী আত্মবিস্মৃতির জীর্ণ আবরণ খসে পড়ছে; জাতীয় বার্দ্ধক্যের, জাড্য জড়তার এবার অবসান। হিন্দুর বিরাট জীবন-জাহ্নবীতে যৌবন-জল তরঙ্গোচ্ছ্বাস আজ প্লাবনের বেগে প্রধাবিত! সে শক্তির বেগে পাশবিকতা, আসুরিকতা, গতানুগতিকতার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু! ঈশানের ভৈরব বিষাণের সুরে তোমার ধমনীতে শোণিত-বিন্দু নৃত্য করুক; ভীম ডমরু-নির্ঘোষে দুর্ব্বলতা, ভীরুতার মোহ চূর্ণিত হোক্! ত্রিশূলের ঝনৎকারে, পিনাকের টঙ্কারে, উদ্যত পরশুর লোহিত জ্বালায় তোমার প্রাণে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা আনুক—স্বধর্ম্ম, স্বজাতির নব অভ্যুদয়ের জয়যাত্রায়!

সংগ্রামই জীবন; বিশ্রামই মৃত্যু

সংগ্রামই জীবন; সংগ্রামহীন জীবন—মৃত্যুরই নামান্তর। জড়ে জীবে, প্রকৃতি পুরুষে অন্তহীন সংগ্রাম—জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত! এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই শক্তির প্রকাশ; শক্তির উন্মেষ, বিকাশ প্রকাশের সহিত আত্মচেতনার উদ্রেক। জীবন-সংগ্রাম, আত্ম-রক্ষার প্রচেষ্টা—জীবের, মানুষের স্বভাব, স্বধর্ম্ম। আত্ম-রক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার যেখানে অভাব, মানুষ সেখানে স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুজাতি আজ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট,—জীবন-সংগ্রামে উদাসীন, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট। দেহের মৃত্যুকে হিন্দু কোনো দিন গ্রাহ্য করেনি; আত্মশক্তি ও আত্মচেতনার বিকাশই তার লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্য হিন্দুর জীবন-নীতি ছিল—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" জীবন-সংগ্রামে যদি স্থূল দেহের মৃত্যুও হয়,—তা' কাম্য কল্যাণকর। আর জয়লাভ হলে তো এই জগতেই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জীবন্মুক্তি লাভ। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—হিন্দুধর্ম্মের বাণী। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামে দেহের মৃত্যু হলেও তাতে আত্মশক্তি ও আত্মচেতনার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে না;—সুতরাং তাতে নিশ্চিত শ্রেয়োলাভ; পক্ষান্তরে স্বধর্ম্মে অনাস্থা, জীবনসংগ্রামে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য—দৈহিক ধ্বংস, ঐহিক সর্ব্বনাশ আনে; তদপেক্ষাও গুরুতর ক্ষতি,—আত্মিক শক্তির জড়তা ও আত্মচেতনার উপর দৃঢ়তর মোহ সৃষ্টি করে।

হিন্দুকে আজ স্বধর্ম্মে—আত্মরক্ষার জন্য জীবন-সংগ্রামে—প্রবৃত্ত হ'তে হ'বে। সংগ্রাম-বিমুখতায় তার ঐহিক ও দৈহিক মৃত্যুর—ব্যক্তিগত ও জাতীয় সর্ব্বনাশের বিষাণ বেজে উঠেছে। আর এড়াবার উপায় নেই। সাহস অবলম্বন কর; বীরত্ব ও পৌরুষ প্রকাশ কর; বিক্রম সহকারে বিপদের সম্মুখীন হও। জীবন-যুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ কর। অন্য পথ নেই।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মরক্ষার চেষ্টাই—জীবন

একটা নদী মরে কখন? যখন তাতে প্রবাহ থাকে না। প্রবাহ যখন মন্দীভূত, সেই সুযোগে শৈবালদল ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠে নদী-গর্ভকে আচ্ছন্ন করে' মন্দীভূত স্রোতকে ক্রমে সম্পূর্ণ স্তব্ধ ক'রে দেয়; তখন সে নদী মজে' যায়,—শুষ্ক খাতে পরিণত হয়।

জাতি মরে কখন? জীবনে যখন শক্তির প্রবাহ থাকে না। শক্তির প্রবাহ স্তব্ধ হ'লে জাতির জীবনে সমস্যার উদ্ভব হ'তে থাকে। ক্রমে সমস্যার প্রাচুর্য্যে সমগ্র জাতির জীবন আচ্ছন্ন ও প্রাণহীন হ'য়ে দাঁড়ায়।

হিন্দুর জাতীয় জীবন-নদ আজ শুষ্কপ্রায়; শক্তিপ্রবাহ তথায় নিরুদ্ধ। অসংখ্য সমস্যার শৈবালদল সেথায় আত্মবিস্তার ক'রে চলেছে। উপায় কি?

নদীর সংস্কারের উপায়—শৈবালদল অপসারণে আত্মনিয়োগ করা নয়; পরন্তু কোনো বেগবতী স্রোতস্বিনীর সহিত যুক্ত ক'রে দিয়ে প্রবল জল-প্রবাহ আনয়ন।

হিন্দুর জাতীয় জীবনে অধঃপতন নিবারণের উপায় অসংখ্য সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় ডুবিয়া যাওয়া নয়; পরন্তু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শক্তির প্রবল প্রবাহ সঞ্চার।

হিন্দুর জীবনে শক্তি সঞ্চারের অভ্রান্ত ও একমাত্র উপায় তাহার হৃদয়ে আত্মরক্ষার—স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ রক্ষার অদম্য সঙ্কল্পের জাগরণ ও হিন্দু-সংহতি-সংগঠন। "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে।"

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের ধর্ম্ম-সাধনা

সঙ্ঘের ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—শক্তির সাধনা, দৈহিক মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অনুশীলন,—উন্মেষ, বিকাশ, প্রকাশ। যে ধর্ম্ম মানুষকে বীর্য্যদান করে না—শক্তির সর্ব্বোতোমুখী বিকাশ প্রকাশে সহায়তা করে না,—সঙ্ঘের মতে তা, অধর্ম্ম, অপধর্ম্ম। হিন্দুজাতি ও সমাজকে এই অপধর্ম্মের কবল থেকে উদ্ধার পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষা-দানই সঙ্ঘের ধর্ম্ম-প্রচার।

সঙ্ঘের সাধনা—বীর্য্যের সাধনা—ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে। **বীর্য্য-ধারণ—শক্তি-সাধনার শারীরিক-রূপ; সঙ্কল্পসাধনা—শক্তি-সাধনার মানসিকরূপ; ইন্দ্রিয়-সংযম ও রিপুদমন শক্তি-সাধনার নৈতিকরূপ; গুরু-শুশ্রূষা—শক্তি-সাধনার আধ্যাত্মিকরূপ।** হিন্দু জাতিকে এই সর্ব্বতোমুখিনী শক্তিসাধনায় পুনর্দীক্ষা দানের জন্য নবযুগের নেতা, গুরু, পথ-নির্দ্দেষ্টা ব্রহ্মচর্য্য-ঘন-মূর্ত্তি শক্তি-ঘন-বিগ্রহ **আচার্য্য স্বামী প্রণবানন্দজীর আবির্ভাব।**

সকল সাধনার মুল—শক্তির সাধনা। শক্তি-সাধনার অভাবে হিন্দুর ধার্ম্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, সাংস্কৃতিক—সকল সাধনাই আজ অর্থহীন ও নিষ্ফল। শক্তি-সাধনার অভাবে—ধর্ম্ম আজ ক্লীবতা ও নিশ্চেষ্টতার নামান্তর, সমাজে বংশ-কৌলিন্য ও কাঞ্চন-কৌলিন্যের আধিপত্য ও কদাচার কুসংস্কারের রাজত্ব; রাষ্ট্রক্ষেত্রে কুটীলতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্নীতি, দলাদলি, মারামারি প্রভৃতির তাণ্ডব-লীলা; সংস্কৃতির নামে অবাধ ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিকল্পনা ও আয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফলে হিন্দুজাতি আজ আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী—আত্মমর্যাদায় উদাসীন। ভীরু, দুর্ব্বল, ক্লীব আত্মরক্ষায় অক্ষম ও নিশ্চেষ্ট।

হিন্দুর সব আছে ; নাই বীর্য্যের সাধনা—ব্যষ্টি তথা সমষ্টি জীবনে। বীর্য্যসাধনার বাণী যে শোনাবে, শক্তি-সাধনার পথ যে দেখাবে, আজ সেই ব্যক্তিই হিন্দুর যথার্থ বন্ধু।

রস-সাধনায় প্রলোভিত করে, চারু কলার মোহে মজিয়ে, সাহিত্য ও কালচারের অজুহাতে, প্রগতির মায়ায় ও রাজনীতির ধাঁধায় আচ্ছন্ন করে যারা হিন্দুকে নমনীয়, কমনীয়, তৃণাদপি সুনীচ, রমণীসুলভ ভীরু, শিশু-সদৃশ আত্মরক্ষায় অক্ষম, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অলস, ইন্দ্রিয়বিলাসে অভ্যস্ত, আদর্শভ্রষ্ট করে তোলে, তারাই হিন্দুজাতি ও সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শত্রু ; বিদেশী বিধর্ম্মী ততখানি নয়।

———

শক্তির উৎস কি ?

সংযম ও সহিষ্ণুতার মধ্যে শক্তির যথার্থ পরিচয়। ভাঙা সহজ, গড়া কঠিন ; ভাঙার চেয়ে গড়ার মধ্যে শক্তি ও বীরত্বের পরিচয় বেশী। বিপ্লবের মধ্যে, উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে শক্তির খেলা আছে—সত্য ; কিন্তু সেই শক্তিকে সংযত ও সুশৃঙ্খল করিয়া আত্মকল্যাণে ও জগৎকল্যাণে নিয়োজিত করাই বীরত্ব। রণজয়ী যে, যথার্থ বীর সে নয় ; মনোজয়ী যে সেইই যথার্থ বীর। "জিতং জগৎ কেন ? মনোহি যেন।" সাময়িক কারণে উত্তেজনায় ও হুজুগের উন্মাদনায় একটা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করায় শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়—সত্য ; কিন্তু যথার্থ বীরত্ব উহার মধ্যে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাণা প্রতাপ সিংহ দিল্লীর সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে সমগ্র জীবন-ভোর সংগ্রাম করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন ; কিন্তু এই **শক্তির উৎস ছিল—তাঁহার আদর্শপরায়ণতা ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠা** যে পর্য্যন্ত মিবারকে স্বাধীন না করিতে পারিবেন ততদিন তৃণশয্যায় শয়ন, পর্ণপাত্রে ভোজন, পর্ণকুটিরে বাস করিবেন ; এই কঠোর ব্রত সমগ্র জীবন পালন করিয়াছিলেন ;—ইহাই প্রতাপের যথার্থ বীরত্ব।

হিন্দুজাতির জীবনে আজ প্রয়োজন—এই আদর্শ-পরায়ণতা, এই বীরত্ব। রাজনৈতিক হুজুগে সাময়িক বিপ্লব সৃষ্টি করা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসি বা দ্বীপান্তর বরণের উন্মাদনাতেও আত্মপ্রসাদ আছে, কিন্তু যথার্থ বীরত্ব ও শক্তিমত্তা তার মধ্যে বিশেষ নাই। হিন্দু যদি স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের আদর্শের সাধনায় যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য-ক্লেশকে সানন্দে বরণ করিয়া সমগ্র জীবন কাটাইতে পারে ; তবেই বুঝিব—হিন্দু যথার্থ বীরত্বের সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দু যথার্থ শক্তিমান।

হিন্দুর অধঃপতন কেন ? পুনরুত্থান কিসে ?

আত্মবিস্মৃতিই—মহামৃত্যু ; আত্মস্মৃতিই যথার্থ জীবন। উপনিষদের বাণী—"আত্মানং বৈ বিজানথ" নিজেকে জ্ঞাত হও ; "Know-thyself"—সক্রেটিসের বাণী।

মানুষ আত্মবিস্মৃত, আপনাকে জানে না, স্বীয় ভগবৎস্বরূপ স্বীয় অন্তরের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দের সন্ধান রাখে না ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই মানুষ ভীরু, দুর্ব্বল, দীনহীন, ক্লীব! আপনার শক্তিসম্বন্ধে অচেতন বলিয়াই, মানুষ দুঃখ, ক্লেশ, মৃত্যুর ভয়ে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব হ'তে কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

হিন্দুজাতি আজ এমনতর নির্জ্জীব, নিরুদ্যম, ভীত, ত্রস্ত, ক্লীব, কাপুরুষ কেন? কারণ হিন্দু আত্মবিস্মৃত। এই আত্মবিস্মৃতির আবরণে আবৃত হিন্দু স্বীয় পূর্ব্বের গরিমাময় ইতিহাস ভুলেছে; স্বীয় গোত্রপুরুষ দেবর্ষি-মহর্ষি-অবতার-আচার্য্য-মহাবীরগণের স্মৃতি মুছে ফেলেছে; স্বীয় আদর্শ-সাধনা-সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়ে হিন্দু আজ বিজাতীয় ও বিদেশীয় আদর্শে প্রলুব্ধ ও উন্মত্ত। হিন্দুজাতির অধঃপতন ও মৃত্যুর রহস্য এখানে।

হিন্দু জাতির পুনরুত্থানের ইঙ্গিত ও উপায়ও এখানে। আত্মস্মৃতি ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই হিন্দুজাতির নবজীবন সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী; স্বীয় আদর্শ ও সাধনার পথে পুনঃ প্রবর্ত্তিত ও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতির অসাড় অবরুদ্ধ স্নায়ুমণ্ডলীতে বীর্য্য-প্রবাহ ছুটিবে; হিন্দুজাতি অতীত কীর্ত্তি-গরিমায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে স্বধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ব্রত উদযাপনে দুর্ব্বার দুর্জ্জয় হয়ে দাঁড়াবে।

আত্মসম্বিৎ-হারা বিরাট ভারতীয় হিন্দুজন-সমষ্টির আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মমর্য্যাদা-রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং স্বধর্ম্ম ও স্বাজাত্যের গৌরব-গর্ব্ব জাগাইয়া দিবে যে, সেই ব্যক্তিই জাতির যথার্থ হিন্দু-কল্যাণকামী।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুর পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী

গতি, পরিবর্ত্তন—বিশ্বসৃষ্টির নিয়তি, শাশ্বতী রীতি ; স্থিতির যা আভাস তা' যথার্থ স্থিরতা নয় ! নিরবচ্ছিন্ন গতিরই প্রকাশ। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্রুতবেগে ঘুরাও, দেখিবে একটি অগ্নিময় বৃত্ত।

বিশ্বস্রষ্টা— নিত্য স্থির, অবিচল ; স্রষ্টার প্রতি লক্ষ্য অটুট রাখ, তাহ'লে সকল সমস্যার সমাধান, যাবতীয় সমস্যার উচ্ছেদ, নিখিল বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মাঝে সামঞ্জস্য, ছন্দ, শান্তি, আনন্দ।

আর্য্যঋষি এই পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টির অন্তরালে বিশ্বস্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ ক'রে অমৃতের অধিকারী হন ; সেই অমৃত-সাধনার ভিত্তিতে ঋষি—হিন্দু-সমাজ ও জাতীয়তা রচনা করেন। তাই হিন্দুজাতি বৈষম্য ও পরিবর্ত্তনকে ভয় করে না। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে হিন্দুও অটল, অচল।

শত শত যুগের উত্থান-পতন, বিপ্লব-আন্দোলন, ভাঙ্গাগড়া, আঘাত-আক্রমণের মধ্যেও হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বর্ত্তমান ; স্রষ্টার প্রতি যতদিন দৃষ্টি স্থির থাকিবে—হিন্দু ততকাল অমর, শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও স্থির অবিচল।

ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতাই—মহাশক্তি ; গতি, চঞ্চলতা, অস্থিরতার মধ্যে একটা শক্তির খেলা আছে ; কিন্তু মূলে ঐ মহাশক্তি না থাকিলে গতির পরিণতি ধ্বংসে।

হিন্দু-জাতিকে প্রাচীন, জীর্ণ মনে করে শঙ্কিত হয়ো না ; মহাভুজঙ্গের অঙ্গাবরণ জীর্ণ হয়েছে ; জীর্ণ নির্ম্মোক পরিত্যাগ করে, অনতিবিলম্বে এই মহাভুজঙ্গ তরুণ কলেবর বিস্তীর্ণ করিবে। জাতির মূলধারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ-গর্জ্জন শুনিতে পাও নাকি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্ম্ম কি ?

আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার প্রাণের ধর্ম্ম, জীবের স্বভাব, সহজাত প্রবৃত্তি। এই সহজাত প্রবৃত্তি যেখানে স্তব্ধ বা বিলুপ্ত, মৃত্যুর করাল বিভীষিকা সেখানে; জীব সেখানে জড়, প্রাণহীন, মৃত!

সমাজও একটা জীবন্ত বস্তু (Living Organism), সমাজেরও আছে একটা স্বাভাবিক বিরাট প্রাণ-প্রবাহ। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার জীবন্ত সমাজের স্বধর্ম্ম। যে সমাজে এই স্বধর্ম্মের অভাব, সে সমাজ প্রাণহীন, জড়, ম্রিয়মাণ, ধ্বংসোন্মুখ।

হিন্দু আজ স্বধর্ম্মচ্যুত; হিন্দুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আত্মবিকাশ ও আত্মবিস্তার-প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা বিলুপ্ত-প্রায়। জাতি হিসাবে হিন্দু তাই প্রাণহীন, দুর্ব্বল, কাপুরুষ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত।

হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে আজ এই স্বধর্ম্মের—প্রাণধর্ম্মের দীক্ষা প্রয়োজন। আত্মরক্ষার ধর্ম্মে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুকে সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে হবে। 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" —আত্মরক্ষার ধর্ম্মপালনে মৃত্যু হলেও জীবনের ক্রমবিকাশ ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইবে না। নব নব দেহাবলম্বনে সে সাধনার ধারা চলিবে।

যে ব্যক্তি, যে সমাজ এই প্রাথমিক অপরিহার্য্য জীবন-ধর্ম্ম গ্রহণ করে না, বৃহত্তর, উচ্চতর কোনো আদর্শে তার কী অধিকার? আত্মরক্ষায় অক্ষম, ভীরু, ক্লীব হিন্দুর মুখে তাই জটিল মতবাদ, বিশ্বোদার আদর্শ, সূক্ষ্ম কারুকলার আলোচনা ও আস্ফালন একান্তই বিসদৃশ মৃত শবের বিকট বদন-ব্যাদান ও দশন-বিকাশ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের প্রবৃত্তি ও আগ্রহই শক্তির অনুশীলনের মূলধন; আবার শক্তির অনুশীলন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি ও পরিপূর্ত্তি।

হিন্দু! জীবন চাও? জীবনধর্ম্ম—আত্মরক্ষার ব্রতকে মুখ্য সাধনরূপে বরণ কর।" "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

শক্তি-পূজার স্বরূপ

শক্তিহীনের শক্তিপূজা হাস্যকর—বন্ধ্যা পুত্রবৎ অবাস্তব। হীনবীর্য্যের পূজারাধনায় মৃণ্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী মহাশক্তির আবির্ভাব হয় না। শক্তির অনুশীলন, সমবায় ও প্রয়োগের ব্যবস্থা যেথানে নেই, পরিকল্পিত প্রতিমায় তথায় প্রাণ সঞ্চার হয় না; পুরোহিতের "হ্রীং ক্রীং" মন্ত্রের উচ্চারণ, জবা-বিল্ব-চন্দন-নৈবেদ্যের ভোগসম্ভার আর ঢাক-ঢোল-সানাইয়ের বাদ্য সমারোহ যতই কর না কেন, প্রতিমা সেথানে মাটির পুতুল বই কিছুই নয়; দেবী সেথানে নাই, কদাচ আসেন না।

শক্তি—চৈতন্যরূপা, বিশ্বব্যাপিনী, চিণ্ময়ী দেবী সর্ব্বজীবের মধ্যে চিৎশক্তি—চৈতন্যময়ী সত্ত্বারূপে প্রতিভাত। সেই চিৎ-শক্তির,—মানবের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি-সামর্থ্যের—অনুশীলন, বিকাশ ও প্রকাশেই দেবীর যথার্থ পূজা। দেবী-প্রতিমার পরিকল্পনা, লীলা-মাহাত্ম্য ও দেবীর পূজানুষ্ঠান-পদ্ধতির মধ্যে এই শক্তি-সাধনার বিকাশ প্রকাশেরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইঙ্গিত। শক্তি-পূজার সেই ইঙ্গিত যে জানে না, বোঝে না, পূজার বাহ্য উপচার আয়োজন তার পক্ষে পণ্ডশ্রম।

হিন্দুজাতি শত শত বর্ষ ধরিয়া শক্তিপূজা করে, তথাপি হিন্দু শক্তিহীন কেন? কারণ আত্মশক্তি ও সমাজশক্তির অনুশীলন, সমবায় ও প্রয়োগে সে উদাসীন। ফলে আত্ম-প্রতারণার জন্য শক্তিপূজাকে এখন নানাবিধ ভাবের রহস্যে আবরিত করিয়া রূপান্তরিত করিয়া নিয়াছে।

ফলে দশকরে দশাস্ত্রধারিণী রণরঙ্গিনী দুর্গাকে জননী সম্বোধন করি; কিন্তু স্বীয় স্বীয় হস্তে একখণ্ড যষ্টিধারণও অন্যায় জ্ঞান করি। দেবীকে অসুরনাশিনী, দৈত্যদলনী, দানবত্রাসিনী বলে সম্বোধন করি; কিন্তু চাই তাঁকে স্নেহময়ী করুণাময়ী ক্ষমাময়ীরূপে। শক্তির খেলা শ্রবণ করি তাঁর লীলা মাহাত্ম্যে; কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে শক্তির চর্চ্চায় সম্পূর্ণ উদাসীন। এ পূজা—ভণ্ডামী, আত্মপ্রতারণা, অভিনয় নয় ত কি?

ব্যক্তির তথা জাতির জীবনে মহাশক্তির কৃপা—জাগরণ ও বিকাশ কামনা করিলে এই ভণ্ডামীর মূলোচ্ছেদ চাই। দৈনন্দিন জীবনে সর্ব্বপ্রকার শক্তির চর্চ্চা ও প্রয়োগে সমুদ্যত হতে হবে। স্বধর্ম্ম ও সমাজরক্ষার ব্রতগ্রহণে এই শক্তিচর্চ্চার সূত্রপাত।

যুগাচার্য্যের আহ্বান

যুগের প্রয়োজন—সনাতন ধর্ম্মের পুনর্ব্বিজয়াভিষান! সর্ব্ব-নিয়ন্তার ইঙ্গিতে—হিন্দুজাতির পুনরভ্যুত্থান। সে ধর্ম্ম-সংস্থাপন-লীলার ও জাতীয় অভ্যুদয়ের পাঞ্চজন্য—"প্রণব" বজ্র-নির্ঘোষে শান্তি, শক্তি ও মুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিয়া তুলুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীরুতা দুর্ব্বলতা সব চেয়ে বড় অপরাধ; কাপুরুষ-ভাই—মহাপাপ, বীরত্বই—মহাপুণ্য; বিক্রম-পরাক্রম-পৌরুষই শ্রেষ্ঠ সম্পদ; সনাতন ধর্ম্মের এই প্রথম ও শেষ বাণী অকম্পিত কণ্ঠে অভ্রান্ত ভাষায় দিগদিগন্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক্।

আত্মবিস্মৃতিই মহামৃত্যু! সেই ব্যক্তিই যথার্থ মৃত যে স্বীয় অনন্ত তেজোবীর্য্য, শক্তিসামর্থ্যে অনাস্থাপর, অশ্রদ্ধাবান। মানুষকে শিখাও—তুমি মরণশীল নও, তুমি দেবতা, অমর!
মরণ? সেতো জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগের ন্যায় জরা-জীর্ণদেহের পরিবর্ত্তন! তুমি অনন্ত জ্ঞান, অনন্তশক্তি, অনন্ত আনন্দের আধার! আত্মবিস্মৃতির মোহ বিদীর্ণ করে স্বমহিমায় জাগো!

হিন্দু! তুমি শক্তির পূজারী, বীর্য্যের সাধক! তোমার দেবতা বীর্য্য-ঘনমূর্ত্তি,—অস্ত্রশস্ত্রে সমলঙ্কৃত অসুর নিপাত ও ধর্ম্মসংস্থাপনই—তাদের লীলা। সেই লীলা অনুধ্যান কর; তোমার হৃদয়ে বজ্রের তেজঃ, বাহুতে সিংহের বীর্য্য সঞ্চারিত হবে।

হিন্দু! আজ তোমার ধর্ম্ম ও সমাজের উপর দুষ্ট দুর্বৃত্তের অবাধ অত্যাচার! তোমার দায়িত্ব ও ব্রতের কথা স্মরণ কর। অন্যায় অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে পৌরুষ সহকারে সংগ্রাম পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজের রক্ষাই তোমার নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব। এই নিদারুণ সঙ্কটকালে প্রত্যেক হিন্দু-সন্তানের হৃদয়ে এই জীবন-সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প জাগ্রত হউক!

ভারতের কোটী কোটী অনুন্নত ও অনগ্রসর হিন্দুগণকে শোনাও—তোমরা হীন নও, দুর্ব্বল নও, মহাশক্তি তোমাদের মাঝে ঘুমিয়ে! উঠো, জাগো, সমাজে তোমাদের ন্যায্য মর্য্যাদা ও যোগ্য আসন অধিকার করে নাও। তোমরাই জাতির মেরুদণ্ড, সমাজের অবলম্বন, তোমাদেরই জীবন-শোণিত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোক্ষণে জাতির অস্তিত্ব ও পরিপুষ্টি। অস্পৃশ্যতা মহাপাপকে সমাজ থেকে নির্ব্বাসন কর। হিন্দুমাত্রেই এক! একধর্ম্ম, এক সমাজ, একজাতি, একশাস্ত্র, একপুরাণ, একগোত্র। আজ সমাজ দ্বার খুলে দিয়েছে ; যারা একদিন উৎপীড়িত হয়ে ভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের আশ্রয়ে গিয়েছিল, আজ তাদেরকে বুকে তুলে নিতে প্রস্তুত হয়েছে।

আজ আর ভেদের কথা বলো না ; উচু-নীচুর বিচার তুলো না ; ঘৃণা বিদ্বেষ ঝাঁটিয়ে দূর কর। আজ চাই—মিলন, চাই—সখ্য ও সহযোগিতা। আজ শুধু সন্ধান কর—মিলনের স্থত্র কোথায় ও কি কি? ভেদের কথা যে তুলবে, অনৈক্যপার্থক্যের রেখা যে টানবে, অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার ধূয়া গাইবে, সেই হিন্দু-সমাজের স ব চেয়ে বড় শত্রু! সমাজ তাকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

মিলন যাতে আসবে, উন্নত ও অনুন্নত হিন্দুগণ যাতে বিরোধ ভুলে সম্মিলিত হতে পারবে ;—এমন উদ্যোগ, আয়োজন, উপায় ও অনুষ্ঠান আজ প্রয়োজন। যাতে বিরোধ সৃষ্টি করবে, মনান্তর মতান্তর আনবে ;—যতই প্রয়োজনীয় ও হিতকর অনুমিত হোক না কেন—আজ সর্ব্বতোভাবে তা' বর্জ্জনীয়। হাজার বছর ভেদের সৃষ্টি করেছি, বিরোধের পথে চলেছি। আজ থেকে আগামী হাজার বছর ধরে চলবো—শুধু মিলনের পথে। আগামী হাজার বছর—মিলনই হোক্—হিন্দুর ধ্যান-জ্ঞান, ধর্ম্মকর্ম্ম, কাম্য ও করণীয়।

আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার—জীবনের ধর্ম্ম। এই জীবন-ধর্ম্ম যে সমাজে নাই—তা' মৃত। হিন্দু সমাজে এই জীবন-ধর্ম্ম ফিরিয়ে আনতে হবে। কোটী কোটী হিন্দুজনসাধারণের হৃদয়ে আজ আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারের বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প জাগিয়ে তুলতে হবে। আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তারে চাই—শক্তির অনুশীলন ও সংগ্রহ। মিলন ও সংহতি, গঠনের দ্বারাই শক্তির বিকাশ ও সমন্বয় ঘটতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে। তাই হিন্দুসমাজে শক্তিসঞ্চারের জন্য প্রয়োজন—মিলন ও সংহতি-সংগঠন। যে যে ক্ষেত্রে আছে, সেই ক্ষেত্র হতেই সে—যে-ভাবে যতটা সাধ্য হিন্দুজাতির পুনর্গঠনে সহায়তা কর্‌বে।

আত্মবিস্মৃত হিন্দু-জনসাধারণের হৃদয়ে এই ভাবনা-চিন্তা-চেষ্টা জাগ্রত হোক্। প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর হৃদয়ে মস্তিষ্কে এই চিন্তা ও দায়িত্ব সর্ব্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে।

যুগের নির্দ্দেশ এসেছে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ ঝরছে, জাগরণের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে, জাতির অগ্রগামী সেনানী দল পথ-নির্দ্দেষ্টা নেতার অঙ্গুলী সঙ্কেতে বেরিয়ে পড়ছে। হিন্দুগণ, অগ্রসর হও! মাভৈঃ।

"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।"

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়োভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥

———

হিন্দু-সংহতিই হিন্দু-শক্তির উৎস

হিন্দু-সংহতিই হিন্দু-শক্তির মূল উৎস। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর ঘনিষ্ঠতর মিলনের মধ্যেই হিন্দুর পুনরভ্যুত্থানের পথ। যে সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া হিন্দুর ভেদবিবাদ, ঈর্ষ্যাবিদ্বেষের কালিমা মুছিয়া যাইবে, যে সমস্ত আচরণের মধ্য দিয়া হিন্দু-সংহতি ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে—তেমনি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাই আজ সর্ব্বত্রই করিতে হইবে। আর যাহা এই মিলনের পথে, হিন্দু-সঙ্ঘ-শক্তি গঠনের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করিবে তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিরোধ করিতে হইবে। এজন্যই সঙ্ঘ হইতে গ্রামে গ্রামে মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর একত্র সম্মেলনের আয়োজন। হিন্দুর বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ইহাই বীজভূমি ও সাধনা।

আজ একটা কথা সকলের মনে রাখিতে হইবে—হিন্দু জাতীয়তার, ভিত্তি—ধর্ম্ম; হিন্দুজাতি ও সমাজের পুনর্গঠন একমাত্র ধর্ম্মের ভিত্তিতেই সম্ভব। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের নামে নানা অনাচার, কুসংস্কার, হিন্দুর সমাজ-দেহকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুজাতিকে আজ ছিন্ন বিছিন্ন দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর এই সমস্ত কুসংস্কার ও অশাস্ত্রীয় প্রথাগুলি দূর করিয়া শাস্ত্রসম্মত সদাচার, ইন্দ্রিয়-সংযম ও সমাজের কল্যাণকর প্রথাগুলির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। হিন্দুকে আজ উপলব্ধি করিতে হইবে—ব্যক্তিগত সুখ-সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তির উর্দ্ধে সামাজিক ও জাতীয় কর্ত্তব্যের প্রতিষ্ঠা; বীরত্ব সহকারে এই মহত্ত্ব ও দায়িত্ব পালনের জন্য অবিশ্রান্ত কর্ম্ম করাই ধর্ম্মের সাধনা।

হিন্দুধর্ম্মের সাধনা—বীর্য্যের সাধনা। দুর্ব্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা—মহাপাপ; বীরত্ব, পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্ব মহাপুণ্য। আলস্য-জড়তাচ্ছন্ন হিন্দু-জাতিকে আজ ধর্ম্মের এই মর্মবাণী শুনাইতে হইবে। সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে হিন্দুধর্ম্ম হিন্দুজাতিকে কখনও দুর্ব্বল করে নাই, হিন্দুধর্ম্ম 'জীবের ভিতর শিবের', মানুষের ভিতর দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া মানুষকে অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছিল। আজ হিন্দুধর্ম্মের সেই বীরত্বের সাধনা ভুলিয়া হিন্দু শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। হিন্দুকে এই আত্মঘাতী দৌর্ব্বল্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে ধর্ম্মের বীর্য্যঘন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

আজ কোটী কোটী অনুন্নত হিন্দু হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় হিন্দু-সংহতিশক্তি ক্ষীণ ও দুর্ব্বল। অথচ সমাজে ইহারাই হিন্দুজাতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেরুদণ্ড। আজ হিন্দুর এই উপেক্ষিত অবজ্ঞাত ক্ষাত্র ও বৈশ্যশক্তিকে যথোপযুক্ত সামাজিক অধিকার ও মর্য্যাদা দান করিতে হইবে। আজ সকল শ্রেণীর হিন্দুকে প্রাণের দরদ দিয়া এক মহামিলন ক্ষেত্রে সম্মিলিত করিয়া বুঝাইতে হইবে—আমরা সকলেই এক হিন্দু; আমাদের এক শিক্ষা, এক সাধনা ও সংস্কৃতি; একই পূর্ব্বপুরুষের শোণিতধারা আমাদের সকলের ধমনীতে প্রবাহিত, আমাদের একের বিপদ, একের অপমানে সকলের বিপদ ও অপমান। সুতরাং জীবনপণে স্বধর্ম্ম, স্বজাতি ও স্বসমাজের মান-মর্য্যাদা রক্ষায় এক যোগে অগ্রসর হইতে হইবে।

হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায়

বিপদের নির্ম্মম আঘাতই আজ হিন্দুর বহু শতাব্দীব্যাপী মোহ-নিদ্রাকে চূর্ণ বিচূর্ণ কর্‌ছে। হিন্দুজাতির বিরাট দেহ আজ আঘাতের পর আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে সংজ্ঞা লাভ কর্‌ছে। হিন্দু জাতি যদি জাগ্রত হয়ে আত্মরক্ষায় যথার্থ জীবন পণ করে, তবেই এ বিপদ অচিরে সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। common danger creates nationality—কথা অতি সত্য। বিপদ যখন সমগ্র অধিবাসীর উপরে সমানভাবে আঘাত হান্‌তে থাকে, তখনই জাতীয়তা অর্থাৎ ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার সূত্রপাত হয়। হিন্দুজাতির সাম্‌নে আজ তেমনিতর মহা-বিপদ; আত্মরক্ষার প্রশ্নই আজ তার নিকট সব চেয়ে বড় সমস্যা; এই এক সাধারণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে আজ বিচ্ছিন্ন বিপর্য্যস্ত বিরাট হিন্দু-জনগণের সমন্বয় ও ঐক্য সাধনের মহাসুযোগ—বিধাতারই কৃপা ও আশীর্ব্বাদ।

বাঙ্গালার হিন্দু আজ অন্তরে বাহিরে বিপন্ন। ধার্ম্মিক, রাজনৈতিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামাজিক—সকল ক্ষেত্রে হিন্দু আজ লাঞ্ছিত নিপীড়িত। ক্রমাগত মন্দির ও দেব-বিগ্রহের লাঞ্ছনা, নারী-নির্য্যাতন ও নারী-হরণ, শোভাযাত্রায় বিঘ্ন, নিরীহ দুর্ব্বল গ্রামবাসী হিন্দুর উপর অন্যায় উৎপীড়ন;—কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ ও অধিকারের ভাগাভাগির দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। দুষ্ট-দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার উৎপীড়নে উদ্বাস্ত পল্লীবাসী হিন্দুর দৈনন্দিন জীবন কিছুতেই নিরাপদ হইতে পারে না, যে পর্য্যন্ত গ্রামবাসী জনসাধারণ আত্মরক্ষার্থে উদ্যোগী ও সঙ্ঘবদ্ধ না হয়। আত্ম-রক্ষার উদ্যোগ ও সামর্থ্য যার নেই, তেমনতর দুর্ব্বল নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিকে কোন ন্যায়ের বিধান, যুক্তি-তর্কের শাণিত অস্ত্র বা আইনের রক্ষাকবচ কদাচ রক্ষা করিতে পারে না।

বাঙ্গালার হিন্দুর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বিশেষ ভাবে অনুধাবন পূর্ব্বক সমীচীন কর্ম্মপন্থার নির্ণয়। আমি তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিত্রতা ও সহযোগিতা স্থাপিত হইলেও হিন্দু-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা কিছু মাত্র কমিয়া যাইবে না। হিন্দু-সংগঠনের উদ্দেশ্য—হিন্দু-সমাজের সংশোধন ও সংগঠন। বিক্ষিপ্ত বিশাল হিন্দু-জন-সাধারণকে এক ধর্ম্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভ্রাতৃপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া এক মহাশক্তিশালী জাতিরূপে গড়িয়া তোলা। ইহার মধ্যে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বা বিরোধিতার কোনো কথাই আসিতে পারে না। বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস—**বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতা যত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলন ও সহযোগিতা তত দ্রুত গড়িয়া উঠিবে।**

হিন্দু স্বভাবতঃ নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, অহিংস। অবিরত নির্য্যাতন মুখ বুজিয়া সহিয়া আসিয়াছে; প্রতিবাদটী পর্য্যন্ত করে নাই। বরং কংগ্রেসের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য দিয়া প্রতিপক্ষের সাম্প্রদায়িক দাবী ক্রমাগত একের পর এক মিটাইয়া আসিতেছে। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িক দাবীর পরিমাণ উপশম হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে নীরব সহিষ্ণুতার শেষপ্রান্তে আসিয়া হিন্দু আজ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। এই সঙ্গীন অবস্থায় হিন্দুকে স্বীয় ন্যায্য স্বার্থ-অধিকার লইয়া সসম্মানে বাঁচিতে হইলে **দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ ও সবল হস্তে প্রতিকারের ব্রত বরণ করিতে হইবে;** এবং তজ্জন্য উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও প্রতীকারের অর্থ এ নয়—যে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মান্ধ ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্ঘর্ষ বাধাইতে হইবে। আর শক্তি সংগ্রহের অর্থ এ নয়—যে উক্ত সংঘর্ষের জন্যই দলবদ্ধ হইতে হইবে। গায়ে পড়িয়া বিবাদ করা হিন্দুর স্বভাব বা অভ্যাস কদাচ নয়। এ জন্যই সে সংঘর্ষকে চিরকাল এড়াইয়া চলিয়াছে। কিন্তু হিন্দু আজ নিরুপায়; আত্মরক্ষার্থ পিছনে হটিবার স্থান আর নাই। আজ হিন্দুকে স্বীয় স্বার্থ, অধিকার, মর্য্যাদা লইয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে; বিপদ আসে মাথায় করিয়া নিতে হইবে। মৃত্যু আসে—বুক পাতিয়া ধরিতে হইবে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।" ইহাই হিন্দুর মূলমন্ত্র।

আমি আবারও বলি—**মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সংগঠন নয়!** প্রতিহিংসাবশেও হিন্দুর প্রাণে কদাচ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি জাগে না। হিন্দুকে মনে রাখিতে হইবে—বিরোধের মধ্য দিয়া শান্তির প্রতিষ্ঠা, বিদ্বেষের মধ্য দিয়া মিলনের আশা অসম্ভব। হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে সম্প্রীতিতে বাঙ্গলাদেশে বাস করিতে হইবে। এক সম্প্রদায় অপরকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না--উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের হৃদয়ে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ থাকা আবশ্যক।

হিন্দুকে আজ আত্মরক্ষার্থ,--স্বধর্ম্ম, স্বসমাজ—স্বীয় স্বার্থ-অধিকার-সম্মান রক্ষার জন্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে। এজন্য

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াছি শক্তি সংগ্রহ করিতে হইবে। শক্তি সংগ্রহের উপায়—হিন্দু-সংহতি সংগঠন। হিন্দু-সংহতি-শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইলে—চাই—উন্নত ও অনুন্নত সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুজন-সাধারণের মধ্যে অবাধ মিলন। এই মিলনকে অব্যাহত করিয়া তুলিতে হইলে—একদিকে উন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণকে হৃদয়বান দরদী হইয়া, অস্পৃশ্যতার গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া অনুন্নত হিন্দু-ভ্রাতৃগণকে ধার্ম্মিক ও সামাজিক অধিকার ও মর্য্যাদা দান করিতে হইবে; অপর দিকে অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুগণকেও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর স্তোকবাক্য ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া উন্নত শ্রেণীর হিন্দু-ভ্রাতৃগণের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ বিসর্জ্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে এই হিন্দু-মিলন-যজ্ঞে যোগদান করিতে হইবে। আত্মরক্ষার মন্ত্রেই এই মিলন-যজ্ঞের সঙ্কল্প করিতে হইবে। আত্মরক্ষার প্রশ্নকেই সর্ব্ব-প্রধান করিয়া জাতির সম্মুখে ধরিয়া দিলে তুচ্ছ ভেদ-বিবাদ, অনৈক্য-পার্থক্যের প্রশ্নগুলি আপনা হইতেই তলাইয়া যাইবে। হিন্দুকে আজ নূতন করিয়া তার ধর্ম্ম ও জাতীয়তার মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম—বীর্য্যের সাধনা হিন্দুর দেবতা বীর্য্য-ঘন-মূর্ত্তি, অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত। অত্যাচারী অসুর-নিধন, দুষ্টের দমন—হিন্দুর দেবতার লীলা। হিন্দুর ভগবান্ গীতায় ধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান কথাটী বলেছেন "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ!" কাপুরুষ হয়ো না। ভীরুতা, দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতাই মহাপাপ। বীরত্ব, পুরুষত্ব,, মনুষ্যত্বই—মহাপুণ্য। হিন্দু! আজ স্বধর্ম্ম পালন ও স্বীয় সমাজের রক্ষার ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দুর জাতীয় জীবন-বেদীতে আত্মবলি নিবেদন কর। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

হিন্দু! আজ স্মরণ কর—রাণা প্রতাপের কথা; স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য তার জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা, নিদারুণ সংগ্রাম। স্মরণ কর—মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর হিন্দু-জাতি গঠনের দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা, শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের হিন্দু-সঙ্ঘশক্তি গঠনের দুর্জ্জয় সাধনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মরক্ষার সঙ্কল্প ও সঙ্ঘ-শক্তি গঠনের প্রচেষ্টা ও দায়িত্ব প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর প্রাণে জাগ্রত হোক! এই উদ্দেশ্যকে কার্য্যকরী পন্থায় সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য সঙ্ঘের "হিন্দু-মিলন মন্দির স্থাপন ও রক্ষী-দল গঠন" কর্ম্মপদ্ধতি। বাঙ্গলার সমগ্র নেতৃবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে ইহাই সর্ব্বোত্তম নির্ব্বিরোধ গঠন-মূলক পন্থা। আর যে সকল স্থানে এই মিলন-মন্দির স্থাপিত ও রক্ষীদল গঠিত হইয়াছে, তথায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে উপকৃত ও নিরাপদ হইতেছে। অটুট ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত আমাদিগকে এই পথে অগ্রসর হইতে হইবে। অশেষ ক্লেশ বরণ ও ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক হৃদয়শোণিত ঢালিতে হইবে। বাঙ্গালী হিন্দু গৃহস্থগণ তাহাদের অর্থ, সামর্থ্য ও সহযোগিতা লইয়া যদি সঙ্ঘের পশ্চাতে নির্দ্দেশিত পথে দৃঢ় পদে অগ্রসর হন, তবে আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে পারি—সমগ্র বাঙ্গলায় এক অখণ্ড শক্তিশালী, আত্মরক্ষণ-ক্ষম হিন্দু-সংহতি অনতিবিলম্বে গড়িয়া উঠিবে। এইরূপে যখন হিন্দুগণ সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে; যখন দেখিবে একটী হিন্দুর গায়ে আঘাত দিলে যাবতীয় হিন্দু প্রতীকার প্রতিবিধানের জন্য তীব্র দাবী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবে,—তখনই দুষ্ট-দুর্বৃত্ত-অনর্থকারীদের মস্তিষ্ক শান্ত হবে! তখনই সকল বিরোধের মূল উঠিয়া যাইবে।

বাঙ্গালী হিন্দুর কর্ত্তব্য

বাঙ্গালার হিন্দু আজ নানাভাবে বিপন্ন, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত। সকলের জিহ্বাগ্রে আজ এই একটি প্রশ্ন উদগ্র—হিন্দুর আত্মরক্ষার উপায় কি? আজ যখন আপোষ-চুক্তির মোহ ও আশা পরিত্যাগ ক'রে বাঙ্গালী হিন্দু বুঝতে সুরু করেছে যে এ পথে সবলে দুর্ব্বলে মিলনের স্বপ্ন—আকাশ কুসুম; তখন স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই বাঙালী হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের মূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধান—শৃঙ্খলাবদ্ধ হিন্দু-সঙ্ঘ-গঠন। বাঙ্গালার হিন্দু অন্য যে কোনো সম্প্রদায় অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ ও সামার্থ্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু তথাপি তাঁহারা আজ অসংখ্য উপায়ে অত্যাচারিত, নির্জ্জিত প্রতিবাদ প্রতিকারে অক্ষম ও উদাসীন কেন? কারণ অনেক প্রকার থাকিলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কারণ—মিলন, ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব (Want of the spirit and power of organisation)

আমি বাঙ্গলার বিপন্ন হিন্দুর উপায় সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে হিন্দুর ধর্ম্ম-ধন-মান-প্রাণ-স্বার্থ-অধিকার নিয়ে নিরাপদে অবস্থিতির একমাত্র উপায়—সমগ্র বাঙ্গালায় এক শক্তিশালী শৃঙ্খলাবদ্ধ সামাজিক হিন্দু-সঙ্ঘ-শক্তির রচনা (a systematic powerful Hindu organisation.

আমার সঙ্ঘ—অসাম্প্রদায়িক। আমার সঙ্ঘের সেবার হস্ত জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল দুঃস্থ নরনারীর সাহায্যের জন্য প্রসারিত। সুতরাং সর্ব্ব-প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ পন্থায় হিন্দুর সামাজিক মিলন, ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতার রচনাই আমার উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার গ্রামবাসী বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান রাজনৈতিক বিরোধ উৎপত্তির পূর্ব্বে যেরূপ সদ্ভাব ও প্রীতিতে বসবাস করিত, আমি তাহাই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমি চাই না—কেহ কাহারও ধর্ম্ম-সম্মান-স্বার্থ-অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্ভব হবে তখনই, যখন হিন্দুগণ সামাজিক জীবনে পরস্পর সম্মিলিত ও সহযোগিতা-পরায়ণ হয়ে আত্মরক্ষার্থ শক্তিমান হয়ে দাঁড়াবে।

আমি আবার হিন্দু সম্প্রদায়কে বলি—একতাই শক্তি ; একমাত্র মিলন ও ঐক্য বলেই আমরা আত্মরক্ষায় সমর্থ হতে পারি। কিন্তু সেই মিলন, সখ্য ও সহযোগিতা ও ঐক্য আজ হিন্দুর মধ্যে কোথায়? সমগ্র হিন্দুর সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমান বিপদ সমুপস্থিত ; তথাপি হিন্দুগণ এখনো আত্মরক্ষায় উদাসীন। এখনো অস্পৃশ্যতাদি তুচ্ছ ভেদবিদ্বেষের প্রশ্নকে বড় করে তুলে মিলন ও ঐক্যের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে! কেবলমাত্র ধর্ম্মান্ধ সাম্প্রদায়িকগণের উপর গালি বর্ষণ করে নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। যদি এই নিদারুণ বিপদে আত্মরক্ষাই কাম্য হয়, তবে উদার ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় নিয়ে এস, অস্পৃশ্যতার গণ্ডী অতিক্রম করে অনুন্নত ভ্রাতৃগণকে সামাজিক মর্য্যাদা ও অধিকার দান পূর্ব্বক একযোগে মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাম্প্রদায়িক অভিযানের বিরুদ্ধে পৌরুষ সহকারে দণ্ডায়মান হও। **"মিলন-মন্দির-কর্ম্মপন্থার"** মধ্য দিয়া আমি উহার উপায় ও প্রবর্ত্তন করেছি।

আজ সঙ্ঘ লইতে বাঙ্গালার জেলায় জেলায় প্রতি পল্লীতে পল্লীতে যেরূপ-ভাবে মিলন-মন্দির স্থাপন ও গ্রামরক্ষী দল গঠন করা হইতেছে—এই সংগঠন কার্য্য যদি ব্যাপকভাবে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র চালনা করা যায় তবে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাংলার হিন্দু তার মান-ইজ্জৎ-ধর্ম্ম অধিকার নিয়ে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে পারিবে ;—ইহাই আমার অভ্রান্ত ধারণা। আমি বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুগণকে সঙ্ঘের এই কার্য্যে সহায়তা ও সহযোগিতা করিতে আহ্বান করিতেছি।

হিন্দুজাতি গঠনের নির্দ্দেশ

ভারতে সমষ্টি-জীবন গঠনের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা আজ উদগ্র। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমবায়ে এক অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠনের প্রচেষ্টায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। কিন্তু তাহা কি উপায়ে সংসাধিত হইবে? ভারতের বিশাল জন-সমষ্টির মধ্যে সংখ্যায় যারা মাত্র ৮ কোটি সেই মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায় সুগঠিত ও সুরক্ষিত। পক্ষান্তরে সংখ্যায় যারা ৩০ কোটী সেই বিশাল হিন্দু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনসাধারণ অদ্যাপি ছিন্ন বিছিন্ন ও আত্মরক্ষায় অক্ষম। সুতরাং যদি আজ প্রশ্ন ওঠে—ভারতের মূল জাতীয় সমস্যা ও তাহার সমাধান কি—তবে এক কথায় বলা যায় হিন্দু জাতি গঠন বা হিন্দু-সঙ্ঘ-শক্তি-গঠন। ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিদ্যাবুদ্ধি-জ্ঞানে সমুন্নত বিরাট হিন্দু-সমাজকে যদি সুসংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করা যায় তবেই অখণ্ড ভারতীয় জাতিগঠন-প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হইতে পারে। অন্যথায় হইা পণ্ডশ্রম! তাই হিন্দু-সংগঠন আজ ভারতীয় জাতীয়-জীবন গঠনে অপরিহার্য্য কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুর বর্ত্তমান জাতীয় জীবনে ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রচার, আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ, সমাজ-সংস্কার ও সংগঠন, নারীরক্ষা, অনুন্নতোন্নয়ন, সংখ্যা হ্রাস-নিরোধ ও সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতি বহুদিকের বহু সমস্যা বর্ত্তমান। সমস্যার সমাধান যাহাই হউক না কেন—তাহাকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে চাই—শক্তি। জীবনী-শক্তির অভাব হইলে শুধু পুষ্টিকর খাদ্য ও শক্তিশালী ভেষজ রোগীকে নিরাময় করিতে পারে না; দুর্ব্বলতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় অপরাধ, ভীরুতা, ক্লীবতাই—মহাপাপ; এই মহা-পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল—ধ্বংস ও বিলোপ। দার্শনিক উপদেশ ও নীতি-শাস্ত্রের বাণী কদাচ অত্যাচার ও হিংসার গতিরোধ করিতে পারে না; ন্যায়ের বিধান যুক্তি-তর্কের শাণিত অস্ত্র কখনও দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, যে পর্য্যন্ত না সে সুদৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষার্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করিতে পারে। শক্তি সংগ্রহ ও অনুশীলনে উদাসীন থাকিয়া শুধু অত্যা-চারীর নিন্দা-সমালোচনা করিয়া গালি দিয়া কোন ফল হয় না। উহা নিশ্চেষ্টতা ও অকর্ম্মণ্যতার পরিচয়; কখনও প্রতিকার ও প্রতিবিধানের পথ নয়।

হিন্দুর দুর্ব্বলতা ও ক্লীবত্বার দুইটী কারণ। প্রথমতঃ তার স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের শৈথিল্য, দ্বিতীয়তঃ তার সামাজিক ভেদ-বিবাদ-ঘৃণা-বিদ্বেষ। স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা ও বিশ্বাস না থাকায় হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ প্রাণহীন ও লুপ্ত-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রায়। ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় হিন্দু-জনসাধারণ স্বীয় ধর্ম্মের মহত্ত্ব উচ্চ আদর্শে অনভিজ্ঞ, স্বধর্ম্মের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের অভাবে হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রচারে উদাসীন। ফলে বিধর্ম্মীর প্রলো-ভনে হিন্দু নরনারিগণ অতি সহজেই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে। সামাজিক জীবনে হিন্দু শাস্ত্র ও সদাচারের নামে অনেক লোকাচার ও দেশাচারের অনাচারে হিন্দু সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে হিন্দুগণ পরস্পর সম্বন্ধ ও সহযোগিতাহীন, বিবদমান ও দুর্ব্বল; কোনও এক শ্রেণীর প্রতি আঘাত আক্রমণে অন্য শ্রেণীর প্রাণে ব্যথা লাগে না, একের অপমান লাঞ্ছনায় অন্যের হৃদয়ে সমবেদনা সহানুভূতি জাগে না।

সুতরাং স্বধর্ম্মে অটুট বিশ্বাস, নিষ্ঠা ও গৌরব-বোধই হিন্দু জাতির প্রাণে পুনরুত্থানের প্রেরণা জাগাইতে পারে' স্বধর্ম্ম রক্ষার ব্রত ও দায়িত্বই হৃদয়ে মহাবীর্য্যের সঞ্চার করিতে সক্ষম;—এই ধারণা প্রত্যেক হিন্দু নেতা প্রচারক ও সমাজসেবীর প্রাণে জাগ্রত রাখিতে হইবে। হিন্দু ধর্ম্ম—শক্তির আরাধনা, বীর্য্যের সাধনা। যে ধর্ম্ম শক্তি দান করে না, সাধককে মহাবীর্য্যবান করে তোলে না তাহা অধর্ম্ম ভণ্ডামি আত্মপ্রতারণা।

হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান বীর-ভাবোদ্দীপক, হিন্দুর দেবতা বীর্য্যঘনমূর্ত্তি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ধর্ম্মের ছদ্মবেশে হিন্দু-সমাজে যদি কোন সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান ও সাধনা প্রবেশ করিয়া থাকে, যাহা হিন্দুকে ভীরু, দুর্ব্বল জাড্যাচ্ছন্ন, অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে, তবে জানিও তাহা হিন্দুর ধর্ম্ম নয়। হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা—দুর্ব্বলতা ভীরুতা, কাপুরুষতাই—মহাপাপ, আর বীরত্ব, পুরুষত্ব মনুষ্যত্বই মহাপুণ্য। হিন্দু তাহার এই ধর্ম্ম ভুলিয়াছে; অনন্ত শক্তির আধার মহাবীর্য্যঘন-বিগ্রহ দেবতার সাধনায় উদাসীন হইয়াছে; দেবতার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও হিন্দু আজ নিজে আত্মরক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র যষ্টি ধারণকেও অসভ্যতা বলিয়া মনে করে। তাই হিন্দু ঘরে ঘরে শক্তি পূজা করিয়াও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিহীন, নির্জীব। আজ দুর্ব্বল হিন্দু-সমাজকে সবল শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য চাই—যথার্থভাবে পূজানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন। ধর্ম্মানুষ্ঠান যখন যথাযথভাবে সাধিত হয় তখনই সাধকের ভিতর মহাবীর্য্যের উদ্বোধন ঘটে; পাপের বিনাশে, ন্যায় ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় সাধক তখন পঞ্চ পাণ্ডব, প্রতাপ, শিবাজী, গুরু গোবিন্দের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয়ী দুর্ব্বার হইয়া ওঠে।

আজ বাঙ্গালার হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রশ্নই সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। শক্তিশালী হিন্দুসঙ্ঘ-শক্তি সংগঠনেই উহার সমাধান। এই সঙ্ঘ-শক্তি সংগঠনের প্রথমে চাই হিন্দু সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর পরস্পর মিলন ও সহযোগিতা। হিন্দু-ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন উদার আদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিত্তিতে মিলন ও সহযোগিতা সম্ভব। এই মিলন ও সহযোগতা গড়িয়া তুলতে হইলে প্রথমতঃ চাই—মিলনের ক্ষেত্র রচনা, দ্বিতীয়তঃ চাই মিলনের অনুষ্ঠান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য মিলন-কেন্দ্র স্থাপন পূর্ব্বক এক মূল কেন্দ্রের সহিত তাহাদিগকে যুক্ত করিয়া নিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক-মিলন কেন্দ্রে বিবিধ মিলনানুষ্ঠানের ব্যবস্থা কারতে হইবে। ইহাতে প্রত্যেকের সহিত একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও সংযোগ সাধিত হইবে এবং দেশের যে কোন নিভৃত প্রান্তে যে কোন হিন্দুর উপর আঘাত আক্রমণ হইলে তৎক্ষণাৎ সমগ্র হিন্দুর প্রাণে তাহার ব্যথা বাজিবে, সকলে সমবেত শক্তিতে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিকারের জন্য উদ্যত হইবে।

প্রত্যেক কেন্দ্রে রক্ষীদল গঠন করিতে হইবে। ১৫ বৎসর ও তদূর্দ্ধ বয়স্ক প্রত্যেক হিন্দুকে স্বধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য প্রাণপণ সঙ্কল্প গ্রহণ পূর্ব্বক রক্ষীদলভুক্ত হইতে হইবে। প্রত্যেক হিন্দুকে আজ মনে প্রাণে বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে যে স্বধর্ম্ম রক্ষায় আত্মনিয়োগ ও স্বসমাজ সেবায় আত্মোৎসর্গই ধর্ম্মের প্রকৃত সাধনা। মিলন-মন্দিরের মধ্য দিয়া সমস্ত হিন্দুর প্রাণে স্বধর্ম্ম রক্ষা ও স্বসমাজ সেবার সুদৃঢ় সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা জাগ্রত করিতে হইবে। বীর্য্যের খেলা, শক্তির বিকাশ প্রকাশ যেথানে, ধর্ম্ম সেথানে, ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, আরোগ্য সমস্তই সেখানে।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্ঘের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১।	কুম্ভমেলা	মূল্য	।০
২।	শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরু	"	।০
৩।	ভারতে গুরুবাদ	"	৶০
৪।	ভারতে গুরুপূজা	"	৴০
৫।	সঙ্ঘগীতা (১ম ভাগ)	"	॥০
৬।	ঐ ২য় ভাগ (শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের পত্র ও উপদেশাবলী)	"	॥০
৭।	Re-organisation of India ...	"	॥০
৮।	শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতা আচার্য্যের অবদান ...	"	৵০
৯।	যুগাচার্য্য স্মৃতি-সংখ্যা (প্রণব মাঘ, ১৩৪৭) ...	"	।০
১০।	ঐ (মাঘ ১৩৫০)	"	।০
১১।	হিন্দুত্বম্	"	।৶০

ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

এক টাকা বা কম মূল্যের পুস্তক বা ফটোর জন্য অগ্রিম ডাক টিকেট পাঠাইতে হয়।

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য-সঙ্গ ও উপদেশামৃত

স্বামী আত্মানন্দ

সঙ্ঘনেতা শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ধর্ম্মভিত্তিতে জাতিগঠন-আন্দোলনের ধারা, ধর্ম্মজীবনগঠনের গভীর উদ্দীপনাপূর্ণ অমূল্য উপদেশ ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী জীবন্ত ভাষায় বর্ণিত। মূল্য ১ম খণ্ড ১৲।

শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের ফটো

(১) রুদ্রাক্ষের মালা গলায় ত্রিশূল হাতে আরতির আসনে বসা ফটো। (১০" × ১২", ত্রিবর্ণ রঞ্জিত)—৵০

(২) চাদর গায়ে বসা ফটো (ছোট সাইজ)—৴০

(৩) বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের বীর ভাবোদ্দীপক প্রতিকৃতি সহ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের ত্রিশূলধারী মূর্ত্তি ও বীর্য্যপ্রদ বাণী সম্বলিত আর্ট পেপারে মুদ্রিত সুবৃহৎ চার্ট (বাংলা ও হিন্দী)। মূল্য ।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান :—ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ
২১১নং, রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীযুগাচার্য্য জীবন-চরিত

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, ভগবচ্ছক্তির মূর্ত্ত-বিগ্রহ,
আজন্ম ঊর্দ্ধরেতা জাতি-সংগঠক ও সমাজ-সংস্কারক

সঙ্ঘনেতা আচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজীর জীবন-লীলা

(৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) মূল্য—৩৲ ভিঃ পিঃ ।৷০

বর্ত্তমান যুগের আধ্যাত্মিক ও ধার্ম্মিক সাধনার ইঙ্গিত এবং হিন্দু সমাজ ও জাতির পুনরুত্থানের অব্যর্থ আদেশ ও নির্দ্দেশ। হিন্দু জাতির ক্লৈব্য, দৌর্ব্বল্য, ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণারূপ পাপমোচন পূর্ব্বক শক্তিশালী হিন্দু-জাতি গঠনের পন্থা ইহাতে পাইবেন।

জীবন-সাধনার পথে

স্বামী আত্মানন্দ

দৈনন্দিন জীবনের গতি-পথে যে সমস্ত বাধাবিঘ্ন, বিপদাপদ আসে তাহা অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যপানে অগ্রসর হইবার শ্রীশ্রীসঙ্ঘ-নেতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট উপায় ও কৌশল সম্বলিত অপূর্ব্ব পুস্তক। বাল-বৃদ্ধ-যুবা, গৃহী-সন্ন্যাসী-দেশসেবক নির্ব্বিশেষে প্রকৃত জীবন-পথের পথিক প্রত্যেকেই ইহাতে নিজ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের পথ খুজিয়া পাইবেন। অদ্যই একখানি সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা সঙ্গে রাখুন।

মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

 প্রণব

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মাসিক মুখপত্র

বার্ষিক মূল্য ২।০, বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। ৵০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা সংখ্যা পাঠানো হয়। পূরা নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া ২১১নং রাসবিহারী এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা ঠিকানায় চাঁদা প্রেরণ বা বিস্তারিত সংবাদের জন্য পত্র দিন।

COVER PRINTED BY
EASTERN TYPE FOUNDARY & ORIENTAL PRINTING WORKS LTD.,
18. BRINDABUN BYSACK STREET. CALCUTTA.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi